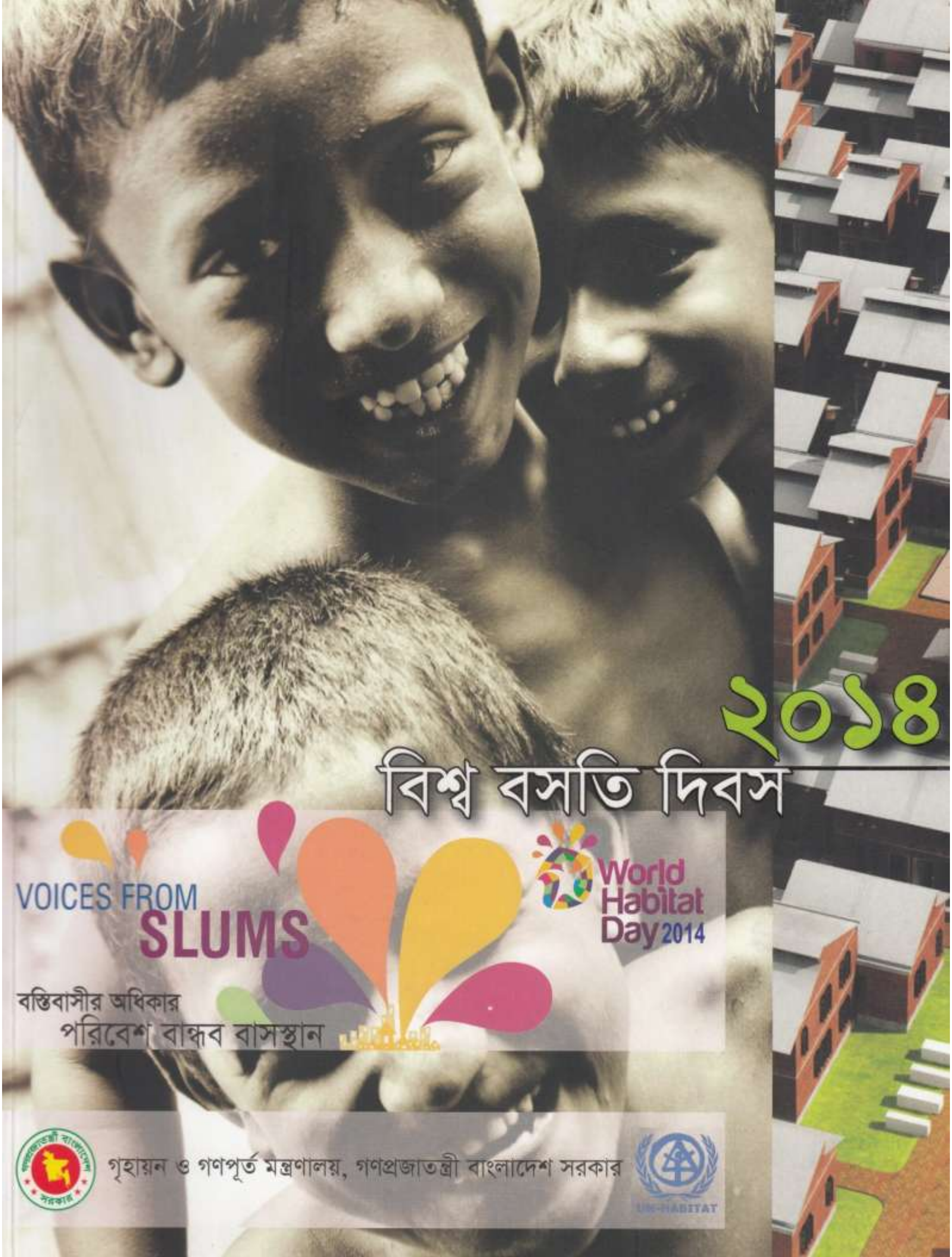

২০১৪

বিশ্ব বসতি দিবস

VOICES FROM SLUMS

World Habitat Day 2014

বস্তিবাসীর অধিকার
পরিবেশ বান্ধব বাসস্থান

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

UN-HABITAT

বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৪
World Habitat Day 2014

Voices From Slums
বস্তিবাসীর অধিকার : পরিবেশবান্ধব বাসস্থান

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৪
World Habitat Day 2014
Souvenir on World Habitat Day 2014
Voices From Slums
বস্তিবাসীর অধিকার : পরিবেশবান্ধব বাসস্থান

স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটি

জনাব শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী, আইন উপদেষ্টা, (যুগ্ম সচিব) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা	আহবায়ক
জনাব মোঃ আকতার হোসেন সরকার, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকা	সদস্য
জনাব সৈয়দা ইসরাত নাজিয়া, সহকারী সম্পাদক, নগর গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা	সদস্য
জনাব স.ম. গোলাম কিবরিয়া, সিনিয়র তথ্য অফিসার, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
জনাব আক্তার মাহ্মুদ, সাধারণ সম্পাদক, বিআইপি ঢাকা	সদস্য
জনাব সুজাউল ইসলাম খান, সম্পাদক (নগরায়ণ) বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট, ঢাকা	সদস্য
জনাব এম আহসানুল হক, সম্পাদক (ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি) বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট, ঢাকা	সদস্য

স্মরণিকা সম্পাদক
শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী
আইন উপদেষ্টা, (যুগ্ম সচিব)
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা

সম্পাদনা সহযোগী
সৈয়দা ইসরাত নাজিয়া, সহকারী সম্পাদক, নগর গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা
মুহাম্মদ আরিফুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স, ঢাকা

প্রচ্ছদ
জনাব এম আহসানুল হক
সম্পাদক (ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি) বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট, ঢাকা

সার্বিক নির্দেশনায়
মোঃ গোলাম রব্বানী
সচিব, গৃহায়ন ও গণূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
রিয়েল এস্টেট এন্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (REHAB)

প্রকাশনায়
স্মরণিকা প্রকাশ কমিটি
বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৪

প্রকাশকাল ঃ আক্টোবর ২০১৪

মূদ্রণে :
মেসার্স এম. এম. এন্টারপ্রাইজ
২৭/২/১/ক, পীরেরবাগ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল: ০১৭১২-২৩৯৫৬৮

[প্রবন্ধসমূহের তথ্য ও মতামত লেখক বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব । এ বিষয়ে সম্পাদনা পরিষদ বা গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের কোন দায়-দায়িত্ব নেই ।]

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৬ অক্টোবর, ২০১৪
২১ আশ্বিন, ১৪২১

বাণী

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিশ্ব বসতি দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে নগরসমূহে বসবাসরত বস্তিবাসীদের পরিকল্পিতভাবে পুনর্বাসনের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুগোপযোগী ও বাসযোগ্য নগর সৃষ্টির লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে অবকাঠামো সৃষ্টির পাশাপাশি বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। এ প্রেক্ষাপটে UN-HABITAT ঘোষিত এ বছরের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য 'Voices from Slums' বিষয়টি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন রোধ করতে গ্রামের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণসহ তাদের নিজ নিজ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন উন্নয়নমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সময়ের দাবী। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে বর্তমানে সরকার গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর আবাসন সংকট নিরসনসহ তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী কর্ম পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। আশা করি এ সকল পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন কমবে এবং একই সাথে বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নও নিশ্চিত হবে।

আমি 'বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৪' উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৬ অক্টোবর, ২০১৪
২১ আশ্বিন, ১৪২১

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব বসতি দিবস উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য "Voices from Slums" যা সুষ্ঠু নগর ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশে নগরায়নের ক্ষেত্রে বস্তি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। টেকসই নগরায়নের পূর্বশর্ত হল সার্বিক উন্নয়ন। তাই বস্তিবাসী এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাদ রেখে সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রায়ও বস্তিবাসীদের সমস্যাগুলো গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তাঁদের জীবন-মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। "ভিশন ২০২১" অনুযায়ী সকলের জন্য পরিকল্পিত আবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বস্তিবাসীদের আবাসন উন্নয়ন ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে আমরা বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে ৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে "প্রো-পুওর স্লাম ইন্টিগ্রেশন প্রজেক্ট (পিপিএসআইপি)" নামে একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছি। প্রকল্পটির আওতায় আগামী ৬ বছরে ৫ টি নির্বাচিত এ ক্যাটাগরি শহরের প্রতিটি থেকে ৫টি করে মোট ২৫টি দরিদ্র বসতিতে কমিউনিটি নির্ভর বাসস্থান উন্নয়ন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হবে। প্রতিটি বসতিতে আনুমানিক ৩০০টি পরিবার হিসেবে ২৫টি বসতিতে সর্বমোট ৭ হাজার ৫০০টি পরিবারের বাসস্থান উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

গত সাড়ে পাঁচ বছরে আমরা নিম্ন ও মধ্যবিত্তদের আবাসন সঙ্কট নিরসনে সারাদেশে ব্যাপকভাবে প্লট উন্নয়ন, বরাদ্দ এবং ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি। আরও ৪২ হাজার ৯৭১টি প্লট উন্নয়নের লক্ষে ৩৫ টি প্রকল্প এবং প্রায় ৩২ হাজার ৮১৬টি ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য ২৯টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এছাড়া ৩৭ হাজার ৯৫৯টি প্লট উন্নয়নের জন্য ২৬টি প্রকল্প এবং ৭২ হাজার ১৯৭টি ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য ১৭টি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। শহরের মতো উন্নত জীবনের জন্য আমরা গ্রামেও সমবায় ভিত্তিক বহুতল ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

সর্বস্তরের জনসাধারণের বসবাসযোগ্য সুপরিকল্পিত নগর সৃষ্টিতে সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৪-এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

০৬ অক্টোবর, ২০১৪
২১ আশ্বিন, ১৪২১

বাণী

প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। এ বছর বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য 'Voices from Slums' যা অত্যন্ত সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

দ্রুত নগরায়নের এই যুগে বিশ্বের বিভিন্ন নগরসমূহে বিশেষ করে এশিয়ার অধিকাংশ নগরসমূহের বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন বিষয়টি হচ্ছে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। প্রধানত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যেই গ্রামাঞ্চলের মানুষ শহরে এসে বস্তি গড়ে তুলেছে। বর্তমান সরকার বস্তিবাসীগণের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

পরিকল্পিত নগরায়ন, ভূমির সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং ভূমি উন্নয়ন বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে উচ্চ, মধ্যম ও স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য ভূমি উন্নয়ন এবং অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক আবাসিক প্লট তৈরি ও বরাদ্দ প্রদান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে শহর এলাকায় সড়ক, ফ্লাইওভার, বাইপাস ইত্যাদি নির্মাণ ও সম্প্রসারণে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বস্তিবাসীদের আবাসন উন্নয়ন ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় "প্রো-পুওর স্লাম ইন্টিগ্রেশন প্রোজেক্ট (পিপিএসআইপি)" নামে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ৭৫০০টি দরিদ্র পরিবারের আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে।

আমি বিশ্ব বসতি দিবস-২০১৪ এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন

সচিব
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা

০৬ অক্টোবর, ২০১৪
২১ আশ্বিন, ১৪২১

বাণী

প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার UN HABITAT কর্তৃক বিশ্ববসতি দিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। এ বছর এই দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'Voices from Slums'। বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য এবারের প্রতিপাদ্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি।

প্রতিবছর বিভিন্ন কারণে অসংখ্য মানুষ দেশের গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে আসছে। এ সকল মানুষকে আশ্রয় দেয়ার মতো যথেষ্ট ধারণক্ষমতা আমাদের নগরগুলোর নেই। তাই তারা নিরুপায় হয়ে নাগরিক সুযোগ-সুবিধাহীন এলাকাতে বসবাস শুরু করে।

উন্নয়ন কর্মকান্ডের বিবেচনায় নগর ও গ্রাম পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল। দেশের নগর বসতি উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদেরকে অবশ্যই গ্রামীণ এলাকার অবকাঠামো, ভূমি ব্যবহার, সেবা সুবিধাসমূহ সম্প্রসারণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, ইত্যাদির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে; যাতে করে দেশের প্রতিটি গ্রাম বসবাসের জন্য উপযোগী ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠে এবং গ্রাম থেকে শহরে অভিগমন (Migration) হ্রাস পায়।

বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে একদিকে যেমন প্রয়োজন জনসচেতনতা অপরদিকে সঠিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের গুরুত্বও অপরিসীম। বিশ্বব্যাপী বস্তিবাসীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কাজ করছে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে আমরাও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট হবো।

আমি বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৪ এর সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ গোলাম রব্বানী

World Habitat Day 2014

VOICES FROM SLUMS

চেয়ারম্যান
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

০৬ অক্টোবর, ২০১৪
২১ আশ্বিন, ১৪২১

বাণী

জাতিসংঘ ১৯৮৬ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী বাসস্থান সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দিক নির্দেশনা প্রণয়নের জন্য 'বিশ্ব বসতি দিবস' উদযাপন করছে। জাতিসংঘ এ বছর বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'Voices from Slums'। বিষয়টি সমকালীন নগরায়ন প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে গড়ে উঠা অসংখ্য বস্তিবাসীর দুঃখ-দুদর্শা লাঘব করে তাদের বাসস্থানের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের গুরু দায়িত্ব। প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চলের নদী ভাঙ্গনের কারণে এবং কর্মসংস্থানের অভাবে প্রতিবছর অসংখ্য মানুষ শহর অভিমুখী হচ্ছে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগণকে শহরমুখী হওয়া থেকে নিরুৎসাহিত করা এবং তাদের জন্য গ্রামেই কর্মসংস্থানের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা অপরিহার্য। নগরসমূহে যে সকল জনগোষ্ঠী বস্তিতে বসবাস করছে তাদের বাসস্থান সুবিধা নিশ্চিত করা ও উন্নত জীবন যাপনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করা আমাদের দায়িত্ব। কারণ বস্তিতে বসবাসরত বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে তারা দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রাখবে এবং এ বিপুল জনসম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে। আর সেই সাথে সুস্থ ও সুন্দর থাকবে শহরের পরিবেশ এবং নিশ্চিত হবে দেশের সার্বিক উন্নয়ন। এ সকল উদ্যোগের সার্বিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ বছরের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্যের তাৎপর্যকে সাফল্য মন্ডিত করা সম্ভব হবে।

আমাদের নগরসমূহ বস্তিবাসী তথা সকলের জন্য স্বাচ্ছন্দ্যময় ও নিরাপদ হবে এ আশা ব্যক্ত করে আমি বিশ্ব বসতি দিবস-২০১৪ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

আলহাজ্ব মোঃ দবিরুল ইসলাম

UNDP Bangladesh

Message

World Habitat Day 2014

Message of the

UN-Habitat Executive Director

Monday 6 October 2014

Voices from Slums

Every year on the first Monday of October we reflect on the state of our human settlements and what we want the cities of our future to look like.

This year, the United Nations has chosen to turn the spotlight on the people who live or have lived in informal settlements, listening to "Voices from Slums".

The goal is to raise awareness of life conditions in some areas of the planet which are crowded, with inadequate housing, poor or no water and sanitation facilities and no security of tenure. There is rarely any public space in these areas and no allocation for streets, meaning no public transport and no access for emergency services.

As part of the Millennium Development Goals, the world pledged to improve the lives of 100 million slum dwellers by the year 2020. By 2010 we had achieved this by more than 2 fold. However, with growing urbanisation, the number of people being born in or moving into these areas is also increasing and the overall number of people living in slums continues to rise. Estimates claim that there are already one billion people living in slums.

People in slums are also disproportionately affected by climate change, with houses often built precariously on slopes or unsuitable building space and with inadequate materials making them vulnerable to landslides, floods and earthquakes.

Great efforts are being made to improve many slums around the world and better the lives of those that live there. But slums are a manifestation of rapid unchecked urbanisation - a result of allowing our cities to expand without design or regulation and with disregard to their citizens. While continuing to upgrade the slums we have, we urgently need to focus our efforts on robust urban planning and the provision of safe, affordable housing that is appropriate and adequate for our citizens' growing needs.

Through real stories it is possible to demonstrate to decision makers in the urban arena that slum upgrading programmes can achieve better life conditions for slum dwellers, and greater economic and social impacts.

In 2016, the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development - Habitat III will set us on the path for a new urban agenda. But we cannot wait until then to stop the spread of slums. Our urban citizens have the right to adequate housing and basic services and we need to make sure that our cities and towns are planned appropriately to provide these.

Nearly one billion urban slum dwellers are counting on it. We should hear their voices.

Dr. Joan Clos

আহ্বায়ক

স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটি এবং
আইন উপদেষ্টা (যুগ্ম সচিব)
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

০৬ অক্টোবর, ২০১৪
২১ আশ্বিন, ১৪২১

সম্পাদকীয়

জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৮৬ সাল থেকে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস উদযাপন হয়ে আসছে। ১৯৮৬ সালে প্রথম বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'Shelter is my Right' বা 'আশ্রয় আমার অধিকার'। মূলতঃ বিশ্বব্যাপী আশ্রয়হীন মানুষের আশ্রয় সংস্থানের বিষয়ে দিক নির্দেশনা এবং প্রতিটি মানুষের বাসস্থান সংস্থানের বিষয় পর্যালোচনা ও নীতি নির্ধারনী স্থির করার লক্ষ্যে দিবসটি উদযাপন করা হয়ে থাকে।

১৯৯৬ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত "একবিংশ শতাব্দির জন্য বাসযোগ্য নগর" শীর্ষক হ্যাবিটাট-২ মহাসম্মেলনে শহরে-নগরে এবং দ্রুত নগরায়নশীল বিশ্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতিতে বসবাসরত সকল স্তরের মানুষের আবাসন উন্নয়নের জন্য অঙ্গীকার করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তিতে বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্যসমূহ নগরমুখী মানুষের অভিগমনের নেতিবাচক পরিণতির বিষয়ে অবতারণা করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বের বড় বড় নগরগুলোতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা আজ প্রকটরূপ ধারণ করেছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বা বিষয়টির আলোকে আধুনিক ও পর্যাপ্ত আবাসন Voices from Slums বস্তিবাসীর অধিকার : পরিবেশ বান্ধব বাসস্থান ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মাধ্যমে নগরসমূহকে বাসযোগ্য ও নান্দনিক নগরে পরিণত করার দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নগরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশে শহর ও নগরের সংখ্যা ৫২২টি। অনুমিত মোট নগর জনসংখ্যা প্রায় ৫০ মিলিয়ন। উন্নয়নশীল দেশের নগর হিসেবে আমাদের রাজধানীসহ সকল বড় ও মাঝারি শহরে কতিপয় বড় রকমের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন-শহর ও নগরে অপ্রতিরোধ্যভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কর্ম সংস্থান সমস্যা, আবাসন সমস্যা, দারিদ্র্য ও বস্তি সমস্যা, পরিবেশ দূষণ, পরিবহণ সমস্যা, বিভিন্ন জরুরি নাগরিক সেবা প্রাপ্তির সমস্যা এবং আইন শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সমস্যা, ইত্যাদি। বিশ্ব বসতি দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্যের আলোকে উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিশেষতঃ বস্তিবাসীর আবাসন সংকট নিরসনে আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রম ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে হবে।

প্রতি বছরের মত এ বছরও বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি তথ্য বহুল, গবেষণা সমৃদ্ধ সংকলন স্মরণিকা হিসেবে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য বা বিষয়ের আলোকে স্মরণিকায় অন্তর্ভূক্ত প্রবন্ধসমূহ আমাদের নগরের বস্তিসমূহের সমস্যা নিরসনে দিকনির্দেশনা প্রদানে নীতিনির্ধারকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

পরিশেষে, স্মরণিকার লেখক/গবেষকবৃন্দ, সম্পাদনা সহযোগীবৃন্দ এবং প্রকাশনা কমিটির সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে বিশ্ব বসতি দিবস উদযাপন বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ গোলাম রব্বানী মহোদয় মূল্যবান দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এ মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনা এই প্রকাশনাটি সফলতা লাভ করেছে তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক সতর্কতা সত্ত্বেও সময়ের স্বল্পতার কারণে এ স্মরণিকায় ভুল-ভ্রান্তি থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

স্মরণিকা প্রকাশনার ব্যয়ভারসহ দিবসটি উদযাপনে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করায় REHAB এর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৪ উদযাপন সাফল্যমন্ডিত হউক।

শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী

সূচিপত্র/Contents

লেখক/গবেষক	প্রবন্ধ/গবেষণা প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
Syed Azizul Haq, PEng	Sanitation in Slums: Issues and Ways Forward	১৩
মোহাম্মদ আবু সাদেক, পিইঞ্জ	বস্তিবাসীর অধিকার ও পরিবেশবান্ধব বাসস্থান	২২
নুরুল ইসলাম নাজেম	বস্তিবাসীর অধিকার ও পরিবেশবান্ধব বাসস্থান	৩০
শাহ মোঃ আবুরায়হান আলবেরুনী	দারিদ্র্য দূরীকরণ,কৃষি ও বস্তিবাসী উন্নয়নে ভূমি সংস্কার	৩৮
Md.Mahmudul Haque	Provision of housing finance for Middle income people of Dhaka city: Government policy paradoxes	৪২
Khondker Fowze Muhammed Bin Farid Quazi Md. Fazlul Haque	National Comprehensive Development Plan for the whole Country: An Integrated Approach to Meet the Needs of Slum Dwellers	৫২
ড. মোঃ গোলাম ফারুক	ঢাকা শহরের বস্তি : কার্যক্রম ও করণীয়	৬১
MD. JUBAER RASHID1	INTERNAL MIGRATION AND SLUM DEVELOPMENT IN BANGLADESH	৬৭
জাকিয়া সুলতানা সৈয়দা ইসরাত নাজিয়া	দরিদ্র নারী ও নগরীয় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত: প্রসঙ্গ বিশ্ববসতি দিবস ২০১৪	৭৪
Nurangir Nahid Jisa	Unhealed Scars of Urban Slum Dwellers	৮০
Planner Moniza Biswas, M-365	Climate Change and Migration in Bangladesh	৮৩
Md. Monjure Alam Pramanik	Prospects and Challenges of Urban and Peri-Urban Agriculture of Dhaka City	৯১
Md. Jahangir Ali	Climate Change and Rail Line Slum People: Dhaka, Bangladesh	১০২
Tusar Kanti Roy	COMMUNITY PARTICIPATION IN CONSTRUCTION AND RENOVATION OF SANITARY LATRINES IN THE SLUMS OF KHULNA CITY	১০৫
Mohammed Saiful Islam Roxana Hafiz	Hearing the Voices of the Urban Poor: A closer look at the Slums of Sreemangal Pourashava	১১৬

লেখক/গবেষক	প্রবন্ধ/গবেষণা প্রবন্ধ	পৃষ্ঠা
Shah Md Abu Raihan Alberuni1 Md. Sirajul Islam Kamrul Hasan Sohag	Holistic Capacity Building for Reducing Urban Vulnerability: A study on the Street Floating Population of Dhaka City	১২৮
ফরহাদ হোসেন বিপু	বিশ্ববসতি দিবস : গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত কতিপয় সুপারিশ	১৪১
Shah Md. Anisul Arefin	Health Hazards of slum dwellers in Bangladesh	১৪২
আলোকচিত্র		১৪৮
স্ট্যান্ডিং কমিটি		১৫৬
বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৪ উদযাপন কমিটিসমূহ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য		১৫৭
বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৪ উদযাপন সংক্রান্ত সেমিনারে আমন্ত্রণ পত্র		১৬০

Voices From Slums

বস্তিবাসীর অধিকার : পরিবেশবান্ধব বাসস্থান

Sanitation in Slums: Issues and Ways Forward

Syed Azizul Haq, PEng, Additional Chief Engineer, Public Works Department(PWD)

INTRODUCTION

According to the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) a slum is defined as a cluster of compact settlements of five or more households that generally grow very unsystematically and haphazardly in an unhealthy condition and atmosphere on government and private vacant land. Virtually these slums are formed by the migrants from different parts of the country who basically find their perennial living place not helping in earning minimum livelihood or are forced to leave for various unavoidable reasons. Majority of these migrants are from the rural areas and destination is the slums of urban or peri-urban areas. Day by day the number and size of these slums are increasing. In 2010 the population of slums was 30 per cent of the metropolitan population and about 15 percent of the overall urban population and about 5 per cent of the total population of the country (UNICEF, 2010).

Some of the criteria used by the BBS to characterize slums include predominantly poor housing, poor quality or no sewerage and drainage, inadequate drinking water supply, insufficient or no street lighting and few or no paved road or path. Living conditions in urban slums are often appalling and in fact, much worse than those in most rural areas. Among the basic requirements for living in a place, water is the most vital element to be available in acceptable quality and quantity and the next is sanitary drainage facility available in and around the place. These two requirements are the primary need for maintaining sanitation in the slum areas.

Slum settlements are often found on uncared vacant land which is in most cases unsuitable or not manageable for desired development. For instance areas like low lying marshy land, sides of canals, rivers and railway tracts, embankments etc. are frequently turned into the sites of slums.

Almost all the slum dwellers live with a perpetual mental agony of facing eviction at any time, by the land owners or by the law enforcing agencies, along with losing the living place due to various other man made hazards. So wherever possible they try for getting a shelter first, then in course of time they keep on trying to enlarge their living shelter bothering less about sanitation thinking that open defecation would be the last choice in unavoidable situation and fetching water from distant available sources would help mitigating their minimum demand for. In this paper the issues related to sanitation, including water supply, have been focused and some suggestions are put forward as mitigating measures.

URBAN SANITATION SCENARIO

Bangladesh is one of the most densely populated countries in the world, with more than 1000 people per sq.km. About one quarter of the population lives in urban areas, where population

density is 200 times greater than the national figure and population growth is twice the national average (UNICEF, 2008). Urban population growth is around double the overall population growth rate which was found as high as 4.25% in 2004 (WB, 2007). If this continues, by 2030, half of the population will be urban, most of them below the poverty line. Many villages all over the country have grown into towns and especially the major urban centers have grown very rapidly. Dhaka is one of the fastest growing mega-cities in the world, with an estimated 300,000 to 400,000 new migrants, mostly poor, arriving in the city annually (ADB, 2009). So, urban boundary and population is increasing along with rapid growth in number and size of the slums. As a result, in all the urban centers, fast growing of population and enlarging urban boundary causes availability of water supply and sanitation services limiting day by day. A World Bank report recently estimated that the percentage of the urban population benefiting from access to safe water supply and sanitation (WSS) services is only 50% (ADB, 2007).

Urban water supply

It is more or less true that all the urban areas are facing shortage of water though Dhaka Water Supply Authority (DWASA) claims that they are producing surplus water than the demand is (New Age, 2014). Urban water supply is virtually dependent on ground water and a little portion is supported by treated surface water from the river or lake. The over dependency on groundwater resulted in lowering of the water levels of the deep aquifers of the cities amongst which Dhaka is experiencing the worst situation where, according to a study by the Institute of Water Modelling (IWM) in 2009, groundwater is going down three meters every year (Sengupta et al, 2012). Urban drinking water coverage is also decreasing; in 1990 the coverage was 88% but in 2006 the coverage was found 85% (Water Aid 2008). The coverage of piped water supply systems in the hundreds of towns has, however, remained incomplete due to insufficient funds.

Urban sanitation

Poor sanitation is a major public health issue in all urban areas. Urban sanitation primarily addresses the sewerage management coverage in the respective areas. In this perspective Dhaka has a little better condition than other urban centers. The sanitation system of Dhaka city is comprised of water borne sanitary sewerage system, combined sewer system, small bore sewer (SBS) system, septic tank with soak well and pit latrine (Ahmed and Ashfaque, 2004). Sanitary sewerage system covers about 25% of the population (Barkat et al, 2011) and in the un-sewered section septic tank system covers 40% and sanitary pit latrines cover 15% of the population. The remaining 27% people of Dhaka city do not have any acceptable sanitation system (MoLGRD, 1994). According to BBS, in urban areas 55.09% use sanitary toilets, 36.55% unsanitary latrine and 8.36 % have nothing (BBS, 2010).

SLUM SANITATION SCENARIO

The nature of shelters mostly erected in slums is termed as Jhupry. Juphries for individual families are constructed side by side leaving no space in between or having little passing through space of width about 0.3 to 0.6 m. In slums density of population is extremely high. The crowding includes more than 1,000 people per acre (UNICEF, 2010) and generally three or more adults live in a room of about 3.6 sqm. These areas have few or no basic utility services, including potable water, sanitation, drainage, etc. Lack of infrastructure causes slum dwellers to live in a sub-human condition: diseases, unsafe water, and unhygienic disposal of excreta. (Siddique et al, 1998).

High population density and over-fullness living in almost no or very poor ventilated shelters in unhealthy environment, the general health condition of slum dwellers is in very vulnerable condition. In a survey it is revealed that 50% of the slum dwellers suffer from fever from cold, 8% suffers from bowel obstruction as a health problem and 7% have gastric/peptic ulcer, 6% responses were recorded for diarrhea/loose motion, asthma and skin disease each (UNICEF, 2010).

Sanitation situation in slums

Slums are characterized primarily by a very common feature of having no or very poor sanitation situation in the area. In slums individual family cannot think of having one latrine where use of shared latrine is very common. The latrines whatever they use can hardly be termed as sanitary latrine in true sense. High space limitation in slums refrains from installing sufficient number of latrines at suitable location. Majority of the latrines are hanging type built over stagnant water bodies, open surface drains or canals etc. Poorer households make more use of cluster or community latrines possessing 1 to 5 stalls connected to some sort of septic tank or to the public sewer system if any (Hanchett, 2003). The types of latrine generally used in slums have been given in Table 1.

Table1. Sanitation key statistics of urban slums, Source: MICS 2006

Latrine condition	Slums	National
Use of sanitary latrines (%)	20	58
Use of hanging latrines (%)	61	15
Safe disposal of under 5 children's faeces (%)	28	44

Water situation in slums

In slums no individual family get the access of water from any individual's source of water. More than one household have to share a water source. The general and common sources of water are either a water hydrant provided by the municipalities and WASA or shallow tube well. The slum residents of Dhaka generally dependent on supplied water by City Corporation while those in the other cities usually depends on shallow tube wells. These tube wells or tap water is found accessible to over 90% of the slum dwellers but the location of these sources of water is not very ideal. For the six big cities at least 10% of the slum clusters had their water source outside the cluster (CUS, 2006). A small proportion of households about1.9% collect their drinking water from other sources like rivers, ponds, lakes, canals etc. (CUS, 2006). In case of supplied water through pipes, one tap is shared by about 6 to 20 families. In many slum dwellers are reported to be paying as much as Tk. 2 per bucket of water, several times more than the price paid by city dwellers having legal water connection (WB, 2007). Percentage of water use from different sources of water by the slum residents in different cities have been shown in Table 2.

Table 2: Percentage of water use from different sources of water by the slum residents in different cities. Source CUS, 2006.

City	Municipal Tap	Tube well	Other sources	Number of cluster
Dhaka	92.3	6.5	1.2	4,966
Chittagong	28.7	65.2	6.1	1,814
Khulna	2.1	97.9	0.0	520
Rajshahi	12.8	87.3	0.0	641
Sylhet	36.3	62.8	0.9	756
Barisal	15.6	84.4	0.0	351
All Cities	61.1	37.0	1.9	9,048

The quality of water collected from various sources of water in some slums of Dhaka was found to be very unsatisfactory. From a field survey the quality of water found in slum of Dhaka has been shown in Table 3.

Table 3: The mean value of the water quality test (Alam, 2007).

Water quality test	Colony forming units (cfu) per 100 ml water at	
	Point-of-source	Point-of-use
Total Coliform per 100 ml water	651	919
Faecal Coliform per 100 ml water	450	636
Faecal Streptococci per 100 ml water	71	80

The test values at the point-of-use are found greater than that at the point-of-source due to drinking water contaminated by behavioral activities (Alam 2007).

Improvement initiatives

Bangladesh government took the Slum Improvement Project (SIP) under the Local Government and Engineering Department (LGED), started in 1985 in five municipalities and later on expanded to four city corporations and twenty-one municipalities. There were six specific objectives of the project amongst which improving overall living conditions in the slums was one of the important objectives to achieve. One of the major component of the program was infrastructure development which included one shallow tube well for each group of ten to fifteen families, one Tara pump for two groups, or one deep tube well for three groups, are installed. One water-seal latrine for three families or one community latrine cum bio-gas plant is installed, depending on the requirements (Siddique et al, 1998). All programs together have made very little impact on improvement of slums in Dhaka, due to the massive scale of the problem (WB, 2007). There is another example of government initiative in this regard, which is the rehabilitation of the slum dwellers at Bhashanteck in Dhaka. This project has been planned for improving their living condition by housing them in multi-storey building supported by related infrastructures and facilities (Kabir 2011). This project is yet to be functioning.

Some non government organizations (NGO) took various initiatives according to their respective mandates to improve various socio-economic and environmental factors of development for the slum dwellers. There are some NGOs who opt for improving the sanitation condition along with improving water availability in the slum areas. One of such initiative by a NGO, named Dushtha Shasthya Kendra (DSK) sponsored by the international NGO Water Aid, has been focused herein to show the nature of improvement program normally taken with a view to improving water and sanitation situation in the slum areas. In the development program provision for sanitation was planned by the design of sanitation blocks, as shown in the Figure 1, including water points, bathing stalls and hygienic latrines and urinals for a cluster in a slum. Latrines were connected to septic tank. Such sanitation blocks, having water points and bathing facilities along with 12 latrine stalls and two urinals, have been designed to serve up to 500 people, i.e. about 40 people will be using one latrine.

Water points provide easy access to collect water. The water hydrant points are installed by making connection to the nearby water mains provided by the concern water supply authority. These water points consist of an underground water storage reservoir where water is collected from the nearby water mains through making connection by pipe. Two hand-operated suction pumps are provided, one hand pump is installed on the reservoir to draw water directly from the reservoir and the other one is installed connecting directly to the supply main line. The reservoir is provided because of the irregular water supply in the mains. Space for bathing or washing clothes have also been kept near the pump.

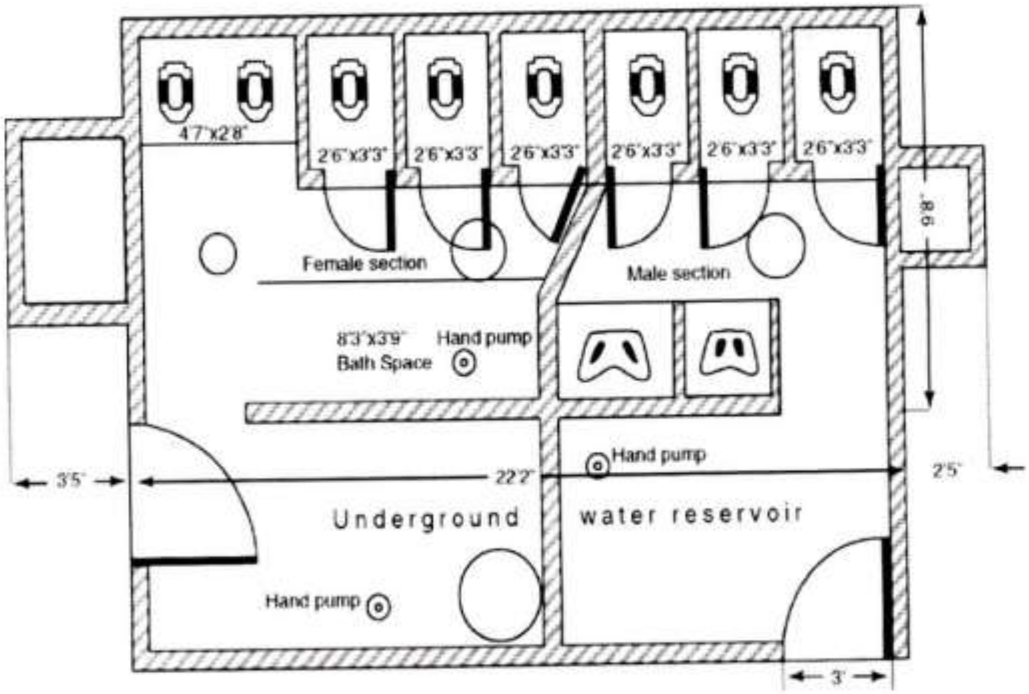

Figure:1. A sanitation block designed for improvement of sanitation of a slum (Hanchett, 2003).

Critical review of the initiatives for sanitation improvement

From the common objective of improving environmental and living condition in slum areas by both the government and non government organizations, it is evident that the improvement of latrine facilities and making availability of water are considered as the important initiatives to be taken. Improvement of latrine basically refers to development of sanitary latrine. The important features of a sanitary latrine are 1. Flushing system, 2. Trap 3. Drainage ventilation 4. Sewage digestion tank and 5. Effluent management system. In any form these components shall be incorporated in developing sanitary latrine. Absence of any one will make the latrine unsanitary.

In the sanitation block designed by DSK it is seen that no flushing system has been provided. Though the drainage piping is not shown, it can be presumed that no trap has been used under the pan because when trap is used pour flushing cannot easily flush out the excreta maters retaining on the pan. To run the digestion process septic tank has been considered. A sanitation block serving 500 people will need a combination of two septic tanks where, according to Bangladesh National Building Code (BNBC) 1993, one cannot be bigger than 300 user septic tank (HBRI, 1993). Finally it is not mentioned how the effluent of septic tank is managed. No slum sanitation system in Dhaka is found connected with sanitary sewer system (Rahman et al, 2014). In this back drop, in the slums, connection of septic tank to the sewer, most probably, would be with storm sewer which is unlawful, unethical that cannot be allowed.

Though the position of septic tank is not shown it can be thought that it would be near to the sanitation block. If it is so than water reservoir under the sanitation block would be near to the

septic tank which cannot be recommended. Installation of hand pump connecting directly to the water main cannot be allowed because this can cause contamination of supplied water.

Ways forward

The slum sanitation situation can be developed by economic design of sanitation block consuming less energy and water as well. For this purpose in-depth research is needed to develop economic and at the same time energy and water efficient sanitary latrine system suitable for the slum dwellers. In this perspective following suggestions and some solutions have been furnished herein.

1. A sanitation block should be designed for serving 300 people where a single chambered septic tank can be designed over which stalls of latrines can be placed. 6 to 8 latrines can be placed over.
2. To avoid mechanical flushing specially designed deep pan designed by the under writer (yet to be patented) as shown in the Figure 2 can be used.
3. Under this deep pan a mechanical seal trap (Haq, 2012) designed by the under writer (applied for patent) as shown in the figure 3, should be used.
4. Where there is no sanitary sewer nearby, this type of development should not be taken into consideration.
5. Periodical desludging of sludge from the septic tank shall have to be ensured. Otherwise the system will become malfunctioning after the design period is over.
6. A shallow tube well or water hydrant by connecting with water main shall be installed nearby to collect ablution water.
7. Water reservoir shall be constructed separately at a safe distance of minimum 30 ft. from the nearest septic tank or latrine blocks (EHS, 2010).
8. Where possible rainwater harvesting system shall have to be introduced.

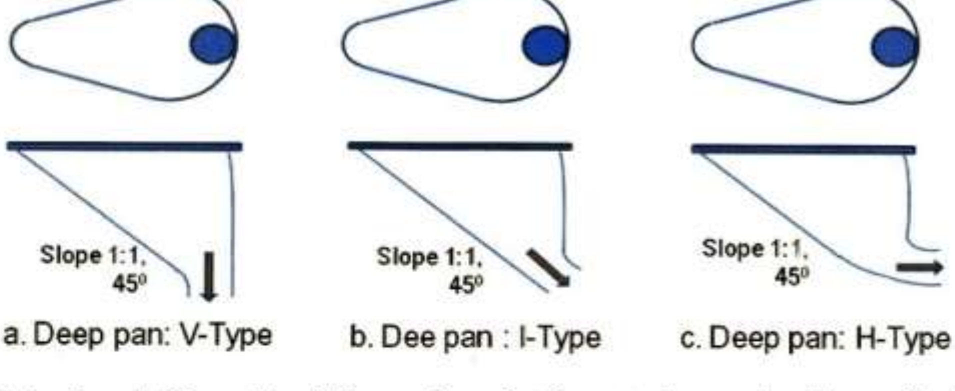

Figure 2. Special designed 'Deep Pan' for sanitary latrines to be used without flushing mechanism.

Figure 3. Various 'Mechanical Seal Traps'.

Concluding remarks

Due to the poor socio-economic background of the majority slum dwellers, they show little interest in upgrading their water supply and sanitation situation. The poor slum dwellers may be willing to have improved sanitation system if they are supported by any agencies those come forward to help them. In the name of development or improvement these initiatives should not be non compliant to the local code of practice in this regard. To make economy only the type of construction material might be compromised but in no case the code of practice can be overlooked.

Reference

Alam, Mohammad Jahangir (2007) 'Water quality tests and behavioral factors of child diarrhea in Dhaka slums' BRAC University Journal, Vol. IV No. 1, 2007, pp. 103-109

Asian Development Bank (ADB), (2007), Urban Sector and Water Supply and Sanitation in Bangladesh, Evaluation Study report, SAP: BAN 2009-02, Dhaka.

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) (2010), 'Statistical Yearbook of Bangladesh -2010'

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) (2008), 'Bangladesh Multiple Indicator Cluster Survey 2006, Study document,

Barkat, A. et al (2011), 'Study on Allocation, Targeting and Effectiveness of Sanitation Subsidy in Bangladesh',. Human Development Research Centre (HDRC), Dhaka.

Center for Urban Studies (CUS) (2006) 'Slums of Urban Bangladesh : Mapping and Census, 2005' Dhaka, Bangladesh

Environmental Health Services (EHS) (2010), 'Design Specifications for Sewage Disposal System' Health and Social Services, Yukon

Hanchett, Suzanne et al (2003) 'Water, sanitation and hygiene in Bangladeshi slums: an evaluation of the WaterAid Bangladesh urban programme', International Institute for Environment and Development. http://eau.sagepub.com/content/15/2/43

Haq, Syed Azizul (2012) 'Development of a user friendly mechanical seal trap for sanitary latrines', Proceeding of the International Conference on Innovation and Technology for Sustainable Built Environment, University International Technology Malaya. Ipoh.

Housing and Building Research Institute (HBRI), (1993), 'Bangladesh National Building Code', Dhaka.

Kabir, Tamanna (2011),' Factors affecting slum resettlement projects in Bangladesh: A case study of Bhasantek Rehabilitation Project, Dhaka., A MSc Thesis, Erasmus University, Rotterdam.

Local Government Engineering Department (LGED) (1997). Slum improvement project reference manual, Dhaka.

MoLGRD, UNDP, UNICEF, UNDP-World Bank Water and Sanitation Program, (1994) "Bangladesh Situation Analysis Water Supply and Sanitation, September.

Rahman, M., Atkins, P.J. and McFarlane, C.(2014) 'Factors affecting slum sanitation projects in Dhaka City: learning from the dynamics of social-technological-governance systems'Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development 4, 346-58

Siddique QI, Alam ABMA, Rahman M, Rahman A, Jahan H. (1998) Case study on a slum improvement project in Dhaka metropolitan city. Second International Expert Panel Meeting on Urban Infrastructure Development. UNCRD Proceedings Series, vol. 26. Bangkok

Sengupta Sushmita, Amandeep Kang, Nitya Jacob, (2012),' Water Wealth 'A Briefing Paper on the State of Groundwater Management in Bangladesh, http://www.cseindia.org/userfiles/groundwater_management_bangladesh.pdf

The Daily New age (2014), 'Several city areas face water crisis', A report by Ferdous Ara, April 29 issue.

UNICEF Bangladesh (2008), 'Sanitation, Hygiene and Water Supply in Urban Slums'., Fact Sheet,

UNICEF Bangladesh (2010), 'Understanding Urban Inequalities in Bangladesh: A prerequisite for achieving Vision 2021'A study report, Planning, Monitoring and Evaluation Section, Dhaka-1000, Bangladesh.

Water Aid (2008), 'Turning slums around: The case for water and sanitation' Discussion paper, Durham Street, London, UK.

World Bank (WB), (2007),' Dhaka: Improving Living Conditions for the Urban Poor', Bangladesh Development Series Paper No. 17, Dhaka

বস্তিবাসীর অধিকার ও পরিবেশবান্ধব বাসস্থান

মোহাম্মদ আবু সাদেক, পিইঞ্জ
পরিচালক
হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে জনসংখ্যার অর্ধেকেরও অধিক মানুষ নগরে বসবাসের কারনে নগর এলাকাগুলি দ্রুত নগরায়ন, বিশ্বায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে যে, বিশ্বের নগরসমূহে ২০৩০ ও ২০৫০ সাল নাগাদ জনসংখ্যার পরিমান দাড়াবে যথাক্রমে শতকরা ৬০ ও ৭০ ভাগ। পৃথিবীর জনসংখ্যার ১০০ কোটি মানুষ বসবাস করছে নিম্ন মানের আবাসস্থলে যেগুলো অপরিকল্পিত ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবৈধভাবে স্থাপিত হওয়ার কারনে তাতে নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধাসমূহ অপর্যাপ্ত। ২০২০ সাল নাগাদ বিশ্বের নগরবাসীদের মধ্যে প্রায় ৯০ কোটির আবাসস্থল হবে বস্তি এবং অস্থায়ী স্থাপনায় যেগুলো কোন প্রকার নগর পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত নয়।

বিশ্ব বসতি দিবস ও এ বছরের প্রতিপাদ্য

Shelter is my Right এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ১৯৮৬ সাল থেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব বসতি দিবস উদযাপন হয়ে আসছে। এ বছরের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'Voices from Slums' যা বাংলাদেশে 'বস্তিবাসীর অধিকার- পরিবেশবান্ধব বাসস্থান' হিসেবে গ্রহণ করে বস্তিবসীর অধিকারকে সন্মান ও স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৪ প্রচারনার লক্ষ্য হচ্ছে বস্তিবাসীর অধিকারকে স্বীকার করে তাদের জীবন মান উন্নয়নে সক্ষম করে তোলা। এ বছরের বিশ্ব বসতি দিবসের উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ।

- নগরের বস্তিসমূহে জীবন যাত্রার অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা
- যারা বস্তিতে বসবাস করেছে বা করছে তাদের জীবনযাত্রার ইতিহাস সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- বস্তুনিষ্ঠ ঘটনার বিবরণের মাধ্যমে নগর কেন্দ্রিক নীতিনির্ধারকদের বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বস্তিবাসীর উন্নত জীবন অর্জন এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ কীভাবে উন্নত করা যায় সে বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করা।
- পৃথিবীর শহরসমূহ ও নগরাঞ্চলে বস্তি উন্নয়নের অভিজ্ঞতা বিনিময় করা।
- বস্তির জীবনকে নগরের সাথে একিভূত করার ক্ষেত্রে উদ্ভুত বিভিন্ন বিষয়ের বিস্তৃত ক্ষেত্রকে সামনে রেখে নীতিনির্ধারণী সংলাপে অবদান রাখা।
- নীতিমালা প্রণয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়গুলো চিহ্নিত করা। যেগুলোতে জাতিসংঘের কার্যক্রম, বিশেষ করে UN-HABITAT থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার প্রস্তাব করা।
- বস্তির উন্নয়ন ও পর্যাপ্ত গৃহায়নে অর্থপূর্ণ ভূমিকা পালনকারীদের সনাক্তকরণ এবং পরবর্তী আলোচনায় তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

২০১৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য তৃতীয় বিশ্ব মানব বসতি মহাসম্মেলন (Habitat-III)-এর প্রাক্কালে এ বছরের প্রতিপাদ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও নগরায়নের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং তাৎপর্যপূর্ণ।

সহযোগিতায় : (১) **শাহ মোঃ আবুরায়হান আলবেরুনী,** আইন উপদেষ্টা (যুগ্ম সচিব) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
(২) **মোঃ আকতার হোসেন সরকার,** সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট

১৯৭৬ সালে কানাডার ভানকুভারে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব মানব বসতি মহাসম্মেলন থেকে ৬৪টি সুপারিশমালা ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৬ সালে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় হ্যাবিটেট মহাসম্মেলন থেকে ইস্তাম্বুল ঘোষণা ব্যক্ত করা হয়। এ সকল সুপারিশমালা ও ঘোষণায় একুশ শতকের নগরসমূহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বিশেষ করে Habitat-II মহাসম্মেলন থেকে দুটি বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়

- সবার জন্য পর্যাপ্ত বাসস্থান এবং
- নগরীয় টেকসই মানব বসতি উন্নয়ন

পরবর্তীতে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত মিলেনিয়াম সামিট এবং ২০০১ সালের জুন মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ইস্তাম্বুল+৫ বিষয়ক বিশেষ অধিবেশনে বিশ্বের সকল দেশের নগরসমূহে বস্তি ও বাস্তুহারা এলাকার উন্নয়নের ঘোষণা প্রদান করা হয়। এ সকল সম্মেলন থেকে ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বের ১০০ মিলিয়ন বস্তিবাসীর জীবনমানে পরিবর্তন আনার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করা হয়। এ লক্ষ্যে ২০০১ সালে জাতিসংঘ বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্য ঘোষণা করেছিল Cities without Slums। ঐ বছর জাতিসংঘ মানব বসতি কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক বস্তিমুক্ত নগর গড়ায় সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানিয়ে নিম্নরূপ নীতি ও কর্মধারা অনুসরনের আহ্বান জানান-

- আঘাত করুন দারিদ্র্যকে, দরিদ্রকে নয়
- অপসারন করুন বস্তি, বস্তিবাসীকে নয়
- উচ্ছেদ করুন অবৈধ বসতি, অবৈধ বসতকারীকে নয়।

জাতিসংঘের তথ্যে দেখা যায়, বর্তমানে পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশি (৫৮ কোটির অধিক) বস্তিবাসীর বসবাস হচ্ছে এশিয়ায়। UN-HABITAT এর হিসাব অনুযায়ী চীনের নগর জনসংখ্যার ৩৮% এবং ভারতের নগর জনসংখ্যার ৫৬% বস্তিবাসী।

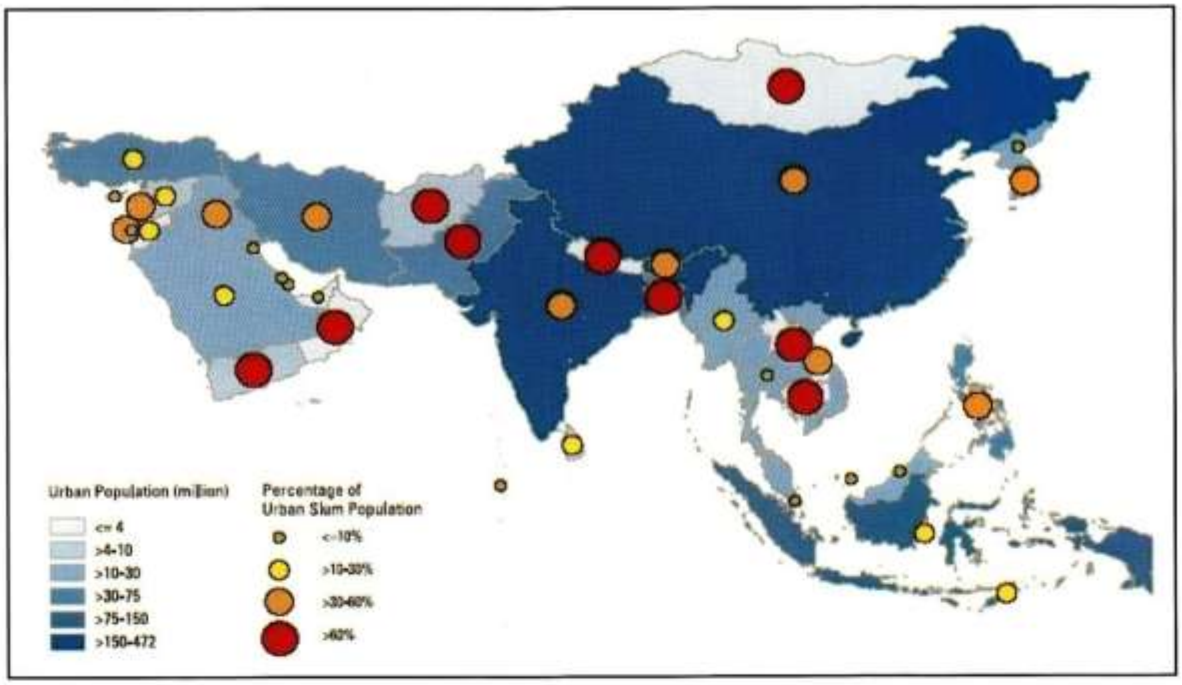

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর তথ্য অনুযায়ী বস্তির সংজ্ঞা হচ্ছে পাঁচটি বা ততোধিক পরিবারের আবাস স্থলের সমাবেশ যা অপরিকল্পিত, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সরকারি বা ব্যক্তিগত পতিত জমির উপর গড়ে উঠে। সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত একচালা/দু'চালা বাঁশ, খড়, চট ও টিন বা পলিথিনের চালার জনবসতির বেশিরভাগ জনগোষ্ঠীই দারিদ্র্য সীমার নিচে এবং পর্যাপ্ত পয়ঃপ্রণালী ও রাস্তাঘাটের অভাবে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে থাকে।

প্রকৃত পক্ষে এই বস্তিগুলো গড়ে উঠে সেই সকল অভিবাসীদের দ্বারা যারা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জীবন ধারনের নিমিত্তে ন্যূনতম জীবিকা অর্জনে ব্যর্থ হয়ে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়। এই সকল অভিবাসীদের অধিকাংশই গ্রামাঞ্চল থেকে আগত যাদের গন্তব্য স্থল হচ্ছে নগর অথবা উপ-নগরীয় অঞ্চলের বস্তিসমূহ। দিনে দিনে এই সকল বস্তির আয়তন এবং সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশে মেট্রোপলিটান এলাকার জনসংখ্যার শতকরা ৩০ ভাগ এবং সার্বিক নগর জনসংখ্যার শতকরা ১৫ ভাগ ছিল বস্তিবাসী এবং সারা দেশের মোট জনসংখ্যার তা শতকরা ৫ ভাগ (ইউনিসেফ ২০১০)।

চাঁদপুর শহরের বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র পুরান বাজার এলাকায় মেঘনা নদীতে গতকাল আকস্মিক ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। এই ভাঙ্গনে মূহুর্তেই নদীগর্ভে চলে গেছে শহর রক্ষা বাঁধের প্রায় ১২০ মিটার এলাকা। ভাঙনে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে ● ছবি : প্রথম আলো

নদী ভাঙন রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার বালাপাড়া ইউনিয়নের চর চুষমারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দোতলা ভবনের একাংশ তিস্তায় ভেঙে পড়েছে। ভাঙন অব্যাহত থাকলে ২০১০ সালে নির্মিত এই ভবনটি পুরো বিলীন হয়ে যাবে। গত শনিবার তোলা ছবি ● মইনুল ইসলাম

বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে ঘরবাড়ি-রাস্তাঘাট। চলাফেরার জন্য নৌকাই এখন একমাত্র ভরসা। জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা গ্রাম থেকে তোলা ছবি। ● প্রথম আলো-

বন্যার পানিতেই বসবাস, ঘরগৃহস্থালি। কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার বালাডোবা গ্রাম থেকে গতকাল তোলা ছবি ● সফি খান

বিশ্বব্যাপী আশ্রয় ও গৃহহীনদের গৃহসংস্থানের ব্যাপারে জাতিসংঘ তথা আন্তর্জাতিক অংঙ্গীকারের সাথে বাংলাদেশের বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারও পূর্ণ সমর্থন এবং সংহতি প্রকাশ করেছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ও সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের নগরসমূহে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠি ও বস্তিসমূহের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বস্তি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে দেশে বস্তি শুমারির উদ্যোগ গ্রহন করেন।

নগরায়নের সাথে সাথে নগর দারিদ্র্যদের ঘিঞ্জি বসতির প্রকোপ ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে চলছে

বস্তির বাড়ি ঘরের করুন দশা

নিরাপদ পানির অভাবে নোংরা দূষিত পানিতেই শিশুদের গোসলসহ অন্যান্য কাজ সারতে হয়

বস্তিতে সবচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি হচ্ছে পয়ঃ ব্যবস্থার

বর্তমান সরকার দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্ব প্রদান করেছে। একই সাথে সরকার দারিদ্র্য বিমোচনে নগর অংশীদারিত্ব প্রকল্প হাতে নিয়েছে। বস্তিবাসীদের গ্রামে ফিরে যাওয়াকে তরান্বিত করতে ১০০ দিনের কর্মসংস্থান কর্মসূচি, কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও একটি বাড়ি একটি খামার, ইত্যাদি প্রকল্প চলমান রয়েছে। বস্তিবাসীদের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় সর্বপ্রথম ঢাকার মিরপুরস্থ ভাষানটেকে ফ্লাট বরাদ্দ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এছাড়া টঙ্গি ও ডেমরায় বস্তি পূর্নবাসন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বস্তিসমূহে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বস্তি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো উন্নয়নে বেশকিছু কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও স্থানচ্যুতি

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ অনেক বেশি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে এবং এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন: বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং নদী ভাঙ্গনে স্থানচ্যুত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে ভবিষ্যতে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ ও নিম্নভূমি তলিয়ে যাওয়ার কারণে বিরাট জনগোষ্ঠীর স্থানচ্যুতি ঘটবে।

অভিগমন

বর্তমান বিশ্বের প্রায় ৫৩ শতাংশ মানুষ শহর এলাকায় বসবাস করে এবং ধারণা করা হয় আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ এর পরিমান দাঁড়াবে প্রায় ৭০ শতাংশ। কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং উন্নত জীবনযাত্রার লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত গ্রাম থেকে শহরমুখী মানুষের অভিগমন চলছে। বাংলাদেশের নগরায়নে এই অভিগমনের গুরুত্ব অপরিসীম। ২০০১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের শহরসমূহের জনসংখ্যা প্রায় ২৮.৬ মিলিয়ন এবং বৃদ্ধির হার ৩.৫ শতাংশ। বর্তমানে দেশের নগরায়নের মাত্রা ২৭ শতাংশ যা আগামী ২০৩৫ সাল নাগাদ বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ শতাংশে উন্নীত হতে পারে।

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত শহরে, মহানগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেবা সুবিধাদি যেমন-যোগাযোগের রাস্তা, আবাসিক ও বাণিজ্যিক সুযোগ- সুবিধা, কর্মসংস্থান, বিনোদন, উন্মুক্ত প্রান্তর, জলাভূমিসহ বিদ্যুৎ, গ্যাস, পয়ঃ নিষ্কাশন এবং সুপেয় জলের অবাধ সরবরাহের সুচিন্তিত ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার পর বাসোপযোগী করে গড়ে তোলা হয়। সে তুলনায় ঢাকা মহানগরের অনেক সেবা-সুবিধাদির অপর্যাপ্ততা সত্ত্বেও দ্রুত গতিতে অপরিকল্পিত ভাবে নির্মিত দালানকোঠার সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং পয়ঃনিষ্কাশনসহ রাস্তাঘাটের সুবিধা যা আছে তাই, এর কোন পরিবর্তন লক্ষণীয় নয়। ফলে ঢাকা মহানগর দৈব-দুর্বিপাকের শহরে পরিণত হচ্ছে।

বাংলাদেশের বর্তমান নগরায়নে অভিগমনের কারণসমূহ সারণি-২ এ দেখানো হলো। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত কারণে ৮২ ভাগ জনগোষ্ঠী অভিগমন হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত কারণ অভিগমন প্রধানত প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত। নগরমুখী অভিগমনের কারণের শতকরা হার পাই চিত্র-১ এ দেখানো হলো।

সারণি-১ : অভিগমন ও নগরায়ন

ক্রম	অভিগমনের কারণ	%	মন্তব্য
১.	অর্থনৈতিক কারণ (Economic reasons)	৫৫.৪০	প্রধানত প্রাকৃতিক দুর্যোগ জনিত কারন
২.	পরিবেশগত কারণ (Environmental reasons)	২৬.৬০	
৩.	ব্যাক্তিগত কারণ (Personal reasons)	০৯.১০	
৪.	সামাজিক-রাজনৈতিক কারণ(Socio-political reasons)	০০.৮০	
৫.	অন্যান্য কারণ (Others)	০৭.৯০	

উৎস : আরবান বাংলাদেশ, চ্যালেঞ্জেজ অব ট্রানজিশন

পাই চিত্র -১ : নগরমুখী অভিগমন কারণের শতকরা হার

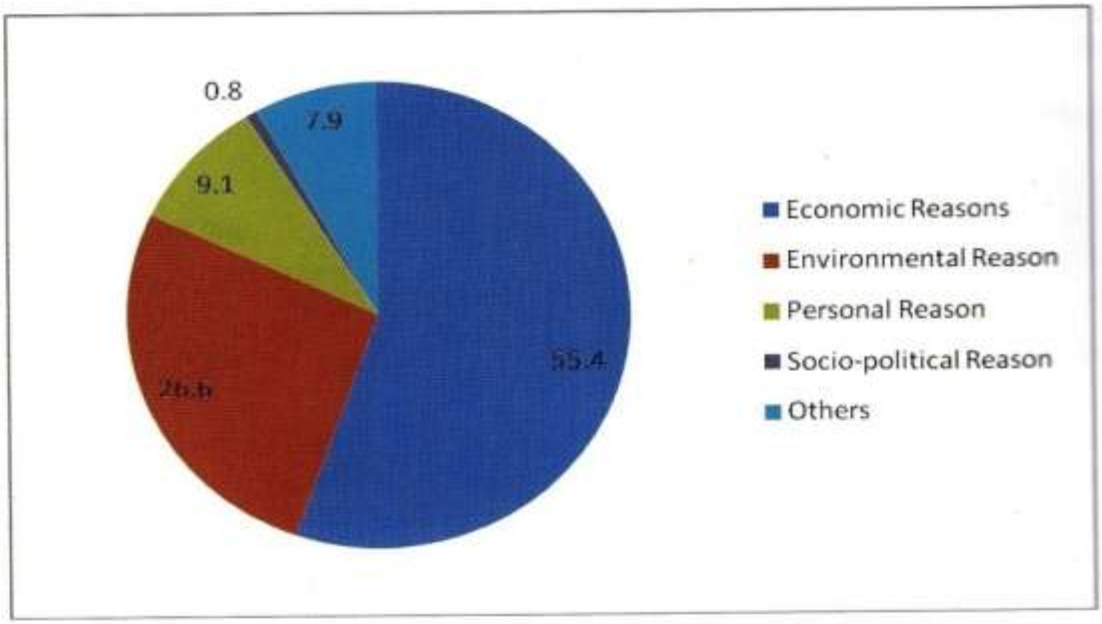

দরিদ্রদের জন্য আবাসন ও বস্তি উন্নয়ন

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম জনবহুল কৃষি প্রধান দেশ। বিগত চার দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে কম বেশি ১৬ কোটিতে পৌছেছে এবং প্রতি বছর গড়ে ২২ লক্ষ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যার এ ক্রমবৃদ্ধিতে দেশবাসীর খাদ্য ও আবাসন চাহিদা মেটাতে অব্যাহতভাবে চাপ বাড়ছে দেশের কৃষিজমির উপর।

২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী প্রতি বর্গমাইল এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব ১১৫৬.১৩ জন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ১৯৮৬ সালে সারাদেশে বসতবাড়ির সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৩৮ লাখ ১৮ হাজার যা ২০০৩ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ৭৮ লাখ ৪২ হাজার এবং ২০০৯ সালে ১ কোটি ৯২ লাখ ৬০ হাজারে উন্নীত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বছর ২ লাখ ৫৩ হাজারের অধিক নতুন বসতবাড়ি নির্মিত হচ্ছে। নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য মূলতঃ কৃষিজমিই ব্যবহার করা হচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতিনিয়ত গৃহ ঘাটতিসহ গৃহায়ন সংশ্লিষ্ট নেতিবাচক সমস্যা বৃদ্ধি করছে যার অন্যতম হচ্ছে নিম্নরূপ :

- গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি
- যেখানে সেখানে বস্তি স্থাপন ও জবর দখলকৃত, অননুমোদিত এবং অপরিকল্পিত বসতির সংখ্যা বৃদ্ধি
- বিদ্যুৎ পয়ঃনিষ্কাশন, সুপেয় পানি সরবরাহ ও সুষ্ঠু ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাব

- নিম্নবিত্ত ও সাধারণ মানুষের ক্রয় সীমায় বাসগৃহের দুষ্প্রাপ্যতা
- পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় নারীসহ গণঅংশগ্রহণের অভাব
- গবেষণালব্ধ উদ্ভাবনসমূহের প্রচার ও প্রসারের অভাব

লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, দেশের গ্রামাঞ্চলে সেমিপাকা ও একতলা পাকা নির্মাণের প্রবণতা সাম্প্রতিক সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিজমিতে যত্রতত্র ইটের ভাটা স্থাপন করে একদিকে যেমন কৃষি জমির উপরিস্থিত উর্বর মাটির ব্যবহার ও মাটি পোড়ানোর কারনে ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে ব্যবহারযোগ্য কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। এ জন্য বাড়তি জনগণের খাদ্য চাহিদা মেটাতে অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এসকল সমস্যার সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবে বিশেষ করে নদী ভাঙ্গন, ভূমিহীনদের সংখ্যা বৃদ্ধি, গ্রাম পর্যায়ে কর্মসংস্থানের অভাব, সামাজিক নির্যাতন ও নিপীড়ন ইত্যাদি কারণ সহায় সম্বলহীন মানুষকে জীবিকার সন্ধানে গ্রাম ছেড়ে শহরে আগমনে বাধ্য করে। এ সকল দরিদ্র পরিবারগুলি শহরের বস্তিতে জীর্ণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দুর্বিসহ জীবন যাপন করে। রাস্তা-ঘাট, নর্দমার পানি, দারিদ্র্য, পুষ্টি হীনতা, নিরক্ষরতা, রোগশোক ইত্যাদি এদের নিত্যসঙ্গী। এ জনগোষ্ঠী সাধারণতঃ নগর জীবনের মৌলিক সেবা সুবিধা প্রাপ্তির আওতার বাইরে।

ব্যয় সাশ্রয়ী প্রযুক্তিতে বহুতল আবাসন

বহুতল ভবন বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষিজমি মানব বসতিতে ব্যবহার রোধ করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দুরীকরন এবং দুর্যোগ সহনীয় আবাসন বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে বহুতল ভবন নির্মাণ করে নিম্নলিখিত সুবিধাবলী অর্জন করা সম্ভব হবে। এ প্রেক্ষিতে হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যয় সাশ্রয়ী ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তিতে বহুতল ভবনের নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে যা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন ও কার্যকলাপের ধরনের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

- খাদ্য নিরাপত্তাসহ কৃষি জমির প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ
- দারিদ্র্য দূরীকরণ
- কর্মসংস্থান বৃদ্ধি
- পরিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ
- পারিবারের মধ্যে সম্প্রীতি
- দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন
- নারীদের নিরাপত্তা ও ক্ষমতায়নসহ নারীবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ
- সৌরবিদ্যুৎ এর ব্যবহার
- বনজ সম্পদ সংরক্ষণ
- প্রচলিত ইটের ব্যবহার হ্রাস ও ক্রমান্বয়ে শূন্যকরণ
- পরিবেশ বান্ধব ও পরিকল্পিত বসতি স্থাপন এবং
- নগরমুখী অভিগমন হ্রাস

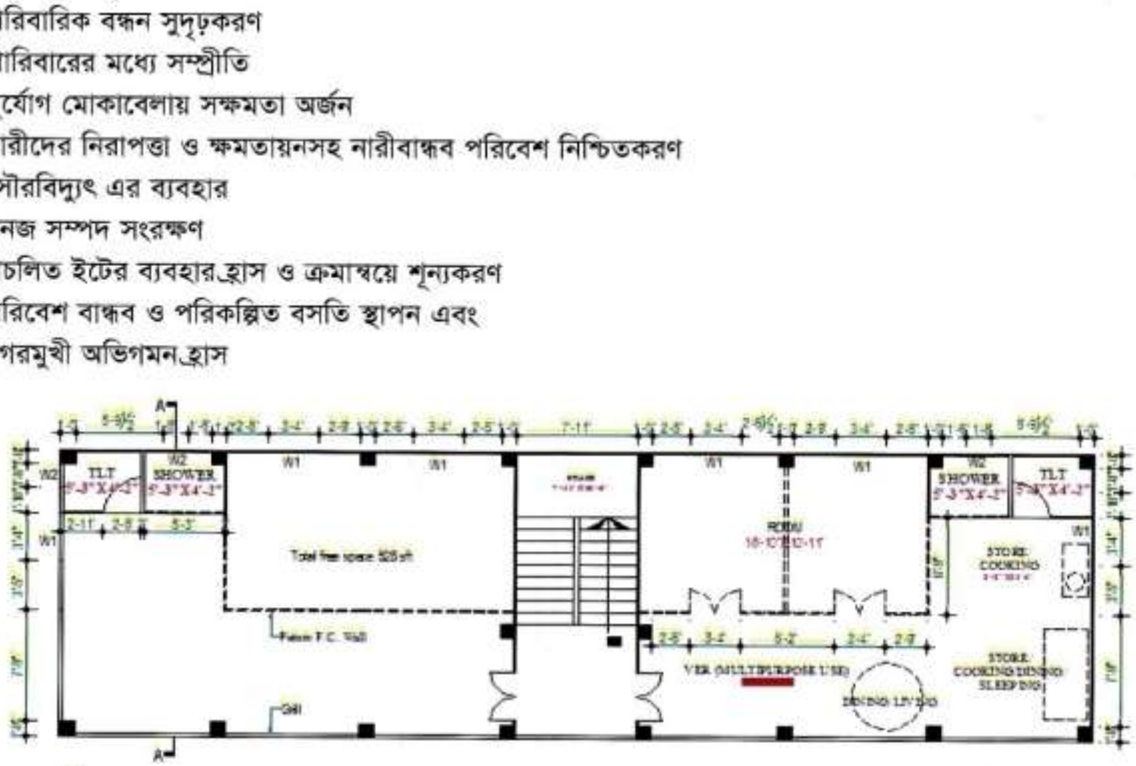

TYPICAL FLOOR PLAN (Showing probable interior room arrangement)

AREA PER UNIT = 600 SFT.
TOTAL COMMON SPACE INCLUDING STAIR = 158.33 SFT.
TOTAL FLOOR AREA = 1358 SFT.

TWO UNITS OPTION

ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রণীত নকশার ত্রিমাত্রিক প্রতিকৃতি

প্রচলিত পোড়া মাটির ইটের তৈরি বহুতল ভবনের তুলনায় এইচবিআরআই উদ্ভাবিত ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তিতে বহুতল বাড়ির গুণগত মান ও স্থায়িত্ব অধিক এবং ব্যয় সাশ্রয়ী। তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় - ফেরোসিমেন্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্মিত বাড়ির প্রতি বর্গফুটে খরচ ৮২৫/- টাকা। অন্যদিকে প্রচলিত পদ্ধতিতে মাটির ইট ব্যবহার করে নির্মিত বাড়ির খরচ পড়ে ১২৫০/- টাকা যা ফেরোসিমেন্টের বাড়ি থেকে ৩৫% বেশি।

সুপারিশ

- এ বছরের বিশ্ব বসতি দিবসের প্রতিপাদ্যের আলোকে বাংলাদেশে বস্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের Good practices ও মডেল গুলোকে বিশেষ করে চীন, ভারত ও মালয়েশিয়ার অভিজ্ঞতাকে বাংলাদেশের উপযোগী করে কাজে লাগানো যেতে পারে
- নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী ও নিরাপদ জ্বালানি ব্যবস্থা, নগর পরিবহন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থাসহ অধিকতর টেকসই ও যুগোপযোগী সেবা প্রদানে আরও যত্নবান হওয়া
- মহানগরীসমূহের জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনায় বস্তিবাসীদের উন্নত জীবন যাত্রার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা
- পরিকল্পিত আবাসন ও বস্তি জীবন উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব গতিশীল নগরায়ন নিশ্চিত করা
- এলাকা ভিত্তিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার সুষম সুযোগ নিশ্চিতকরণ
- উপজেলাসমূহে গার্মেন্টসসহ শিল্প কারখানা বিকেন্দ্রীকরণ
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহনীয় ও দুর্যোগের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার সক্ষমতাযুক্ত আবাসন ও গৃহায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি গ্রহণ করা
- দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে বস্তি জীবনমান উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা
- শিল্প কলকারখানা বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে সরকারি বেসরকারি, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, ব্যক্তি মালিকানাধীন উদ্যোগকে উৎসাহিত করা
- দরিদ্র দূরীকরণের পাশাপাশি বস্তিজীবন ও নারী প্রধান পরিবার উন্নয়নকে উন্নয়নের মূল ধারায় কার্যকর ভাবে সম্পৃক্তকরণ

উপসংহার

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাসযোগ্য উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বস্তিমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত নগরী তথা দেশ গঠনের কোন বিকল্প নেই। দারিদ্র্যকে আঘাত এবং বস্তিবাসী ও অবৈধ বসবাসকারীগণের সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকার সমুন্নত রেখে বস্তি ও অবৈধ বসতি অপসারনসহ ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত নগরী তথা বাংলাদেশ গঠনের দৃঢ় প্রত্যয় এবং সকলের জন্য পরিবেশ বান্ধব আবাসন- এই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গিকার।

তথ্য নির্দেশিকা

১. মোহাম্মদ আবু সাদেক, পিইঞ্জ, মোঃ আব্দুস সালাম, মোঃ আকতার হোসেন সরকার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আবাসন ও সক্রিয় নগর, স্মরণিকা বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৩

২. Mohammed Abu Sadque, PEng, National Hazards and Urban Concerns.

৩. Mohammed Abu Sadque, PEng, Ten Tips on Building a Disaster Resilient City.

৪. মোঃ আকতার হোসন সরকার, বাংলাদেশে নগর-গ্রাম সংযোগ উন্নয়ন কৌশলঃ প্রেক্ষিত বিশ্ব বসতি দিবস ২০০৪, বিশ্ব বসতি দিবস ২০০৪, স্মরণিকা

৫. জাতীয় গৃহায়ন নীতি, ১৯৯৯

বস্তিবাসীর অধিকার ও পরিবেশ বান্ধব বাসস্থান

নুরুল ইসলাম নাজেম
নগর গবেষণা কেন্দ্র (CUS) ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (BIP)

১. ভূমিকা

নগরে বস্তি, একটি বৈশ্বিক সমস্যা। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহে এই সমস্যা প্রকট। এই শতাব্দির শুরুর দিকে (২০০১) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের **ইস্তাম্বুল +৫** বিষয়ক এক অধিবেশনে গৃহিত "নগর ও অন্যান্য মানব বসতি" ঘোষণায় সকল দেশের নগরসমূহে বস্তি ও বাস্তুহারা এলাকার উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করার অঙ্গিকার করা হয়। সকল দেশের শীর্ষ প্রতিনিধিগণ একমত হয়েছিলেন এই বলে যে, ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বের ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) বস্তিবাসীর জীবনমানে গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে। মূলত তখন থেকেই বিভিন্ন দেশের নগর পরিকল্পনায় বস্তির উন্নয়নের মাধ্যমে নগরগুলোকে বস্তিমুক্ত করার প্রয়াস শুরু হয়। এসব প্রয়াসের মধ্যে অন্যতম ছিল নিশ্চিত আবাসন সত্ত্বের আন্দোলন (Secure Tenure), নগর সুপরিচালন (Good Urban Governance) এবং সবার জন্য নগর (Inclusive City)। বেশ কিছু দেশ এ ব্যাপারে সাফল্য দেখালেও বাংলাদেশসহ এশিয়া ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশ এই কাজে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি।

বাংলাদেশের নগরসমূহে বস্তি, দেশের সার্বিক দরিদ্র অবস্থারই বহিঃপ্রকাশ। এখানে মোট নগর জনসংখ্যার (৪০ মিলিয়ন) এক তৃতিয়াংশই বস্তিতে বসবাস করে। আবাসন, আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ নানা মৌলিক সেবা সুযোগ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বস্তিবাসীরা অনেক পিছিয়ে আছে যদিও জাতীয় আয়ে এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক খাতে তাদের অবদান উল্লেখযোগ্য। একদিকে তাদের এই অবদানের যথাযথ স্বীকৃতি যেমন দেওয়া হচ্ছে না অন্য দিকে তাদের চাহিদা ও অভাব অভিযোগের মূল্যায়ন হতেও তেমন একটা দেখা যায় না। এমন একটি প্রেক্ষাপটে এবারের বিশ্ব বসতি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য বস্তিবাসীর অধিকার ও পরিবেশ বান্ধব বাসস্থান (Voices from Slums) যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তিবাসীর অধিকার ও দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়নের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ও আনুষাঙ্গিক বিষয়সমূহ বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে।

২. বস্তিকরণ প্রক্রিয়া

প্রথমেই 'বস্তি' মানে কি তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। যাকে বাংলায় আমরা বস্তি বলি ইংরেজিতে বললে বোঝায় Slum এবং Squatters উভয়কেই। বস্তি বলতে অত্যন্ত ঘনবসতির ঘিঞ্জি এলাকা বোঝায়, যেখানে বাস্তু পরিকল্পনার কোন ছাপ নেই, চলাচলের কোন প্রশস্ত রাস্তা নেই, থাকলেও আঁকা বাঁকা ও ভাঙ্গাচোরা, রাস্তার পাশে কোন ড্রেন নেই, থাকলেও কখনো পরিষ্কার করা হয় না, যেখানে ঘর বাড়ি এলোমেলো, দুর্বল কাঠামোর, পুরোন আর নড়বড়ে, সস্তা অথবা ফেলে দেয়া নির্মাণসামগ্রি দিয়ে তৈরি। বস্তিতে বাতাস ঢোকা বা চলাচলের তেমন ব্যবস্থা নেই, নেই পর্যাপ্ত পানি ও সেনিটেশন ব্যবস্থা, বিদ্যুত এবং আলো অপর্যাপ্ত, বিদ্যুতের সংযোগ প্রায়শই অবৈধ, জ্বালানী সুবিধা নেই, আবার থাকলেও অপর্যাপ্ত, যেখানে শিশু কিশোররদের জন্য নেই খেলার মাঠ বা খোলা জায়গা, নেই স্কুল ও পড়ালেখার সুবিধা। বস্তি মানেই দরিদ্রের মহল্লা।

অনেকে মনে করেন, বস্তি হচ্ছে অপরাধ প্রবন এলাকা, যেখানে মানুষকে সহজেই নানা অনৈতিক ও অবৈধ কাজে ব্যবহার করা যায়। এ ধরনের অপবাদের সত্যতা আংশিক। সমাজের অপরাপর এলাকায়ও বস্তির মত সন্ত্রাস থাকতে পারে। তবে বিভিন্ন গবেষণায় (CUS ও BIDS) দেখা যায় যে এধরনের অপরাধ প্রবনতার সাথে বস্তিতে বসবাসকারী অধিকাংশই সম্পৃক্ত নয়। অধিকাংশ বস্তিবাসী কর্মনিষ্ঠ ও সৎ। তাদের কর্মক্ষেত্র

শিল্পকারখানা, পরিবহণ খাত, নির্মাণ, বাসাবাড়ি ও ক্ষুদ্র ব্যবসার নানা রকম অপ্রতিষ্ঠানিক খাতে। বস্তিবাসীরা প্রায়শঃই নিগৃহিত এবং তাদের কণ্ঠস্বর শোনার কেউ নেই।

নগর গবেষণা কেন্দ্রের ২০০৫ সালের গবেষণায় নিম্নলিখিত ৫টি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বস্তি চিহ্নিত করা হয়। প্রথমত: দুর্বল ও ভঙ্গুর আবাসন অবস্থা, (২) অত্যাধিক জনসংখ্যার ঘনত্ব, (৩) অতি নিম্নমানের সেবা, বিশেষ করে পানি ও সেনিটেশন ব্যবস্থা, (৪) নিম্নস্তরের আর্থ সামাজিক মর্যাদা এবং (৫) টেনিউর বা ভূমিসত্ত্ব বিষয়ক নিরাপত্তার অভাব। এই পাঁচটির যে কোন ৪টি অবস্থা বিরাজমান থাকলে ঐ এলাকাকে বস্তি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এভাবে সারা দেশের ৬টি বড় শহরে গনণা করে মোট ৯০৪৮টি বস্তি বা (Slum) পাওয়া গিয়েছে। এই Slum গুলো ১০টি বা ততোধিক খানার গুচ্ছ। সবচেয়ে বড় গুচ্ছটি পাওয়া যায় ঢাকায়, মহাখালীর করাইল বস্তি, যেখানে ২০ হাজার পরিবার বা ১ লক্ষ লোকের বসবাস।

Slum ও Squatters এলাকার মধ্যে পার্থক্য শুধু বৈধতার। Slum সাধারণত ব্যক্তি মালিকানাধীন বৈধ জায়গায় তৈরি আবাসন। তবে নির্মিত আবাসনসমূহ আইন সম্মত হয়েছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব নগর কর্তৃপক্ষের। অপর দিকে Squatter Settlements গুলো অবৈধ ভাবে গড়ে ওঠা বস্তি। সাধারণত: সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্ব শাসিত সংস্থার অবব্যহৃত জায়গায় Squatter Settlements গুলো গড়ে ওঠে। এগুলো গড়ে ওঠার পেছনে ঐ সব সংস্থার কিছু অসাধু ব্যক্তির যোগসাজস থাকে।

বস্তি গড়ে ওঠার কারণ মূলত: দারিদ্র। নগর দারিদ্র আবার প্রধানত: গ্রামীণ দারিদ্রেরই বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশের নগর দরিদ্ররা হচ্ছে সম্প্রতি গ্রাম শহর অভিবাসনের মাধ্যমে আসা গ্রামের দরিদ্র মানুষ। ভূমিহীনতা, বেকারত্ব ও কর্মসংস্থানের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নানা রকম নিরাপত্তাহীনতা গ্রামীন মানুষকে নগর ও শহরের দিকে ঠেলে দেয়। অপর দিকে নগরে শিল্পকারখানা, নির্মাণ, পরিবহণ ও অপ্রতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কাজের সুযোগ সুবিধা গ্রামের দরিদ্র মানুষকে আকর্ষণ করে। এভাবেই গ্রামের দরিদ্র মানুষ শহরে আসে ও নগর দারিদ্র বাড়ায় এবং একারণেই নগর জীবনে বস্তির উদ্ভব ঘটে। বস্তি নগর জীবনে এক অশুভ বাস্তবতা। শিল্প বিপ্লবের পর থেকে ইউরোপ আমেরিকার শহরেও ব্যপক বস্তি গড়ে উঠেছিল। অর্থনীতিক উন্নয়নের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে যেখানে বস্তি নিরসন সম্ভব হয়েছে। কোন কোন উন্নয়নশীল দেশেও বস্তির অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে। যেমন চীন ও মালয়েশিয়া। সিঙ্গাপুরেও বস্তি ছিল ৩০ বছর আগে। কর্তৃপক্ষের জনকল্যাণমুখী প্রচেষ্টায় সিঙ্গাপুর বস্তিসমূহকে পুননির্মাণ করেছে।

বাংলাদেশের অন্যতম প্র্যধান দুটি সমস্যা দারিদ্র ও জনসংখ্যার চাপ। এদুটি সমস্যাই বস্তি তৈরিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এর সাথে যুক্ত হচ্ছে অপরিকল্পিত নগর সম্প্রসারণ এবং অতি নিম্নমানের নগর পরিচালন। ১৯৭৫ সালে ঢাকার মোট জনসংখ্যার ৫২ ভাগ ছিল বস্তিবাসী। তখন দেশের দারিদ্র মাত্রা ছিল ৮২ শতাংশ। ঐ সময় নগর দারিদ্রও ছিল প্রায় একই রকম (Islam 1996) পর্যায়ক্রমে এই দারিদ্র হার কমে আসে। বর্তমানে সামগ্রিকভাবে দেশের দারিদ্র্য মাত্রা ৩০ শতাংশে কমে এসেছে। কিন্তু নগর দারিদ্র শতকরা ৩০ ভাগের উপরে। এতে অনুমান করা যায় যে বর্তমানে গ্রামের চেয়ে শহরে দারিদ্র মাত্রা বেশি এবং এটা হয়েছে গ্রাম থেকে দরিদ্র মানুষের নগর অভিমুখে অভিবাসনের ফলে।

বাংলাদেশের নগরসমূহ দারিদ্রের যাঁতাকলে থাকলেও দেশের অর্থনীতিতে নগরায়নের ভূমিকা অত্যন্ত সহায়ক। বর্তমানে যেখানে দেশের মাত্র ২৮ শতাংশ লোক নগরে বসবাস করে সেখানে নগর সমূহ সম্মিলিতভাবে মোট দেশজ উৎপাদনে ৬০ ভাগ অবদান রাখছে। দ্রুত শিল্পায়ন ও সেবা খাতের বৃদ্ধির ফলে এরকম হয়ে থাকতে পারে। এখানে নগর খাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠির অবদানের বিষয়টি এসে যায়। একমাত্র তৈরি পোষাক খাতে প্রায়

৩০ লক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত, যারা নগরবাসী এবং নগর দরিদ্র, আর তাদের অধিকাংশই থাকে বস্তিতে। একই ভাবে রিকসা চালক, নির্মান শ্রমিক গৃহশ্রমিক এবং হকারদের কথাও উল্লেখ করা যায়।

বস্তি সমস্যাটি মূলত: একটি আবাসন সমস্যা। বস্তিবাসীদের যে আয় তাতে বস্তির চাইতে ভাল মানের কোন আবাসনে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। নগরে বাড়ি ভাড়া বৃদ্ধি ও দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতির কারণে বস্তিবাসীদের যে আয় তা চলে যায় খাদ্য ও পরে বাসস্থানের জন্য। এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সহায়তা, সুদৃষ্টি ও দরিদ্র সহায়ক নীতিমালা থাকলে আবাসনের বর্তমান অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব।

৩. বস্তিবাসীর অধিকার ও কণ্ঠ

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী দেশের যে কোন নাগরিক শহরে এসে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বসবাস করতে পারে। শহরে এসে আশ্রয় নেয়া তার অধিকারের মধ্যেই পড়ে। যে কোন বস্তিবাসী অন্য যে কোন সাধারণ নাগরিকের মতই সুযোগ সুবিধাগুলো ভোগ করতে পারে। তবে প্রশ্নটি হচেছ সামর্থের এবং সুযোগের। বস্তিবাসীদের আর্থনীতিক সামর্থ সীমিত থাকতে পারে কিন্তু সুযোগ থাকলে তারা সামর্থ তৈরী করে নিতে পারে। যেমন যেসব স্কুল ও কলেজ আছে তাতে বস্তিবাসীর ছেলে মেয়েদের পড়ার বা প্রবেশের সুযোগ নাই। এর মূল কারণ সামর্থের সীমাবদ্ধতা। যদি বস্তির নিকটে বিনা খরচে অথবা সীমিত খরচে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায় তাহলে পরবর্তী প্রজন্মের আর বস্তিতে থাকার প্রয়োজন হবে না। একই ভাবে চিকিৎসা সুবিধার প্রসঙ্গটিও আসে। দুটি ক্ষেত্রেই বস্তিবাসীর অধিকার রক্ষিত হচ্ছে বলে মনে হয় না। কারণ, বস্তিবাসীর সব ছেলে মেয়েরা স্কুলে গেলে যতগুলো স্কুলের প্রয়োজন তা কোথাও নেই। অপর দিকে তার প্রায় হাসপাতালে বিনা মূল্যে চিকিৎসা নিতে পারলেও সুচিকিৎসা পায় না বলেই তাদের অভিযোগ। নগর গবেষণা কেন্দ্রের সাম্প্রতিক এক গবেষণা থেকে দেখা যায় যে ৫টি বস্তির মোট ৫৬০৯ জন স্কুলে যাবার বয়সী (৬-৭) শিশুর মধ্যে মাত্র ১৬০৩ (৪২%) জন শিশু স্কুলে যায়। ১৩-১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে এই হার মাত্র ২৫ শতাংশ। স্বাস্থ্য সেবার ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যায় (CUS, 2014)। বস্তির শিশুদের যে ধরনের নিরাপদ আশ্রয় প্রয়োজন তা নেই। ফলে শিশুরা নানা রকম অসুখে ভোগে, যার অধিকাংশই পরিবেশ সংক্রান্ত। সুপেয় পানি, ভাল সেনিটেশন ব্যবস্থা না থাকায় শিশুরা এমনকি বড়রাও মারাত্মক অসুখ-বিসুখে বিপদগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

বস্তিবাসীর কথা

আমরা যারা সাধারণ মানুষ এবং যারা বিভিন্ন পর্যায়ে নগর পরিচালনের দায়িত্বে রয়েছেন তাদের কাছে বস্তিবাসীর কথা বা কণ্ঠ পৌছায় না। নগরের বস্তিসমূহকে সাধারণত: নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হয়। মনে করা হয় এই বস্তিবাসীর জন্যই নগরের এই দুরাবস্থা। আসলে এরাই আমাদের নগরকে সচল রাখে। কলকারখানায় উৎপাদন করে, বাস, টেক্সি, রিক্সা চালায়, শহর পরিষ্কার রাখে, বড় বড় দালান-কোঠা তৈরী করে, এমনকি তাদের ছাড়া আমাদের বাসাবাড়ি অচল হয়ে পড়ে। তারপরও তাদের কণ্ঠ আমরা শুনতে পাই না, এমনকি প্রয়োজন বোঝাতে চেষ্টা করিনা।

তবে বিভিন্ন গবেষণা ও সমীক্ষার মাধ্যমে বস্তিবাসীর কণ্ঠ সোচ্চারিত হয়েছে এবং হচ্ছে। বস্তির জীবন ও তাদের সুযোগ সুবিধা এবং অভাব অভিযোগ সম্পর্কে জানতে হলে এসব গবেষণা প্রতিবেদন কিছুটা সাহায্য করতে পারে। নগর গবেষণা কেন্দ্র ১৯৭৪ সন থেকে বস্তি নিয়ে গবেষণা করে আসছে। উল্লেখযোগ্য গবেষণাসমূহ পরিচালিত হয়েছে ১৯৮০, ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০৫ এবং ২০১১-২০১২ সালে। প্রতিটি গবেষণা প্রতিবেদনে বস্তিবাসীর কাজ ও জীবন সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। CUS এর পাশাপাশি বিআইডিএস, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (NGO) বিভিন্ন সময়ে বস্তি নিয়ে সমীক্ষা পরিচালনা করেছে। তাদের কথা ও জীবন এসব সমীক্ষায়ও উঠে এসেছে।

বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত বস্তিবাসীদের কণ্ঠ

নগর গবেষণা কেন্দ্রের ২০০৫ সালের সমীক্ষাটি (Slums of Urban Bangladesh: Mapping and Census 2005) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমীক্ষায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও বরিশাল এই ছয়টি শহরের মোট বস্তির ৭৫ ভাগ ঢাকা ও চট্টগ্রামে। ৬৫ ভাগ বস্তিই এক একরের তিন ভাগের এক ভাগ জায়গায়। প্রায় ৯০ শতাংশ বস্তি ব্যক্তি মালিকানাধীন জায়গায় (অর্থাৎ মাত্র ১০ শতাংশ Squatters)। অপরদিকে ৬টি শহরের ৩৫ শতাংশ লোক বাস করে বস্তিতে এবং তাদের অবস্থান ঐ শহরগুলোর মাত্র ৪ শতাংশ জমির ওপর। মোট বস্তি জনসংখ্যা ৫৪ লক্ষ। এদের মধ্যে ১৯% এসেছে বরিশাল থেকে, ১১% কুমিল্লা থেকে এবং বাকীরা অপরাপর জেলা থেকে।

বস্তির পরিবেশ নিয়েও নানা সমীক্ষা আছে। CUS এর ২০০৫ সালের সমীক্ষায় আরো দেখা যায়, ১০ শতাংশ বস্তিবাসী মারাত্মক জলবদ্ধতার মধ্যে বসবাস করে, ৯৬% বস্তিবাসী বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করে, ৭০% বস্তিবাসী সেনিটারি টয়লেট ব্যবহার করে, প্রায় সবাই সুপেয় পানি পান করে। কিন্তু যেহেতু এসব সুবিধা যৌথভাবে ব্যবহার করে, ফলে সুবিধাসমূহ শেষ পর্যন্ত আর স্বাস্থ্য সম্মত থাকে না। প্রায় ৪২ ভাগ বাড়ীঘর আধাপাকা এবং এই সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

বড়বড় বস্তিসমূহ ভেঙ্গে ছোট আকারের বস্তি তৈরি হচ্ছে। বস্তি উচ্ছেদের ফলে গ্রামে ফিরে গিয়েছে এমন প্রমাণ পাওপা যায়নি। বরং উচ্ছেদের ফলে বস্তিবাসীরা শহরের বাইরের দিকে নতুন বসতির সন্ধ্যান করছে। বস্তি নির্মানের উপর কর্তৃপক্ষের কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। অধিকাংশ বস্তিই ব্যক্তি মালিকানায় তৈরি হচ্ছে, কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ থাকলে নীতিমালা অনুযায়ী ঘর তৈরি হতো এবং সেগুলোকে বস্তি হিসাবে চিহ্নিত করার কোন অবকাশ থাকতো না।

বস্তিবাসীরা এখন বিভিন্ন সংগঠনের সাথে অথবা নিজেরাই সংগঠন তৈরি করে মোটামুটি ভাবে সংগঠিত। বস্তিবাসীদের উচ্ছেদ, ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রবল বিরোধিতা ও আইনি সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংস্থা ও NGO এগিয়ে আসছে। তারা বস্তিবাসীর কণ্ঠস্বর তুলে ধরছে। বিশেষ করে এক্ষেত্রে CUS, BELA, CUP, BRAC ও BAPA এর নাম উল্লেখযোগ্য। CUS এর সহায়তায় ঢাকার বস্তিবাসীরা তাদের অধিকার রক্ষা করার প্রতিজ্ঞা করেছে নগর দরিদ্র বস্তিবাসী অধাকার সংস্থা (NDBUS) গঠনের মাধ্যমে যার বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ।

বস্তিবাসীরা সরকারের কাছ থেকে কোন সাহায্য চায়না, চায় সহায়তা। বস্তিবাসীরা ঋণ নেয় এবং সময়মত পরিশোধ করে। শক্তি ফাউন্ডেশনের তথ্য থেকে জানা যায় যে বস্তিবাসীরা ঋন নিয়ে আয় করে অনেকেই স্বচ্ছল ও আত্মনির্ভরশীল হয়েছে। সরকারের সহায়তা পেলে তারা নিজেরাই নিজেদের আবাসন তৈরি করতে পারবে। উদাহরণ স্বরূপ NGO ARBAN এর সহায়তায় বস্তিবাসী ৪০ পরিবার মিরপুরে নিজেদের ফ্ল্যাট তৈরী করেছে।

৪. বস্তি সমস্যার সমাধান ও উন্নয়ন

আগেই বলা হয়েছে বস্তি সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে দারিদ্র বিমোচনের মধ্যে। দারিদ্র্য এমন একটি অবস্থা যাকে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করা যায়, যার মধ্যে অপর্যাপ্ত পারিবারিক আয়, সীমিত সম্পদ, পানি সরবরাহ, পয়ঃ নিষ্কাশন, নর্দমা, স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা, জরুরি সেবা প্রভৃতির মত সরকারি সেবা ও অবকাঠামোসমূহে সীমিত প্রবেশাধিকার, অপর্যাপ্ত আইনগত সুরক্ষা, ক্ষমতাহীনতা, প্রতিবাদহীনতা, শোষণ ও বঞ্চনা অন্তর্ভূক্ত।

দারিদ্র্য নিরসন এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে অবস্থার স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিবর্তনের কারনে দারিদ্রের সুনির্দিষ্ট সূচকসমূহের পর্যায়ক্রমিক অবনমন ঘটে। দরিদ্রতা নিরসনে '*দারিদ্র্য নিরসন কৌশল পত্র-২০০৫*' এ প্রস্তাবিত কৌশল অনুযায়ী সরকারের সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। বস্তি উন্নয়ন, বস্তি পুনর্বাসন এবং অনানুষ্ঠানিক/ঘিঞ্জি এলাকার উন্নয়নের জন্য জরুরি ভিত্তিতে সরকারের প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যই উপরোক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সমস্যা সমাধানের লক্ষে খসড়া নগরায়ণ নীতিমালায় ও খসড়া আবাসন নীতিমালায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে

ক) বস্তি পরিস্থিতির উন্নয়ন

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের নগরীর বস্তিতে বসবাসকারী কমপক্ষে এক কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মান উল্লেখযোগ্য উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রথমত: বস্তিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরন পরিবর্তন করতে হবে। এটা স্বীকার করতে হবে যে, বস্তি শহরেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং শহরের অর্থনীতিতে বিশেষত: অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদন এবং শ্রমবাজার উভয় খাতেই বস্তিবাসীর অবদান উল্লেখযোগ্য। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র অর্জনে বস্তি উন্নয়নের মাধ্যমে বস্তিবাসীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও ইতিবাচক আচরনের ভিত্তিতে পদক্ষেপ নির্ধারণ করতে হবে। সকল বস্তির তালিকা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত মূলগত অবস্থার উত্তরণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের 'রক্ষাযোগ্য (টেনাবল)' ও রক্ষা অযোগ্য (আনটেনাবল) হিসাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

খ) বস্তিবাসীদের পুনর্বাসন

বস্তি ও অন্যান্য ঝুপড়ি (স্কোয়াটার) বাসীদের উচ্ছেদ যতটা সম্ভব পরিহার করতে হবে। যে সকল বস্তি ও অন্যান্য বসতি 'রক্ষা অযোগ্য' হিসাবে তালিকাভূক্ত সেগুলো যথাযথ স্থানান্তর ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ন্যূনতম মৌলিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যখন কোন বস্তি বা এধরনের বসতির স্থানান্তর ও পুনর্বাসন আবশ্যিক হবে তখন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্থানান্তর ও পুনর্বাসনের বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রস্তুত করবে যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমানো এবং ভর্তুকি প্রদান সম্ভব হবে।

(গ) ভোগ দখলের অধিকার নিশ্চিত করা

ভূমির উপর ভোগ দখলের অধিকার নিশ্চিত করতে দরিদ্রদের জন্য সরকারি বা পৌরসভা/ মিউনিসিপ্যালিটির ভূমি 'দখলিস্বত্ব' নির্ধারণপূর্বক বরাদ্দের জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রয়োজনীয় আবেদন, পরিমাপ ও নির্ধারণ এবং অনুমোদন পদ্ধতি যতটা সম্ভব সহজ ও স্বচ্ছ করতে হবে।

(ঘ) নগরের দরিদ্রদের জন্য বিশেষ অঞ্চল

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কৃষি বাজার, হকারদের জন্য আলাদা আলাদা নির্দিষ্ট অঞ্চল নির্ধারণ করতে পারে। স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য বিশেষায়িত এলাকা তৈরি করা যেতে পারে এবং রক্ষাযোগ্য অনানুষ্ঠানিক বসতিসমূহকে আনুষ্ঠানিক বসতিতে নিয়মিতকরণ করা যায়।

(ঙ) অবকাঠামোগত সেবায় প্রবেশাধিকার

আবশ্যিক ও গুরুত্বপূর্ণ সেবাসমূহ যেমন, নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পানীয় জল, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, বর্জ্য নিষ্কাশন, নর্দমা ও সড়ক অবকাঠামোর ব্যবস্থাকরণ ও উক্ত সেবাসমূহে অভিগম্যতার সুযোগ দেয়ার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। অবকাঠামো সেবা প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের বিশেষ চাহিদা গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

(চ) সহায়ক অনানুষ্ঠানিক খাতের কার্যাবলী

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের আইনগত এমন কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত নয় যার ফলে অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী মানুষ যেমন; হকার, দিনমজুর, কারিগর, পথশিশু, নারী প্রভৃতি যাদের আয়ে পরিবারের জীবিকা অনেকাংশেই নির্ভরশীল তাদের আয়ের সম্ভাবনা কমে যায়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মকান্ডকে সহায়তাদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- ঋণসুবিধায় অভিগম্যতার সুযোগ প্রদান
- বিপণন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ও পররামর্শ প্রদান
- কারিগরি দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- বাণিজ্য সম্পর্কজাল ও তথ্য বিনিময়ের সুযোগ প্রদান
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও হকারদের জন্য বিশেষ অঞ্চলের ব্যবস্থা করা
- পরিবার ভিত্তিক আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা

নগরে বস্তি ও স্বত্বহীন বসতির উন্নয়ন নীতিমালা

নগরের বস্তি সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালায় (খসড়া) ৫টি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১. ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে কোন ভাবেই বস্তি করা যাবে না। ব্যক্তি মালিকানাধীন বস্তির জমি সরকারের খাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে। নগর অঞ্চলে অনুমোদনহীন এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন বস্তি গজিয়ে উঠা রোধ করার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে।

২. আবাসনের মাধ্যমে পুনর্বাসন করে পর্যায়ক্রমে সরকারি কাজের জন্য নির্ধারিত স্থানে স্থাপিত বস্তি উচ্ছেদ করা যেতে পারে। বস্তিবাসীদের বা কোন নিম্নবিত্ত বসতি স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত অপরিহার্য বিবেচিত হলে প্রয়োজনীয় আর্থসামাজিক তথ্যাবলীর সমন্বয়ে একটি উপযোগিতা সমীক্ষা গ্রহণ করে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের মতামতের জন্য দাখিল করা হবে। এ সমীক্ষা রিপোর্টে স্থানান্তরিত হবার পর নতুন এলাকাটির উন্নয়ন সম্ভাব্যতা বিশ্লেষিত থাকবে। প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীতে বস্তিবাসীদের সামগ্রিক ও বিস্তারিত তালিকা কর্মস্থল, কর্মের প্রকৃতি, পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিবর্গের আয়ের বিবরণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে কমিটি গঠন করে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা, সার্থকতা ইত্যাদি যাচাই করা হবে। সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বস্তিবাসী/প্রতিনিধি এবং এলাকা ভিত্তিক সংগঠন ও সেবা সংস্থাগুলোকে সম্পৃক্ত করা হবে।

   এ প্রক্রিয়া নগর অঞ্চলের মহাপরিকল্পনা এলাকার অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিথিলযোগ্য বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩. বিদ্যমান বস্তিগুলোতে বস্তিগুলোতে বস্তিবাসীদের মৌলিক সেবা যেমন- পানীয় জল, স্বাস্থ্যসম্মত নিষ্কাশন ব্যবস্থা, বর্জ্য নিষ্কাশন, পয়ঃ প্রণালী, নর্দমা, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য মৌলিক সেবাসমূহ নিশ্চিত করা হবে।

৪. সকল বিদ্যমান বস্তিসমূহ পর্যায়ক্রমে অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে ধারাবাহিক নির্মাণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি (Incremental Construction/Transformation) এবং পর্যায়ক্রম উন্নয়ন (Gradual Upgradation) প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫. বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তাদের ন্যুনতম মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে Cross Subsidy ধরনের কৌশলগত পদ্ধতির সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রয়োগ করে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

এছাড়া সামাজিক গৃহায়ণের মাধ্যমে পরিবেশগত দুর্যোগ কবলিত এলাকায় গৃহ পুনঃনির্মাণ ও পুনর্বাসনের উল্লেখ রয়েছে জাতীয় গাৃহয়ণ নীতিমালায়। এগুলো হচ্ছে

১. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নির্মাণ সংস্থা, এনজিও, সমবায় সংস্থা ইত্যাদির সম্পৃক্ততার মাধ্যমে দুর্যোগ ও জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে পরিবেশ ও মূল্যসাশ্রয়ী, মজবুত ও উপয়োগী, লাগসই প্রযুক্তি নির্ভর নির্মাণ পদ্ধতি ও সামগ্রী উদ্ভাবন, তৈরি ও বাজারজাত করণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
২. এ সংক্রান্ত কারিগরী জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ, প্রশিক্ষণ ও জনবল বৃদ্ধি, অর্থায়ন, গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা স্থাপন, বস্তু ও অর্থভিত্তিক ঋণ ব্যবস্থা ইত্যাদি চালু ও উৎসাহিত করা হবে।
৩. ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও নদী ভাঙ্গনের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ভূমিকম্প, অগ্নিকাণ্ডে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট ঘরবাড়ি মেরামত অথবা পুনঃনির্মাণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দুর্যোগ কবলিত এলাকার জন্য সহজ শর্তে বিশেষ গৃহ নির্মাণ ঋণদান ব্যবস্থা সম্বলিত পুনর্বাসন প্রকল্প গহণ করা হবে।
৪. দ্রুততম সময়ের মধ্যে দুর্যোগ কবলিত পরিবারবর্গের যথাযোগ্য পুনর্বাসন করা হবে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলা, ক্ষতিগ্রস্থ ঘর মেরামত ও পুনঃনির্মাণে সহায়তা প্রদান এবং তাদের মৌলিক সেবা সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

দুর্দশাগ্রস্থ মহিলাপ্রধান পরিবার, বৃদ্ধ ও দুঃস্থদের গৃহায়ণের জন্য জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপের উল্লেখ করা হয়েছে;

১. দুর্দশাগ্রস্থ মহিলাদের আবাসন চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে। এতে যৌথ অথবা এককভাবে জমি ও গৃহের মালিকানা প্রদান, ঋণ প্রদান, গৃহকেন্দ্রিক কর্মসংস্থান, শিশু ও মাতৃ মঙ্গল কেন্দ্র (Mother and Child Care Centre) কর্মজীবী মহিলাদের বাসস্থান (Working Women Hostel), আবাসন ও সেবা সুবিধাদিসহ শিক্ষালাভের সুযোগ এবং আয় উপার্জনের সুবিধাদি প্রদান করা হবে।
২. পরিবারহীন বৃদ্ধদের আবাসনের জন্য শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক 'বৃদ্ধ নিবাস (Old Hole) নির্মাণ করা হবে এবং স্থানীয় জনহণ ও সেবা সংগঠনের সম্পৃক্ততায় তা পরিচালার ব্যবস্থা নেয়া হবে।
৩. দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারি পরিবার, ভূমিহীন শ্রমিক/কৃষক, কারিগর, নির্মাণ শ্রমিক, উন্নয়ন প্রকল্পের কারণে বাস্তুচ্যুত, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিবর্গ, দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারি বিধবা, অবিবাহিত এবং মহিলা প্রধান পরিবার এবং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধীদের গৃহায়নের ব্যবস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করা হবে।

৫. কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ

জাতিসংঘের মানব বসত সংক্রান্ত কমিশন ইউএন হ্যাবিটাট ১৯৮৬ সন থেকে বিশ্বব্যাপী আশ্রয়হীনদের আবাসনের উপর প্রতিবছর বিভিন্ন প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্ববসতি দিবস উদযাপন করে আসছে। এর উদ্দেশ্য নিম্নবিত্ত মানুষের আবাসনে সহায়তা করতে সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উজ্জিবিত করা। বাংলাদেশ সরকারও প্রতিবছর বিশ্ববসতি দিবসে বিভিন্ন অঙ্গিকার নিয়ে এগিয়ে আসছে। বিশেষ করে হ্যাবিটাট-১ ও হ্যাবিটাট-২ এর অঙ্গিকার সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অঙ্গিকারবদ্ধ রয়েছে।

বাংলাদেশে বস্তি পূর্ণবাসন শুরু হয় ১৯৭৫ সালে, বঙ্গবন্ধু সরকারের সময়। ঐ সময় প্রচুর Squatters উচ্ছেদ করে ঢাকাকে একটি জাতীয় রাজধানী হিসাবে গড়ে তোলার চিন্তা হয়ত ছিল এবং তখন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনার বিভিন্ন স্থানে উচ্ছেদকৃত বস্তিবাসীদের পূর্ণবাসন করা হয়। ঢাকার বস্তিসমূহ পুনস্থাপন করা হয় টঙ্গি

(দত্তপাড়া), ডেমড়া (বনপাড়া) ও মিরপুরে (ভাষানটেক)। পরবর্তিতে উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত থাকলেও পুনর্বাসন অতটা জোরদার ভাবে হয় নি। ১৯৮০ এর দশকেও টঙ্গির দত্তপাড়ায় বস্তি পুনর্বাসন কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। চট্টগ্রামে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় কৈবল্যধামে এবং খুলনায় মুজগুন্নিতে পুর্নবাসন কার্যক্রম চলে। নব্বই দশকে SIP ও পরে LPUPAP নামে বিদেশী সাহায্যের অনুকূলে বাংলাদেশ দুটি প্রকল্প পরিচালনা করে। এতে বস্তি উন্নয়ন বিশেষ করে সেবা সমূহ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। তবে এসব প্রকল্প সব শহরে ও সকল বস্তিতে পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। LPUPAP প্রকল্পটির মেয়াদ শেষে নতুন করে আর একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয় UPPR নাম দিয়ে। UNDP ও আরো কয়েকটি দাতা সংস্থার অর্থায়নে এই প্রকল্পের কাজ ৩০টি শহরে অব্যহত রয়েছে। নগর গবেষণা কেন্দ্র শহরগুলোর দরিদ্র বসতির মানচিত্র ও সমীক্ষার কাজ সম্পন্ন করেছে ২০১১ সালে।

বাংলাদেশ সরকার আর একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ছিল PPP এর মাধ্যমে বস্তি উন্নয়ন সমস্যার সমাধান করা। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যেসব বস্তি উচ্ছেদ করা হয় তাদের পুনর্বাসনের জন্য মিরপুরের ভাষানটেকে সরকার জমি দেয়। প্রকল্পটি হাতে নেয় NSPDL নামে একটি রিয়েলইস্টেট কোম্পানি। এই কোম্পানী সরকারের সাথে চুক্তি অনুযায়ী পুর্নবাসন কার্যক্রমে ব্যর্থ হয়। সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ বস্তির আবাসন উন্নয়নে নতুন একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার সমূহ বস্তি উন্নয়ন নিয়ে স্ব-স্ব শহর ও নগরে কাজ করছে। তবে এসব উদ্যোগ সমন্বিত ভাবে হলে ফলাফল আরো ভালো হতো।

৬. উপসংহার

এবারের বিশ্ববসতি দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'বস্তিবাসীর অধিকার ও পরিবেশ বান্ধব বাসস্থান' মূলতঃ বস্তিবাসীর নগরে থাকার একটি স্বীকৃতি। এই শ্লোগানের মূল সুর হলো, বস্তিগুলো হতে হবে পরিবেশ বান্ধব। এরকম বাসস্থান তৈরি করতে হলে বস্তিবাসী ও কর্তৃপক্ষকে দুটি ধারায় এগতে হবে। প্রথমতঃ নগর দরিদ্র হ্রাস করা। যেখানে থাকবে কর্মসংস্থা ও আয় বাড়ানোর কৌশল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ও বিভিন্ন প্রশিক্ষনে বস্তিবাসীদের উদ্যোগী করে তোলা। এই দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে এবং বস্তিবাসীরা এখানে অংশগ্রহণ করবে। দ্বিতীয়তঃ বাসস্থানের পরিবর্তন। নগর কর্তৃপক্ষ নগরে বসবাসের জন্য বস্তিবাসীর আবাসনের উপযোগী নীতিমালা তৈরি করবে যাতে করে বস্তিবাসী ন্যূনতম খরচে তা অনুসরন করতে পারবে। কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত নকশা ও নীতিমালা ছাড়া নগরে একটি ঘরও তৈরি যাতে না হয় সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং তাহলেই পরিবেশ বান্ধব বাসস্থান তৈরির স্বপ্ন পূরন হতে পারে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ,কৃষি ও বস্তিবাসী উন্নয়নে ভূমি সংস্কার

শাহ মোঃ আবুরায়হান আলবেরুনী[১]

ভূমি সংস্কার কী

ভূমি সংস্কার একটি ব্যাপক অর্থবহ বিষয়। দেশের ৮০ ভাগ লোক সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ভূমির সাথে সম্পর্কযুক্ত। ভূমিকে কেন্দ্র করেই আমাদের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সাহিত্য, ইত্যাদি আবর্তিত হচ্ছে যুগ-যুগ ধরে। ঔপনিবেশিক শাসনের দুই শতাধিককালের ইতিহাসও মূলতঃ ভূমি ও কৃষি নির্ভর মানুষের উপর উৎপীড়ন, শোষণ ও নির্যাতনেরই ইতিহাস। ভূমি সংস্কার কথাটির মূল অর্থ দাঁড়ায় ভূমির ব্যবহার, আইন-কানুন যুগের ও চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমির বন্টন বিষয়ে একটি সার্বিক পরিবর্তন সূচিত করা।

ভূমি সংস্কার করতে হলে দু'টো বিষয়ের আমূল পরিবর্তন দরকার ঃ-

১. **উপরি কাঠামো সংস্কার ঃ** অর্থাৎ ভূমি আইনের সংস্কার, ভূমি প্রশাসন কাঠামোর সংস্কার,ভূমি ব্যবস্থাপনা, কর নির্ধারণ ও আদায়, ভূমির রেকর্ড ও জরিপ বিষয়ের সংস্কার এবং নীতি নির্ধারণের সংস্কার, ইত্যাদি।

২. **মৌল কাঠামোর সংস্কার ঃ** এর আওতায় আসে সিলিং নির্ধারণ এবং সিলিং উদ্বৃত্ত জমি উদ্ধার। উদ্বৃত্ত জমি ও খাস জমি ভূমিহীন ও গরিব জনসাধারণের মধ্যে পুনঃবন্টন বর্গা ও ভাগ চাষের শর্ত। কৃষি শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি ভূমি মালিকানার পূণর্বিন্যাস।

ভূমি মানুষের মূল্যবান সম্পদ। দেশের প্রতিটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমির উপর নির্ভরশীল। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাঙ্গালী জাতির মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। সারা বাংলার জনগণের দাবীর প্রেক্ষি তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তান আমলে ভূমি সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণের মধ্য দিয়ে ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন পাস হয়েছিল। ১৯৫৬ সালের ১৪ এপ্রিল হতে জমিদারী অধিগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র সরাসরি দেশের সকল কৃষি-অকৃষি জমির মালিকানা লাভ করে। সাবেক দখলীয় ও নিম্নস্বত্ব প্রজাদের নামে জমির পূর্ণ মালিকানা এস.এ. জরিপের মাধ্যমে (১৯৫৬-১৯৬২) পূর্ববাংলার কৃষককূলের নামে অতঃ তার রেকর্ড প্রদান করা হয়। ভূমি সংস্কারের এটাই প্রাথমিক ও মৌলিক পরিবর্তন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হলে ১৯৭২ সালে তৎকালীন সরকার গ্রামীণ উন্নয়ন মূলতঃ দরিদ্র কৃষক এবং ভূমিহীন পরিবারের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় প্রাপ্যতা, সর্বোপরি কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে ভূমি সংস্কারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৮৪ সালে ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ জারির ফলশ্রুতিতে এদেশে ভূমি সংস্কারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া হয়। যদিও জমিদারী উচ্ছেদ আইন এ ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী আইন ছিল তথাপি সুষ্ঠ প্রশাসন/বাস্তবায়ন যন্ত্র এবং সঠিক মানসিকতা/উদ্যোগের অভাবে ইপ্সিত ভূমি সংস্কার তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। জমিদার আইনত অন্তর্ধান হয়েছেন বটে, তবে অসংখ্য জোতদার এবং ক্ষুদে জমিদারগণ তাদের স্থান দখল করেছেন। প্রচ্ছন্ন এবং বিধির বাইরে বলে এরা থেকেও নেই বলে অনেকের ধারণা এবং আমরা জানি তারা সমাজের প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গ। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সচেতনতা নিয়ে কাজে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লেখক ঃ আইন উপদেষ্টা (যুগ্ম সচিব), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং ভূমি আইন বিশেষজ্ঞ

চিত্র১: সংকটাপন্ন উর্বর কৃষি জমি

জনসংখ্যা স্ফীতির ফলে এবং অন্যান্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে দেশের জমি বিভিন্ন হাতে ঘুরছে, বন্যা খরায় দরিদ্রের হাত থেকে বেহাত হচ্ছে এবং ভূমি খন্ডকরণের মাধ্যমে দেশে ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনদের সংখ্যা এবং ভূমি বুভূক্ষু এ দেশে এক মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি করছে। যেহেতু ভূমিই মূলতঃ এদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও গ্রামীণ রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস, সেহেতু সুষ্ঠ ভূমি ব্যবস্থাপনা, সামাজিক ন্যায়বিচার, উন্নত কৃষি উৎপাদনের পূর্বশর্ত। গ্রামের অঞ্চল বিশেষে প্রায় ৪০-৬০ ভাগ মানুষ আজ ভূমিহীন। এদের মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ পরিবারের ভিটামাটি ও মাথা গুজবার মত কোন ঠাঁই নেই। এদের অধিকাংশ আজ রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বড় বড় নগরগুলোতে ছিন্নমূল এবং বস্তিবাসী হিসাবে জীবন যাপন করছে। প্রায় ২৮ লক্ষ পরিবারের ভিটা বা আশ্রয় থাকলেও কোন চাষাবাদের ভূমি নেই। প্রায় ৪০ লক্ষ পরিবারের ভিটা ও জমি থাকলেও ঐ জমির পরিমাণ মাত্র সর্বোচ্চ ০.৫০ একর।

ভূমি সংস্কারের মৌলিক বিষয়গুলো ছিল

(১) ভূমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা ১০০ বিঘা (৩৩.৩৩ একর) নির্ধারণ

(২) ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমির মালিক তথা প্রান্তিক ও মাঝারি কৃষকদের ভূমি উন্নয়ন কর মওকুফ;

(৩) জমি থেকে সব ধরণের কর প্রত্যাহার করে পরিবার পিছু জমির মালিকানার উপর ভিত্তি করে ভূমি উন্নয়ন কর ধার্যকরণ;

(৪) সর্বোচ্চ সীমার অতিরিক্ত জমি সরকার গ্রহণ করে পরবর্তীতে ভূমিহীন কৃষক এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নীতিমালা ভিত্তিক বন্টন/বিতরণ;

(৫) নদীসিকস্থি জমির মালিকানা বিলুপ্তকরণ এবং নদীপয়স্থি ও সাগর (বঙ্গোপসাগর) থেকে জেগে উঠা জমির মালিকানা সরকারের বরাবরে অর্পণ, ইত্যাদি।

চিত্র ২ নদী ভাঙ্গন: একটি সাধারণ চিত্র

কিন্তু ভূমি সংস্কারের বর্ণিত পদক্ষেপগুলো পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। বিশেষত কৃষি জমির অর্জন সর্বোচ্চ সিলিং করা হলেও অকৃষি জমির সর্বোচ্চ কোন সিলিং আজো করা হয়নি। ফলে ভূমি সংস্কার কার্যক্রম বিশেষ কোন অবদান রাখতে পারেনি। যে সকল কারণগুলো বিশেষভাবে দায়ী তা নিম্নরুপ ঃ

জমির সর্বোচ্চসীমা ১০০ বিঘায় নির্ধারিত হলেও কতিপয় ক্ষেত্রে তা ব্যত্যয় ঘটানো হয় যেমন, চা বাগান, রাবার বাগান, কফি বাগান, সমবায় সমিতি, বৃক্ষরোপণ, শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যবহার যেমন, আখ চাষ। কার্যত এই ব্যতিক্রম ব্যবহার সুবাদে ভূমিদস্যুরা বা ভূমি সিন্ডিকেট অতিরিক্ত জমির মালিকানা পরিবর্তন করে নেয়ার সুযোগ পায়; তথা শ্রেণি পরিবর্তন/হিসাব পরিবর্তনের মাধ্যমে অতিরিক্ত ভূমি নামে বেনামে দখলে রাখে।

অতিরিক্ত (উদ্বৃত্ত) জমির মালিকদের যথাসময়ে ক্ষতিপূরণ দিতে ব্যর্থ হলে সরকার বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত জমি বাজেয়াপ্ত তথা অধিগ্রহণ করতে পারেনি। বসতভিটা/অকৃষি জমি ধনীরা বেনামে রেখে দেয়।

উচ্চবিত্ত/ ধনিক শ্রেণির ভূমির সঠিক পরিমাণ ঘোষণা দেয়ার আদেশ দেয়া হয়। কিন্তু এতে খুব কম সাড়া পাওয়া যায়। যারা ঘোষণা দেয় তারা সাবেক তহসিল অফিস বর্তমানে ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের যোগসাজসে প্রকৃত ভূমির পরিমাণ গোপন করে অনেক ক্ষেত্রে পার পেয়ে যায়। এভাবে ধনী কৃষকদের অর্থনৈতিক কাঠামো অক্ষুন্ন থাকায় তাদের ক্ষমতার কাঠামোও অপরিবর্তিত থাকে। দরিদ্র কৃষক এবং ভূমিহীনদের/বাস্তুহীনদের সংখ্যা দিন-দিন বাড়তে থাকে। পল্লী অঞ্চলের জনগণ ক্রমান্বয়ে ভূমিহীন হয়ে পড়ে এবং শহরমুখী জনসমাগম বাড়তে থাকে। ফলে ভূমি সংস্কারের মহৎ উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসতি হয়।

অথচ ভূমি সংস্কার ও কৃষি উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ । ভূমি সংস্কার ও কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচিই পারে বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য দূর করতে। গ্রামীণ জনসংখ্যার শহরমুখী আগমন বন্ধ করতে হলে গ্রামীণ অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন সাধানের উদ্দেশ্যে ভূমি সংস্কার একটি অপরিহার্য কর্মসূচি হিসেবে গ্রহণ করা অতীবজরুরি। যেহেতু দেশের ৮০ ভাগ মানুষ এখনো গ্রামে বাস করে। সেহেতু গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা করতে হলে কৃষি ও পল্লী উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। দেশের জিডিপিতে ২৫% আসে কৃষি থেকে এবং ৩৬% গ্রামীণ অকৃষি খাত হতে সব মিলিয়ে ৬০%। কৃষি সকল কর্মসংস্থানের প্রায় ৬৬% তৈরি করে এবং মোট রপ্তানি আয়ের ২৫% প্রদান করে।

চিত্র৩: শহরমুখী অভিগমন

ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে জরুরিভাবে কৃষি উন্নয়ন তথা পল্লী উন্নয়ন করা না গেলে ঢাকা মহানগরীসহ চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহসহ সকল বড়-বড় নগর মহানগর বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়বে। কেননা, গ্রামাঞ্চলে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পেরে দারিদ্র্য পীড়িত জনগণ ক্রমাগতভাবে শহরমুখী হচ্ছে। মূলতঃ এরাই শহরে বস্তিবাসী। এদের আধিক্যের ফলে রাজধানী ঢাকাসহ বড় বড় শহরে তীব্র যানযট এবং নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

ভূমি সংস্কারের আইনগত ভিত্তি আমাদের সংবিধানেই পাওয়া যায়। দেশের সর্বোচ্চ আইন বাংলাদেশ সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, "নগর ও গ্রামাঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য ক্রমাগত দূর করার উদ্দেশ্যে কৃষি বিপ্লবের বিকাশ গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থা, কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ এবং শিক্ষা যোগাযোগ ব্যবস্থা ও জনসাধারণের উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের আমূল রূপান্তর সাধানের জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

তথ্য নির্দেশিকা

১. গণপ্রজাতান্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়, ঢাকা।

২. ভূমি ব্যবস্থাপনা সহায়িকা- শাহ মোঃ আবুরায়হান আলবেরুনী

৩. ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল, ১ম খন্ড, ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০০৩

৪. বাংলাদেশ নগর গ্রাম সংযোগ উন্নয়ন কৌশল ঃ প্রেক্ষিত বিশ্ব বসতি দিবস ২০০৪ -মো: আকতার হোসেন সরকার

৫. জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, ২০০১, ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ২০০৩

৬. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো জরিপ, ২০১১

৭. ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ, ১৯৮৪

Provision of housing finance for Middle income people of Dhaka city:

Government policy paradoxes

[1]Md.Mahmudul Haque

Abstract

The 1993 National Housing policy of Bangladesh states that, Housing should be accessible to all strata of the society. But the reality seems to fail to fulfill it. Like, though comprising a significant portion of the total city population, the available Housing facility for the Middle Income Group of Dhaka city is very poor. The targeted provision of Housing Finance for this group by both the public and private sector has been proven as impractical. Because, these loans bear an excessive interest rate, and that is almost unbearable for the defined middle income group. As a result the majority of the society is now apparently excluded from the Housing Finance services. As one of the basic needs of Humankind the Housing sector demands special attention. And this sector must need Government intervention to some extent, especially in the developing countries. So, a revised and more rational Government Housing policy should be provided with the active participation of the private sector to make the Housing Finance accessible to the Middle Income Group of Dhaka city

Introduction

Alike most cities of the developing world, Dhaka is a poorly managed city; where there is an acute Housing shortage. This Housing shortage was estimated in 1991 to be about 3.10 million units, composed of 2.15 million units in rural areas and 0.95 million units in urban areas (GoB, 1993). Along with this; the provision of Housing Finance is also very scarce; especially for the Middle Income Group (MIG)[2] because they have hardly any access to Housing Finance facilities though comprising about 53% (Islam, 1986) of the total urban population. In comparison to this group, the lower income group (LIG) of people has the privilege of Micro Credit Housing Finance and the Higher Income Group (HIG) benefits from Macro Credit Housing Finance. Housing Finance for the MIG has not only been neglected badly but also the minimal targeted provisions of Housing Finance, both from the public and private sectors, failed to be proven viable because of manifold reasons.

The contribution of the public sector in Housing Finance is also very minimal. It was only Tk 25.2 billion in 2006-07 fiscal years, which was 20 per cent of the total Housing loans of the country for that FY (New Age, 2008). Generally, only about 5 percent of the Housing units in Bangladesh are financed by formal sector (Kabir & Hasan, 2002). As a result, the majority of the society has apparently been excluded from the House Building Finance services.

Though the National Housing Policy'93 declared that Housing should be accessible to all strata of the society, disparity has not been removed. So, to assist the people of Dhaka City, who, in fact, are being discriminated of the Housing benefit, a revised and more rational Government Housing Policy should be taken into the mind with the active participation of the private sector.

Objectives and methodology

i) To overview the existing Housing related policies and House Building Finance situation in Dhaka city for the Middle Income Group (MIG) of people.

ii) To identify the major constraints in providing Housing Finance to the MIG of Dhaka City.

iii) To explore the potential role of the Government policy in providing Housing Finance to the MIG of Dhaka city.

iv) To propose an effective policy framework for Housing Finance to serve the MIG of Dhaka city.

This article has been written both from primary and secondary data. For primary data a designed questionnaire was served to the target middle income group. And for secondary data the private and public authority publications, websites and newspaper were reviewed. Finally the collected data were processed with computer software like SPSS and MS EXCEL. Findings of the study have been presented in pie and bar diagrams created by MS EXCEL.

Housing Demand

There is an acute housing demand in Dhaka city. The problem is high for the Middle Income Group (MIG) which is 50 % of the total population of Dhaka city, and that encompasses 3.5 million people (Islam, 2004). This group will require 2.5 million new dwelling units by the year 2025 (Islam & Shafi, 2008) to accommodate 1, 87, 50, 000 persons[3] by that time. The following tale is showing the future shelter demand of Dhaka city;

Table 01: Shelter Needs and Estimates in Dhaka City over a Time Period of 2008-2025

Income Group	Shelter requirements over time (Units in million)			Total requirements (Units in million)
	2008-2013	2013-2018	2018-2025	
Low Income Group	0.82	0.57	0.42	1.81
MIG	1.10	0.80	0.50	2.40
High Income Group	0.08	0.08	0.08	0.24
Grand Total	2.00 million HH + 0.55 persons	1.45 HH	1.00 HH	4.45 million HH + 0.55 persons

Source: Islam & Shafi, 2008.

The table shows that by 2025, the MIG would require the highest share of the estimate which is about 2.4 million units. This alarming figure is not the only factor that is enough to draw the attention, but also the soaring price of Housing units. So, before formulating or applying any Housing policy the purchase capacity of the target group should be considered with greatest importance.

Government Housing policies

After the independence of Bangladesh in 1971, Bangladesh Government formulated several five year plans for planned development of the country. Housing policies are incorporated in these five year plans. And in 1993 the National Housing Policy has been enacted. Of these plans the *First five year plan (1973-1978)* first proposed the Building of multistoried apartment houses in the urban areas (for low and lower MIGs) in the public sector. *The Second five year plan (1980-1985)* proposed the construction of large number of low-cost semi-permanent Housing units at a lower cost level. This was especially targeted for the less income group. It also suggested Lowering and standardizing the specification for structures, fittings and finishes to reduced cost. *The third Five Year Plan (1986-1990)* strongly prescribed to improve the Housing sector the private sector participation. And a government subsidized 'core house' concept was introduced for the low income group in this plan. The *Fourth Five Year Plan (1991-1995)* provided different policy measures for the public and private sector. This plan first suggested a National Housing Authority (NHA) to be formed to facilitate Housing for the low and lower MIG. And the public and semi-public agencies were indulged to be concentrated on land development projects for middle and lower income groups. The national Housing policy 1993 declared to make Housing accessible to all strata of the society. The policy also focused on making the land available in suitable locations and at affordable prices for various target groups, especially for the low and middle income people. NHP also recommended mobilizing funds for Housing through personal savings different financial inputs and by developing suitable financial institutions. *The Fifth Five Year Plan (1997-2002)* proposed an arrangement of soft loans Housing for the poor; to this end, the government will create a special fund. And finally, the *National Housing Policy 2008 (Draft)* report has proposed more specific recommendations on housing loan for lower income group. The recommendations were on minimizing the interest rate, helping public and private financial institutions from government through tax abatement. The chronology of policies hence is showing that only the last two initiatives and the recent draft National housing policy report addressed the housing loan for the low income people. The fact is that until recently there is hardly any specific full fledged government finance policy for the Middle and low income group housing.

Policy paradox

The targeted provision of Housing Finance for the middle income group of Dhaka city by both the public and private sector has been proven as impractical. Because, the available housing related policies offers loans that bear a 12 to 15 percent interest rate per month (BB, 2008). This, with all other requirements make the per month installment as 12-15 thousand taka almost. And as the government survey prevails that a household is willing to spend maximum 32.63% (BBS, 2000) of their income for housing purpose; that means a household have to earn more than 45 thousand taka per month to continue that installment. This amount of income per month indicates that this household does not belong to the Middle Income Group.

Institutional Housing Finance Situation in Bangladesh

Like many developing and emerging economies, the Housing Finance system of Bangladesh comprise private sector lenders as well as several government managed and subsidized Housing Finance institutions or programs (Renaud, 1996). There are four micro financial institutions namely, Grameen Bank (NGO), PROSHIKA (NGO), BRAC (NGO), ASA (NGO). And six Macro financial institutions, BHBFC (Public), NHFIL (Private), NHA (Public) , DBH (Private), Islamic Bank (Private), Sonali Bank (Public). Several International institutions are also providing fund for housing through, they are The World Bank UNDP UNCDF UNCHS ADB. The funds are regulated and distributed by the different programs of Bangladesh Government. The following diagram is showing the structure of the Housing finance system,

Major constraints in providing Housing Finance

There are a number of barriers for the MIG to take advantage of the existing Housing Finance system of the country. Some are like,

- Government's failure to define the MIG in terms of their income level. Most of the private and public Housing Finance schemes are assisting the group with an income of more than Tk. 30,000 per month by categorizing them as the Middle Income Group of people. As a result, the scheme remains out of the reach of the actual MIG.
- The excessive interest rate, short repayment period, and required mortgage, down payment etc. also stand as obstacles towards their way of getting the assistance.
- Insufficiency of the loan amount in context of the present land price and construction material price is another obstruction for seeking a loan for the MIG. The 1993 ADB survey of homeowners of newly constructed houses showed that the most important sources of Housing Finance were household savings (more than one third). Loans from relatives and friends were the second most common form of finance, followed by the sale of other parcels of land. Employer and bank loans were utilized by 13 percent of new home-owners and BHBFC loans were only acquired by 5 per cent, all in higher income brackets (Hoek-Smit, 1998).

- The hassle, complicacy of bureaucratic system and corruption and nepotism in the government owned Housing Finance organization work as another snags for the MIG. The applicants for the loans have to submit a number of certificates, TIN number, previous record, valid references and other documents.

Comparative Interest Rate of Housing Loan: National-International

The value reveals an average interest rate of Housing loan as 14.8 % for Bangladesh. If we look into the interest rate of other countries in different developing and developed countries, we will find out the following scenario:

Table 02: Higher Interest rate in Housing loan (Foreign countries)

Country	Interest rate (%)	Country	Interest rate (%)
Japan	2.37-3.05	France	3.00-5.00
China	4.14-5.76	United states	4.86-6.00
Malaysia	6.00-6.6	United kingdom	5.25-7.39
India	8.00-10.00	Australia	7.34-8.22
Pakistan	9.00-10.00	New Zealand	7.25-9.25

Source: Mukta Akash, 2007.

Analysis and Findings

To get a real time scenario a thorough questionnaire survey has been conducted to 100 persons who belong to the target group. That means within a monthly income of 30 thousand TK. The results are given through several charts below.

Fig. 01: Proposed options given by the respondents

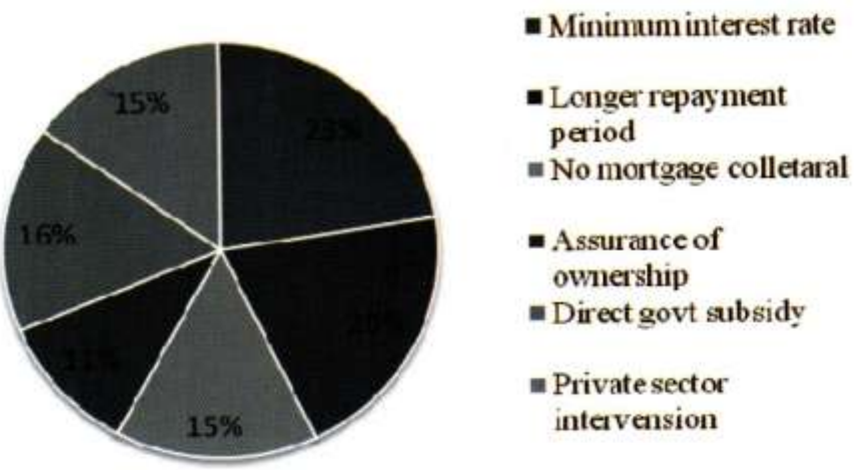

Source: Field Survey, 2008.

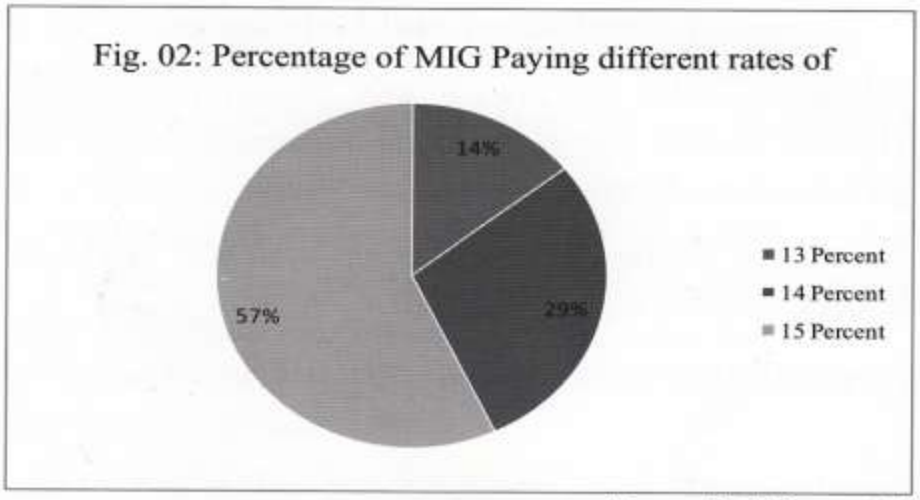

Fig. 02: Percentage of MIG Paying different rates of

Source: Field Survey, 2008.

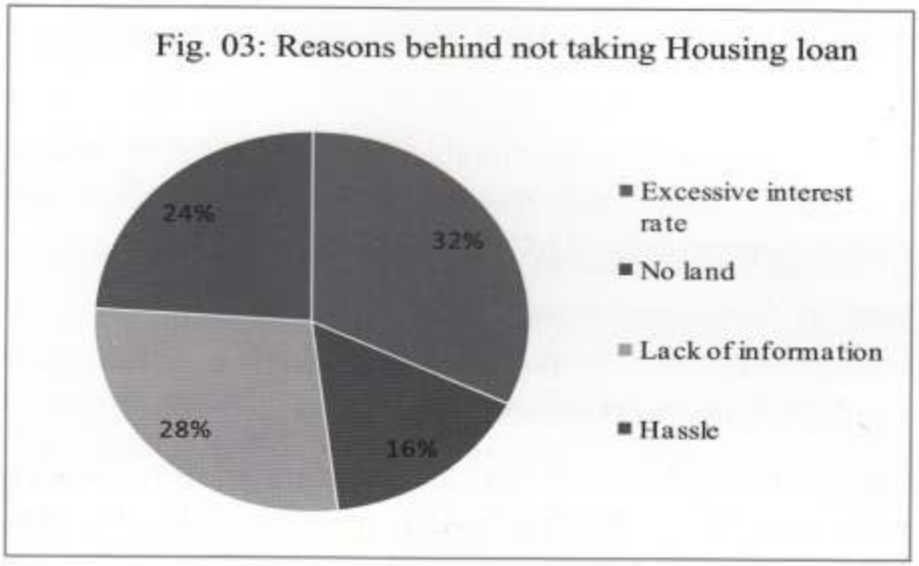

Fig. 03: Reasons behind not taking Housing loan

Source: Field Survey, 2008.

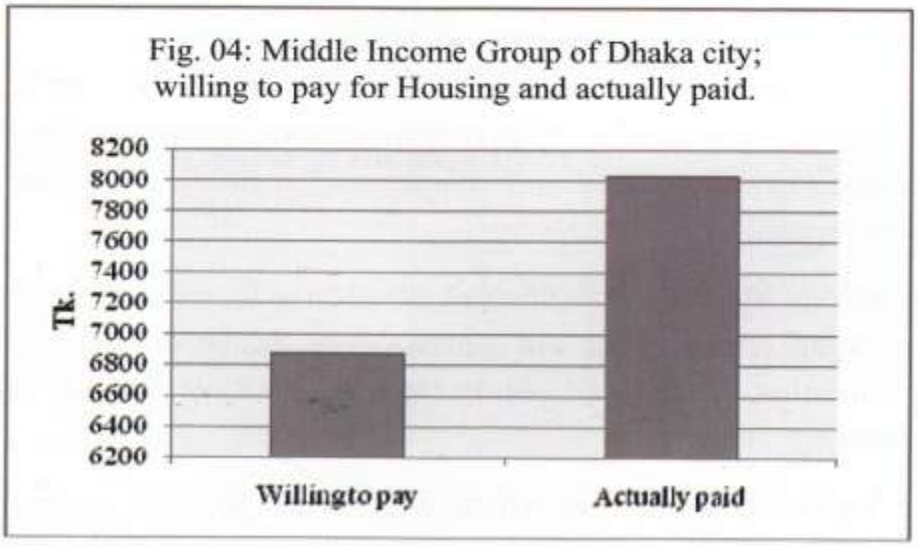

Fig. 04: Middle Income Group of Dhaka city; willing to pay for Housing and actually paid.

Source: Field Survey, 2008.

Recommendations and Conclusion

Housing Finance system in many developing and emerging economies share several characteristics. The Housing Finance Group of the International Finance Corporation (IFC) has identified some of these challenges in developing countries like-

Lending restrictions: mortgage lending is often narrowly restricted to a single sector, such as government-owned lenders or highly regulated private institutions

Infrastructure: emerging markets often lack the infrastructure that is fundamental to the support of home ownership

Regulatory environment: legal and regulatory reforms that include lien registrations, foreclosure practice and property rights

Capacity: the pool of skilled managers and field staff experienced in Housing Finance is limited in most countries

Considering the above challenges and study findings, it is clear that there is no way other than revising the Housing Finance policy to help the MIG. Here are some recommendations on basis of the findings of the study to provide the MIG with Housing Finance facilities:

- The interest rates of Housing loan should be within 5% with a longer repayment period. Considering the average age of potential borrower[4] and the life expectancy[5] the repayment period could be easily starched to 30 years.
- The target group should be redefined. It is clear that the BHBFC prescribed group; that is earning not more than Tk. 30,000 per month is not capable of borrowing the loan. In reality the higher income group pretend to be belongs to this group. To benefit the actual Middle Income Group the eligibility criteria, especially the per month income have to be redefined.
- Several finance giving organizations and institutions could be considered as potential lenders in Housing sector, like, *Commercial banks, Post Savings Bank, Insurance companies, State Provident Fund and other pension funds, Micro-finance institutions, International investors*.
- The Housing market should be segmented according to specific target groups. Special design of construction procedure and materials should be considered before providing The Finance facilities. A designed set of Housing package for different income group could be initiated.
- There should be Government rule which will create pressure on private corporate to provide housing facilities for their employees at a lower market rate. It could be operated on a partnership basis.

- Non-collateral Housing loan should be provided for the target group. It could be managed with the government participation. Like if the Government provides the land then in the case of default the constructed house could be sold to other person trough auction.

- From the Questionnaire survey it has been seen that most of the potential borrowers have a great confusion and panic about borrowing of Housing loan. This situation should be positively changed through effective promotional activities. The information about the Housing loan, its detail procedure and other relevant themes should be publicly announced. It could be done through both the advertising and Public relations. Media can play a vital role in this drive.

- To attract potential borrowers a grace system on interest could be provided. Say, for the borrower who repaid 50% of the debt within the half period of the repayment period should be awarded with a grace period or lower interest rate as well.

- The objectives of the subsidized scheme should be assist those who do not qualify for a formal sector mortgage loan and thereby increasing the number of middle income households that can avail themselves of the Housing Finance.

- Though the basic principle of the NHP'93 restricted the government from playing the role of providers in housing sector, the government can act as a provider for only to the government's employees or low/Middle Income Group. However, it is evident that most of the government houses are for upper grade government employees, political leaders, rather than the lower income government employees or the low or middle income people in general.

The following calculations have attempted to represent a more rational Housing scheme to serve the Middle Income Group.

Table 03: Proposed per month installment at different installment and time period; Ordinary Annuity*

Per month installment	Value of the annuity at different discount rates (25 Years)					
BDT 9000	5%	8%	10%	12%	15%	18%
	1539540	1166081	990425	854519	702669	593108
	Value of the annuity at different discount rates (30 Years)					
	5%	8%	10%	12%	15%	18%
	1676535	1226551	1025557	874965	711775	597179

* Calculated by the author 2008

Table 04: Proposed per month installment at different installment and time period; Annuity Due*

Per month installment	Value of the annuity at different discount rates (25 Years)					
BDT 9000	5%	8%	10%	12%	15%	18%
	1545955	1173855	998679	863064	711452	602005
	Value of the annuity at different discount rates (30 Years)					
	5%	8%	10%	12%	15%	18%
	1683520	1234728	1034104	883715	720672	606137

* Calculated by the author in 2008

It is estimated that the Middle Income Group of Dhaka city now comprising a significant portion of the city population. And there is hardly any access for them to housing finance as the interest rates are too high. As the '93 Government Housing policy states "Make housing accessible to all strata of the society" the major initiatives have to be taken by the government. A rational Housing policy should be designed concerning to the present economic context. And most important part-the finance-should be provided in a more realistic procedure to face the upcoming disaster.

References

GoB. (1993). *National Housing Policy, 1993.* Dhaka: Ministry of Housing and public works.

Islam, N. (1986). *Migrants in Dhaka Metropolitan Area.* (K. Husa, M. Vielhaber, & H. Wohlschtagl, Eds.) *Contribution to Popular Research* , pp. 285-298.

Bangladesh Bank. (2008, January 25).. *Grihayon khate puno orthayon scheme.* Retrieved April 30, 2008, from Bangladesh Bank Web site: http://www.bangladeshbank.org.bd

BBS. (2000). *HouseHold Income and Expenditure Survey, 2000.* Dhaka: Bangladesh Bureau of Statistics.

GoB. (1993). *National Housing Policy, 1993.* Dhaka: Ministry of Housing and public works.

Daily New Age. (2007, November 16). *Are they really rehabilitating slum dwellers.* Retrieved June 12, 2008, from The Daily New Age Web site: http://www.newagebd.com

Kabir, M. A., & Hasan, M. (2002). *An introduction to Housing in Bangladesh.* Khulna: BCHWSD.

Isam, N. (2004). *Survey findings of urban poor.* Dhaka: Center for Urban Studies.

Islam, N., Shafi, S. A. (2008) *A Proposal for a Housing Development Program in Dhaka City,* Dhaka: Center for Urban Studies.

Renaud, B. (1966). *Housing Finance in Transition Economies: The Early Years in Eastern Europe and the Former Soviet Union*, Washington, D. C.: World Bank.

Hoek-Smit, M. C. (1998). *Housing Finance in Bangladesh: Improving access to Housing finance by middle and lower income groups.* Dhaka: Ministry of Local government, Rural development and co-operatives & UNDP/UNCHS (Habitat).

WHO. (2008, March 15). *Housing.* Retrieved from World Health Organization Web site: http://www.who.int

National Comprehensive Development Plan for the whole Country: An Integrated Approach to Meet the Needs of Slum Dwellers

by

Khondker Fowze Muhammed Bin Farid[1]

Quazi Md. Fazlul Haque[2]

Introduction

Bangladesh has been experiencing rapid increase in its urban population ever since its independence in 1971. Urban population as a percentage of total population increased from around 8 % to nearly 23 % during 1974-2001 periods. By the year 2015 nearly one-third or 33% of the population of Bangladesh will be living in urban areas. The phenomenal rate of urbanization is posing a major development challenge. The cities and towns of Bangladesh, numbering more than 525, suffer from acute problems of deteriorating infrastructure in the form of poor housing, inadequate availability of drinking water, paucity of drainage and sewerage facilities, logjam of urban transport, and pollution. Homeless population in most cities is on the rise and the slums and squatter settlements have become integral part of urban life in the country.

Currently estimated at 40 million people, it is projected that by the year 2021 nearly one-third or 33% of the population of Bangladesh will be living in urban areas. One of the significant features of urbanization in Bangladesh is the predominance of a few metropolitan centers resulting in an uneven distribution of urban population in the country. A large proportion of the urban population is concentrated in Dhaka, Chittagong and Khulna Metropolitan areas. These three metropolitan areas account for about 54% of the total urban population of the country. Dhaka is expected to become a megacity by 2015. The tremendous challenge of absorbing such a massive number of people in urban areas and providing them with food, shelter, employment, healthcare, education, municipal services and recreation facilities is made more difficult given shortage of existing urban facilities and resources, scarcity of skilled manpower and good governance. The urbanization challenge unless managed well could become a binding constraint choking off future growth acceleration envisaged in the Perspective Plan. Rapid urbanization has been posing serious challenges for sustainable urban development. Urban areas are now afflicted with innumerable problems including increasing slum population with lack of provision of basic services and land tenure as well.

[1]Director, Urban Development Directorate

[2]Senior Planner, Urban Development Directorate

Existing Scenario of Slums in Bangladesh

Slum is a word, a name that reflects the miseries of deprived people who have to struggle with poverty to survive in this beautiful world. Slums and shanties are available in every countries regardless which are developed or developing countries. Usually poor people migrated from village and very poor people in urban areas live in slum.

With the increase in rapid urbanization, number of slums and squatters including slum population is also increasing at a faster rate. Table 01 shows below reveals the number of slums and squatters, household and slum population in different years.

Table 01: Total Number of slums in Bangladesh:

Years	Number of slums and squatter clusters	Number of slum households	Slum population
1986	-	176745	831645
1997	2991	334431	1391459
2005	9048	1043329	5233217

Source: BBS, 1986, BBS, 1999 and CUS, 2005

Table 02 illustrates the number of slums in Bangladesh by division in 1997 and 2005. According to the table slums in Dhaka megacity has increased from 52.79 percent to 54.90 percent and in case of Chittagong SMA it has increased to 96.22 percent to 20 percent. Slums at Rajshahi SMA have increased from 2.81 percent to 7.10 percent. The data also indicates that the expansion of slums is not confined not only to divisional cities but also in the urbanized areas and Paurashavas.

Table 02: Number of Slums between 1997 and 2005 census in Bangladesh by Division

City	1997	% of total	2005	% of total
Dhaka Mega city	1579	52.79	4966	54.9
Chittagong SMA	186	6.22	1814	20
Khulna SMA	202	6.75	520	5.7
Rajshahi SMA	84	2.81	641	7.1
Barisal	*		351	3.9
Sylhet	**		756	8.3
14 cities	293	9.8	***	***
100-Paurashavas	647	21.63	***	***
Total	2991	100	9048	100

Source: BBS, 1999 and CUS, 2005

Note: *Included with Khulna** Included with Chittagong*** Not coverage

Different Tenure arrangements in Bangladesh

A number of tenure arrangement categories exist in Bangladesh. These are the following:

- Freehold
- Delayed freehold
- Registered leasehold
- Cooperative ownership
- Private rental
- Public rental
- Shared equity
- Community based tenure
- Khas land (Government owned land)
- Public land under ownership of a municipality/city corporation
- Public land under ownership of various government agencies like Bangladesh Railway, Port, etc.
- Authority owned land (such as Bangladesh Jute Mills Corporation, Bangladesh Textiles Mills Corporation etc. are the owners)
- Trust land (donation from donor for betterment of the disadvantaged people or other purposes)

Reliable data on slum and squatter populations and their tenure status for all urban areas of Bangladesh are not available. A study was undertaken in the six City Corporations in 2005 by the Centre for Urban Studies, Dhaka and the University of North Carolina, which has estimated the total slum population and given indications of land ownership and tenure status. This study's findings include the following:

Table 03: Population, Land Ownership and Tenure status in the six City Corporations

Slum Population	
2001 Population six City Corporations	11,210,617
2005 Population six City Corporations	15,447,046
2005 Slum Population	5,438,165
2005 Slum Population as percentage of total population	35.2%
Number of slum clusters	9,048
Number of slum households	1,043,329
Slum land ownership	
Slums on government land	9.2%
Slums on private land	88.6%
Slums on "other" land	2.2%
Slum population by ownership	
Population on government land	27.1%
Population on private land	66.7%
Population on "other" land	6.2%
Tenure	
Households claiming ownership	14.5%
Households paying rent	73.8%
Household living rent free	11.7%

Source: CUS and UPPR, 2006

From the above table it becomes evident that about 89 percent of the slums are on private owned land, more than 88 percent of slum population is living on private land and more than 73 percent households are paying rent.

Reasons for Slum Formation

It is usually urged that the main cause for formation of slums in major cities and towns is migration. Underlying reasons for such migration include economic, social and impact of climate change. The census of slum conducted in 1997 identified eight reasons of migration from rural areas to the divisional cities and adjacent paurashavas, which are shown in the Table 04 below.

Table 04 Reasons for Slum Formation

Reason for Coming to Slum	% of Total Households
River erosion	17.20
Uprooted	12.53
Driven out	2.00
Abandoned	1.22
Meager income	19.97
Insecurity	2.43
For job	39.53
Others	5.12
Total	100.00

Source: BBS, 1999

According to the Table 04, it has been revealed that among the eight reasons, a significant number of households (36.53%) migrated in search of jobs, followed by insufficient income, river erosion, uprooted and others etc.

Problems of Slums in Bangladesh

The people coming to the major cities and towns of Bangladesh are mainly poor and live in substandard houses by forming slums characterized by poor housing with lack of secure land tenure and basic services.

Participatory Rapid Appraisal (PRA) was conducted with Satrish Bari Colony and Challish Bari Colony at Mymensingh under Mymensingh Strategic Development Plan (MSDP) 20101-2031 Project to know the problems and demands slum dwellers of Mymensingh. The output of the PRA sessions are cited here as case study. The PRA sessions revealed that numerous problems faced by the slum dwellers of the two slums. These are: (i) lack of adequate housing, (ii) water logging, (iii) guide wall on the bank of River Brahmaputra, (iv) lack of gas supply, potable

water, sewerage system, healthcare, proper drainage, road, employment and (v) above all secure land tenure. The slum dwellers of Satrish Bari Colony and Challish Bari Colony resided themselves on leasehold basis and they urged that they require permanent land tenure with improved housing.

In fact, presumably the problems identified in these two slums through PRA are almost similar to that of rest of the slums in Bangladesh.

National Comprehensive Development Plan: An Approach to Make the Slum as a Historical Element of Bangladesh

Urban economics concentrates on the economic relationships and processes that contribute to the important spatial characteristics of urban and regional economies, especially to their size, density of settlement, and structure and pattern of land use. It provides useful tools to investigate the urban problems and find their solutions. These problems inherently involve the dimension of space and cannot be discussed in a meaningful manner without studying the highly complex urban-metropolitan environment in which they occur. The problems posed by spatial dimensions, non-convexity in consumer preferences and production technologies, externalities, monopolistic and oligopolistic competition, indivisibilities and fixed costs suggest that urban problems are complex and the tools of urban economics rather than conventional economic theory need to be applied in analyzing urban problems and formulating appropriate policies.

There are strong reasons to believe that strong agglomeration economies prevail in large cities in Bangladesh like Dhaka, Chittagong, Rajshahi, Rangpur and Khulna etc. Augmentation of agglomeration and minimization of potential congestion ought to be two key two planks of land use planning and transportation in Bangladesh.

The comprehensive Development Plan is aimed at providing relevant economic activities with necessary employment opportunities including suitable location for industrial development that would be identified with the provision of necessary services and facilities. Moreover, the proposed plan would provide with necessary space for housing, urban and social services and facilities based on hierarchy of space. This would help in availing all required services and facilities for the people who intend to migrate to large towns and cities. In this way rate of migration towards large cities and towns would be reduced and as a result, which would help in solving the problems of slums in these cities. The proposed plan would provide guidelines for providing secure land tenure for the existing slum dwellers with adequate provision of proper housing along with basic services. These also help in solving the problems of existing slums in the large towns as well.

National comprehensive Development Plan

The present Government with its vision 2021 has planned for housing for all by 2015. To

commensurate with the vision, UDD under the Ministry of Housing and Public Works (MOHPW) has formulated Project Proposal for National Comprehensive Development Plan for the whole country.Plan period for NPP (phase II) has been expired at the beginning of the Twenty First Century and the landuse master plans prepared under NPP (Phase II) is obsolete. Hence the project has been proposed.

Key Objectives of National Comprehensive Development Plan

Among key objectives of National Comprehensive Development Plan following are related to improving the quality of life of the slum dwellers:

- Review of all sectoral policies, acts and legislations relevant to urban and regional planning.
- Review of existing administrative and financial system of Bangladesh considering all tiers of Bangladesh
- Identify the spatial distribution of industries all over the country and determination of suitable locationof industrial areas.
- Physical determination of trends in land use pattern and its time based change for the last two decades
- Need assessment for optimum resource distribution for creating better living environment for the people of the nation.
- Regional disparity analysis
- Corridor development plan along national and regional highways
- Integrate all national and regional levels plans and programmes of different sectoral agencies within the plan period for coordinated development and translating them into space
- Definition, standardization and classification of all land use elements for all administrative tiers of Bangladesh

Main Features relating to Improving the Quality of Life of Slum Dwellers under of Different Phases of the National Comprehensive Development Plan

Among the main features of different stages of National Comprehensive Development Plan following are related to improving the quality of life of slum dwellers:

Strategic Plan

- Spatial translation of sectoral policies and strategies
- Planning guidelines based on watershed, ecology and disaster
- Definition for urban centers, land use elements

- Ranking urban centers based on hierarchy
- Development of land use planning standard
- Hierarchy of indigenous settlements

Formulation of Regional Development Plan

Through regional disparity analysis on the basis of eco-tone under guideline of stage-I

- Land form, soil and agriculture
- Hydrology and environmental characteristics.
- Hazard proneness
- Population characteristics.
- Level of basic services.
- Existing resources and allocation of fund for development
- Shift share analysis, Input-output analysis and export import analysis

On the basis of such analyses preparation of Regional Planning Packages

Corridor Development Plan

Along highway corridor-

- Transformation of National policies
- Formulation and Integration of different sectoral strategies
- Spatial interpretation of sectoral strategies
- Formulation of Structure Plan, Urban Area Plan, Detailed Area Conservation Plan, Development Plan and Development Control Plan

Detailed plan for improving the quality of life of the slum dwellers would be addressed under the framework of corridor development plan.

Industrial Study and Conservation Plan

The industrial study shall identify the areas of industrial development all over Bangladesh to determine the spatial distribution of existing industries of the country. The outcome of the study is to earmark the areas where industries have been developed in an unplanned manner and identify suitable location for planned industrial development including establishing connectivity of the industrial areas with different ports (land, water and sea) and business centres. The study would also come up with a conservation plan for protecting environmentally critical areas and preservation of agricultural land.

The Output of National Comprehensive Development Plan relating to Improving the Quality of Life of the Slum Dwellers

Among the output of national comprehensive development plan following are relating to improving the quality of life of slum dwellers:

- Delineation of hierarchy of space by population
- Delineation of hierarchy of land by potential quality of land (above, on and under)
- Nature and type of settlements by different regions
- Guidelines for regional development plan
- Determination of hierarchy of capital operating in the national economy and its consequent changes for last two decades
- Formation of an interactive matrix based on the above mentioned population, land and capital to draw an integrated urban and regional development plan at national perspective.
- Design of integrated urban and rural network for Bangladesh.
- Provide definition, standardization and classification of all land use elements for Bangladesh.
- Transformation of national policies; and formulation and integration of different sectoral strategies including spatial interpretation of sectoral strategies at different urban centers along highways and feeder roads.
- Restricting unplanned industrial growth and guidelines for planned industrial development

Legal Framework related to urban and regional development in Bangladesh

The goals of long run stability and prosperity cannot be achieved without building effective institutions for sound overall governance. The Government recognizes that without fundamental reforms of core institutions, improvement in public administration capacity and a strong anti-corruption strategy, the ability to implement Vision 2021 and the underlying five year development plans and the Perspective Plan will be seriously compromised. Vision 2021 places strong emphasis on establishing a legacy of good governance by focusing on three fundamental principles of governance.

In this connection, it can be said that planning is now an emerging issue in our country. For functioning systematic planned development in each and every sector it is necessary to ensure transparency and accountability. Without Act/Ordinance it is not possible to ensure planned and systematic development of an area. Keeping this view in mind, draft "Urban and Regional Planning Act, 2014" has been prepared by UDD, which is in active consideration by the Government of Bangladesh. National Comprehensive Development Plan would be implemented under the provisions of Urban and Regional Planning Act, 2014"

Conclusion

In conclusion it can be said that UDD, from the very beginning of its creation, is providing policy support to government relating to urbanization, landuse, land development and also preparing landuse plans. Now UDD would implement the project National Comprehensive Development Planafter getting approval by the government of Bangladesh, which would make

adequate provision for improving the quality of life of the slum dwellers in an integrated and comprehensive manner. It is expected that if the plan is implemented, it would contribute to planned urbanization including the worsen environmental condition of slums as a whole under the framework of "Urban and Regional Planning Act 2014" where UDD would act as the Secretariat of Urban Development Council.

Bibliography

BBS (1988). Report on the slum area census 1986, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, GoB.

BBS (1999). Census of slum areas and Floating Population 1997, Volume-1, Bangladesh Bureau of Statistics, Ministry of Planning, GoB.

CUS (2005). Slum of urban -Bangladesh, Mapping and Census, 2005 by Centre for Urban Studies (CUS), Website: http://www.thedailystar.net/story.php?nid=93293

Economicsbd (2011). Slums of Bangladesh: An Overview (Posted in Economicsbd on March 6, 2011)Website: http://economicsbd.wordpress.com/2011/03/06/a-brief-history-of-economics/

GED (2011). The Sixth five Year Plan (FY 2011-FY 2015), General Economics Division, Planning Commission, Planning Commission, GoB.

GED (2012). Perspective Plan of Bangladesh: Making vision a Reality, General Economics Division, Planning Commission. Ministry of Planning, GoB

Islam, N., Mahbub, AQM, and etal (2009) Urban slums of Bangladesh, The Daily star, Published On: 2009-06-20

UDD (2014). Minutes of the PRA Session conducted with Satrish Bari colony, Mymensingh, under Mymensingh Strategic Development Plan (MSDP), 2011-2031 Project, Urban Development Directorate, Ministry of Housing and Public Works, GoB.

UDD (2014). Minutes of the PRA Session conducted with Challish Bari colony, Mymensingh, under Mymensingh Strategic Development Plan (MSDP), 2011-2031 Project, Urban Development Directorate, Ministry of Housing and Public Works, GoB.

ঢাকা শহরের বস্তি : কার্যক্রম ও করণীয়

ড. মোঃ গোলাম ফারুক

পরিচালক (উপসচিব)

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (CEGIS)

পটভূমি

জাতিসংঘ প্রতিবছরের অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবারকে 'বিশ্ব জনবসতি দিবস' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। এ দিবসের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো প্রতিটি নাগরিকের জন্য বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসার সমঅধিকার নিশ্চিত করা। এ দিবসটি ১৯৮৫ সালে জাতিসংঘের একটি সমাবেশের মাধ্যমে প্রথম সূচিত হয় এবং পরবর্তীতে এ দিবসটি প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিয়মিতভাবে পালিত হয়ে আসছে।

প্রতিবছর 'বিশ্ব জনবসতি দিবস' নতুন প্রতিপাদ্য নিয়ে পালন করা হয়। এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য হলো "Voices from Slum"। এ প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোকে এ বছরের বসতি দিবসের অঙ্গিকার হবে বস্তিবাসীর কল্যাণের জন্য কাজ করা এবং তাদের নিরাপদ জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করা। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে এ প্রতিপাদ্য বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর এ দিবসটি যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করে আসছে।

ঢাকা শহরের বস্তি

অতিদরিদ্র ও নিম্নসুবিধাভোগী দশ হতে পঁচিশ পরিবারের সদস্যের বাসস্থানকে সাধারণভাবে বস্তি বলে অভিহিত করা হয়। একটি বস্তি স্থানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো খুব উচ্চ জনসংখ্যার ঘনত্ব, একটি কক্ষে পরিবারের সদস্যদের বসবাস, নিম্নমানের পরিবেশগত পরিসেবা বিশেষ করে পানি ও পয়:নিষ্কাশন, নিম্নমানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, নিরাপত্তার অভাব, অপ্রতুল শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা। জনৈক ইউএন বিশেষজ্ঞর মতে, বস্তি হলো একটি ঘনবসতিপূর্ণ নির্দিষ্ট স্থান যেখানে নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও পুষ্টির পর্যাপ্ততা নেই, জীবনযাত্রার মান অনুন্নত এবং সর্বোপরি জীবনের নিরাপত্তা অপ্রতুল। ঢাকা শহরের বস্তির সংখ্যা ১৯৭৪ সালে ছিলো মাত্র ২.৭৫ লক্ষ, বর্তমানে তা বেড়ে প্রায় ৩৫ লক্ষে দাড়িয়েছে (সারণি- ১)

সারণি-১ঃ বিগত কয়েক বছরে ঢাকা শহরে মোট জনসংখ্যা, বস্তির সংখ্যা, বস্তির মোট জনগোষ্ঠী এবং বৃদ্ধির হার

ক্রমিক নং	বছর	মোট জনসংখ্যা (লক্ষ)	বস্তির সংখ্যা	বস্তির জনসংখ্যা (লক্ষ)	বৃদ্ধির হার
১	১৯৭৪	২০.৬৮	১,১০৬	২.৭৫	-
২	১৯৯১	৬৮.৪৪	২,১৫৬	৭.১৮	১৬১
৩	২০০৫	৭২.০০	৪,৯৬৬	৩২.৮৬	৩৫৮
৪	২০১৩	১৫৪.০০	৫,০০০	৩৫.০০*	৭*

সূত্রঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ১৯৮৮, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১; সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ, ২০০৫; বিডিনিউজ ২৪.কম. ২০১৩; ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিকস প্রোফাইল, ২০১৪।

*পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিসংখ্যান বিভাগের মাধ্যমে বস্তিবাসীর জরিপ কার্যক্রম ২০১৪ সালে শুরু হয়েছে যা ২০১৫ সালে সমাপ্ত হবে। বিভিন্ন তথ্য হতে জানা যায় যে, ঢাকার বস্তির সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় বৃদ্ধি পায়নি।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্বের অন্যতম একটি মেগাসিটি। ঢাকা শহর দ্রুত বর্ধনশীল হওয়ায় এর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের গ্রামীণ দুর্দশাগ্রস্ত ছিন্নমূল মানুষ উন্নত জীবন ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড প্রসারের লক্ষ্যে ঢাকায় এসে বসতি গড়ে, যার ফলশ্রুতিতে ঢাকায় বস্তির সংখ্যা ক্রমান্বয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকা মেট্রোপলিটন উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় বৃহত্তর ঢাকা শহরের জনবসতির জন্য উপযুক্ত জায়গা মাত্র ১,৫২৮ বর্গকিলোমিটার এবং এ পরিমাণ জায়গায় ২০১৩ সালে এ শহরে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ লোকের বসতি ছিল।

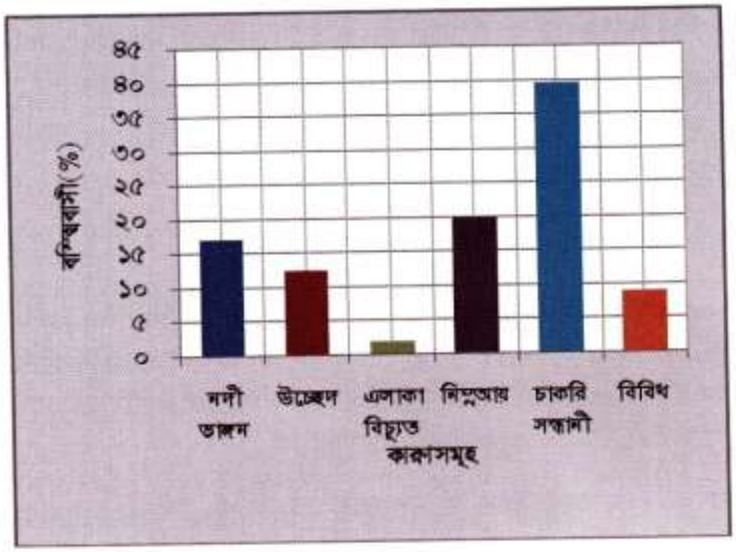

পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিবছর প্রায় ৩ লক্ষ থেকে ৪ লক্ষ অধিবাসী ঢাকা শহরে আগমন করে এবং এদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র। ঢাকা শহরের বস্তি বৃদ্ধির কারণ এবং পর্যালোচনা করলে আরও দেখা যায় যে, বস্তিবাসীর প্রায় ৪০ শতাংশ চাকরি সন্ধানী, ২০ শতাংশ নিম্নআয় এবং প্রায় ১৮ শতাংশ নদী ভাঙ্গনে শিকার হয়ে ঢাকায় এসে উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয় বস্তিতে থাকার স্থান করে নেয় (চিত্র-১)। এসকল বস্তিবাসী ঢাকার অতিনিম্ন মজুরি পেশায় যেমন- পোষাক ও চামড়া শিল্পে, নির্মাণ কার্যক্রম, বর্জ্য পরিস্কার, রিক্সা ও ভ্যান চালক প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত হয়।

চিত্র-১: ঢাকা শহরে বস্তি সৃষ্টির কারণসমূহ

ঢাকা শহরের উল্লেখযোগ্য বস্তিগুলো হলো কড়াইল, মোহম্মদপুর, বেগুনবাড়ি, কাউনিয়া, লালবাগ, হাজারীবাগ, কাফরুল, ইত্যাদি। ঢাকার সর্ববৃহৎ বস্তি কড়াইল। কড়াইল বস্তিটি ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত। ২০১১ সালের জনসংখ্যা ও গৃহগুমারী সমীক্ষা অনুযায়ী, কড়াইল বস্তিতে মোট ৪০ হাজার জনবসতি আছে, এর মধ্যে পুরুষ ২১ হাজার এবং নারী ১৯ হাজার। বেগুনবাড়ি বস্তিটি ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত। এ বস্তিটির মোট জমির পরিমান এক একর। বর্তমানে জমিটি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা ওয়াসার সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে রয়েছে। এ বস্তিতে এক হাজারেরও বেশি জনবসতি আছে।

বস্তিবাসীর উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বস্তিবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব কর্মকান্ডে বস্তিতে বসবাসরত জনগণের জন্য নিরাপদ বাসস্থান, সুচিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ২০০৯ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট বস্তির তিন-চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় ৭২ শতাংশ জনবসতি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বিভিন্ন সেবামূলক সহায়তা ভোগ করে থাকে। নিম্নে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সেবামূলক কার্যক্রম বর্ণনা করা হলো ঃ

নিরাপদ বাসস্থান

বস্তিবাসীর নিরাপদ বাসস্থান প্রদানে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০১১ সালে বস্তিবাসীর নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'দরিদ্র বস্তি ইন্টিগ্রেশন প্রকল্প' এর কার্যক্রম শুরু করে। এ প্রকল্পটি জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে এবং বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো ঢাকা শহরের বিপুল বস্তিবাসী এবং সীমিত আয়ের মানুষের জন্য নিরাপদ বাসস্থান সৃষ্টিসহ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচন করা।

নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসেবা

ঢাকার বস্তিবাসীর জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। 'স্যানিটেশন, হাইজিন, এডুকেশন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই ইন আরবান স্লামস এন্ড ফ্রিনজেস প্রজেক্ট' নামক প্রকল্পটি ইউনিসেফের সহায়তায় ১৯৯৯ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পরিচালনা করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় পাঁচ লক্ষ বস্তিবাসীকে স্বাস্থ্য সচেতনতা করে তোলা হয়। পরবর্তীতে সরকার ২০০৭ সালে পুনরায় ইউনেসেফ এর সহায়তায় 'স্যানিটেশন, হাইজিন, এডুকেশন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই' প্রকল্প দ্বিতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল বস্তিবাসীর জন্য স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরসহ ৩০টি শহরে পানিবাহিত রোগ নির্মূল, ৪,৭০০ এর অধিক ল্যাট্রিন নির্মাণ এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের সুবিধার্থে ৭২০টি পানির পাইপ নির্মাণ করা হয়।

চিত্র-১: ঢাকা শহরে বস্তি সৃষ্টির কারণসমূহ

ঢাকা শহরের উল্লেখযোগ্য বস্তিগুলো হলো কড়াইল, মোহম্মদপুর, বেগুনবাড়ি, কাউনিয়া, লালবাগ, হাজারীবাগ, কাফরুল, ইত্যাদি। ঢাকার সর্ববৃহৎ বস্তি কড়াইল। কড়াইল বস্তিটি ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত। ২০১১ সালের জনসংখ্যা ও গৃহগুমারী সমীক্ষা অনুযায়ী, কড়াইল বস্তিতে মোট ৪০ হাজার জনবসতি আছে, এর মধ্যে পুরুষ ২১ হাজার এবং নারী ১৯ হাজার। বেগুনবাড়ি বস্তিটি ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত। এ বস্তিটির মোট জমির পরিমাণ এক একর। বর্তমানে জমিটি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা ওয়াসার সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে রয়েছে। এ বস্তিতে এক হাজারেরও বেশী জনবসতি আছে।

বস্তিবাসীর উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বস্তিবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব কর্মকান্ডে বস্তিতে বসবাসরত জনগণের জন্য নিরাপদ বাসস্থান, সুচিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ২০০৯ সালের সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট বস্তির তিন-চতুর্থাংশ অর্থাৎ প্রায় ৭২ শতাংশ জনবসতি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার বিভিন্ন সেবামূলক সহায়তা ভোগ করে থাকে। নিম্নে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সেবামূলক কার্যক্রম বর্ণনা করা হলো ঃ

নিরাপদ বাসস্থান

বস্তিবাসীর নিরাপদ বাসস্থান প্রদানে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি ২০১১ সালে বস্তিবাসীর নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'দরিদ্র বস্তি ইন্টিগ্রেশন প্রকল্প' এর কার্যক্রম শুরু করে। এ প্রকল্পটি জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে এবং বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য হলো ঢাকা শহরের বিপুল বস্তিবাসী এবং সীমিত আয়ের মানুষের জন্য নিরাপদ বাসস্থান সৃষ্টিসহ কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচন করা।

নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যসেবা

ঢাকার বস্তিবাসীর জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। 'স্যানিটেশন, হাইজিন, এডুকেশন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই ইন আরবান স্লামস এন্ড ফ্রিনজেস প্রজেক্ট' নামক প্রকল্পটি ইউনিসেফের সহায়তায় ১৯৯৯ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পরিচালনা করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় প্রায় পাঁচ লক্ষ বস্তিবাসীকে স্বাস্থ্য সচেতনতা করে তোলা হয়। পরবর্তীতে সরকার ২০০৭ সালে পুনরায় ইউনেসেফ এর সহায়তায় 'স্যানিটেশন, হাইজিন, এডুকেশন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই' প্রকল্প দ্বিতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন করে। এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল বস্তিবাসীর জন্য স্যানিটেশন এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। এ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরসহ ৩০টি শহরে পানিবাহিত রোগ নির্মূল, ৪,৭০০ এর অধিক ল্যাট্রিন নির্মাণ এবং নিরাপদ পানি সরবরাহের সুবিধার্থে ৭২০টি পানির পাইপ নির্মাণ করা হয়।

শিক্ষা

বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় অতিসম্প্রতি অর্থাৎ ২০১৪ সালে বস্তি এবং নিম্নআয়ের জনগণের শিক্ষাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'রিচিং আউট অফ স্কুল চিল্ড্রেন' পর্যায়-২ প্রকল্প গ্রহণ করে।

চিত্র-২ : ঢাকার বস্তির শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (আইডিএ)-এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত এ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো বস্তির শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা। এ প্রকল্পের আওতায় শিশুদের অধিকার, দায়িত্ব এবং কর্তব্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। বস্তিবাসীদের শিক্ষা কার্যক্রমে ২০১১ সালে 'স্পন্দনবি বাংলাদেশ' নামক বেসরকারি সংস্থা বস্তিবাসীদের শিক্ষাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এর মোট ছয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১০০ এর অধিক শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে। ২০১২ সালে "স্পন্দনবি বাংলাদেশ" ঢাকার মোহম্মদপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এছাড়া অন্যান্য কতিপয় বেসরকারি সংস্থা বস্তির শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে (চিত্র-২)।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সরকারের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে মূলত অতিদরিদ্র ও দরিদ্র জনগণের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ বস্তিবাসীর কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বস্তিনারীদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারী সংস্থাসমূহ সেলাই, হস্তশিল্প, মোমবাতি তৈরি, মুড়ি ভাজা, মোয়া ও কাগজের ঠোঙ্গা তৈরি, ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। বিশেষ করে 'সোসাইটি ফর ইলিমিনিশন অব পোভারটি', 'দেশ ফাউন্ডেশন', 'পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র', 'কনসার্নড ওমেন ফর ফ্যামিলি প্ল্যানিং' ও 'ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন' ইত্যাদি বেসরকারি সংস্থাসমূহ ঢাকা শহরের বস্তিবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বস্তিবাসীদের শিক্ষা, চিকিৎসা, ঋণ প্রদান ইত্যাদিতেও সহায়তা প্রদান করে আসছে (চিত্র-৩)।

চিত্র-৩ ঃ বস্তিনারীদের হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ

বস্তিবাসীর উন্নয়নে সরকারের অঙ্গীকার ও বাস্তবায়ন

বাংলাদেশ সরকার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goal)-এর আওতায় ২০২০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ১০০ মিলিয়ন বস্তিবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সরকারের ২০১০-২০২১ সাল মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক কল্যাণের উপর বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। সরকারের পঞ্চবার্ষিকী (২০১১-২০১৫) পরিকল্পনার একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো দেশের নিম্নআয়ের এবং সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন করা। ঢাকা ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান সীমিত আয়ের এবং দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত জনগণের কল্যাণের উপর সম্যক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া বিভাগীয় শহরসমূহ যেমন- সিলেট, খুলনা, বরিশাল বিভাগীয় শহরে মাস্টার প্ল্যানে বস্তিবাসীর উন্নয়নের জন্য পৃথকভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের জন্য কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, বস্তিবাসীর উন্নয়ন কার্যক্রম সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ধারার একটি অংশ হিসেবে স্থান পেয়েছে, যেমন ইতোপূর্বে স্থান পেয়েছিল সরকারের নারী শিক্ষা কার্যক্রম ও জেন্ডার ধারণা বাস্তবায়ন। বর্তমানে নারী শিক্ষা ও জেন্ডার ধারণা বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অনেক অগ্রগতি লাভ করেছে। অনুরূপভাবে বস্তিবাসীর উন্নয়নে এখন প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাস্তবসম্মত, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক নির্দেশক নির্ধারণপূর্বক বাস্তবায়ন কৌশল প্রণয়ন করা। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা এবং সমাজসেবকদের মধ্যে এ কার্যক্রমের যথার্থ সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন। এলক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সরকারের একটি সমন্বিত কৌশল ও নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক।

বস্তিবাসীর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ

ঢাকার বস্তিবাসীর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য। স্বল্পসময়ে উন্নত প্রযুক্তি যেমন ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থাপনা (Geographic Information Services), দূর অনুধাবন (Remote Sensing) এবং তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ইত্যাদি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। এ সকল প্রযুক্তি ব্যবহারে বাংলাদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে সক্ষমতা অর্জন করেছে যেমন সিইজিআইএস (Center for Environmental and Geographic Information Services), রাজউক (RAJUK), ঢাকা ওয়াসা (DWASA) ইত্যাদি। এসকল প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত উদ্যোগে ঢাকা শহরের বস্তিবাসীর ম্যাপিংসহ অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের কৌশলগত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। এটি হবে একটি প্রযুক্তিনির্ভর, তথ্যভিত্তিক ও বাস্তবসম্মত কৌশলগত বাস্তবায়ন পরিকল্পনা যা সরকারি সংস্থা, দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি সংস্থাসমূহের যৌথ সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

চিত্র-৪ঃ QuickBird Satellite Image (প্রণয়নে সিইজিআইএস)

ইতোপূর্বে সিইজিআইএস ঢাকা শহরের বস্তির কিছু ভৌগোলিক মানচিত্র প্রণয়ন পরিকল্পনায় স্যাটেলাইট ইমেজ, জিআইএস এবং রিমোট সেনসিং প্রযুক্তির ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করে (চিত্র-৪)। এ উদ্যোগের আওতায় IKONOS, QuickBird প্রভৃতি প্রযুক্তির ব্যবহারের দ্বারা বিগত কয়েক বছরের বস্তির তথ্য পর্যবেক্ষণ করে এসব ম্যাপিং তৈরি করেছে (চিত্র-৪)। সিইজিআইএস এবং অন্যান্য সংস্থার এসকল তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ঢাকা শহরের বস্তিবাসীর জন্য একটি যুগোপযোগী বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব।

উপসংহার

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিনত করতে হলে ঢাকা শহরের বস্তিবাসীদের উন্নয়নে বিশেষ নজর দেওয়া আবশ্যক। সরকারের অন্যান্য উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অনুরূপ বস্তিবাসীদের উন্নয়নে ২০১৫ এবং ২০২১ সালের মধ্যে এর উন্নয়নের নির্দেশক কি হবে তা নির্ধারন, প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে অর্থ সংস্থান পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক। সময়ভিত্তিক এ বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

১. বস্তিবাসীর উন্নয়নে সরকারের জাতীয় পর্যায়ে একটি সমন্বিত কৌশল ও নীতিমালা প্রণয়ন করা আবশ্যক;

২. বস্তিবাসীর উন্নয়নে সরকারের পৃথক বাজেটের ব্যবস্থা রাখা। উক্ত বাজেটে বস্তিবাসীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ও বাসস্থানের বাজেট পৃথকভাবে বরাদ্দ করা এবং বাস্তবায়নের কার্য সম্পাদন নির্দেশক প্রণয়ন করা;

৩. আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতামূলক পদক্ষেপের পাশাপাশি বস্তিবাসীদের কর্মসক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা;

৪. ঢাকা শহরের বিক্ষিপ্তভাবে থাকা বস্তি এলাকাগুলোকে মাস্টার প্ল্যান এর অন্তর্ভূক্ত করে বস্তি এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতসহ সরকারী সকল সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;

৫. উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে কারিগরি ও পেশাগত জ্ঞানের প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জনে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান।

স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যভিত্তিক কার্য সম্পাদন নির্দেশক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে ঢাকা শহরের বস্তিবাসীদের সার্বিক উন্নয়নে সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে ঢাকা ও অন্যান্য শহরের বস্তির উন্নয়ন করে বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস), ঢাকা, বাংলাদেশ।

তথ্যপুঞ্জি ঃ

১. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, জনসংখ্যা ও গৃহগুমারী, ১৯৮৮, ১৯৯১, ২০০১, ২০১১, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা;

২. বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০ - ২০২১ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১১ - ২০১৫, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা;

৩. বাংলাদেশ সরকারের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) এবং অর্জন প্রতিবেদন-২০১২, জুন, ২০১৩;

৪. ডিটেইলড এরিয়া প্লান (ড্যাপ), জুন, ২০১০; ঢাকা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান (ডিএমডিপি), ১৯৯৫ - ২০১৫, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা;

৫. হোসেন মোঃ আলমগীর, ২০১১, "ডেমোগ্রাফি অফ কড়াইল স্লাম ইন ঢাকা এনালাইসেস অফ পপুলেশন এন্ড হাউজিং সেনসাস্ ২০১১", বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা;

৬. সেন্টার ফর আরবান স্টাডিজ, ২০০৫, ঢাকা এবং বিডিনিউজ ২৪.কম. ২০১৩, ঢাকা;

৭. ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ভলিউম নং ২০, নং ১৫৭, ২০১৩, ঢাকা;

৮. বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিকস প্রোফাইল ২০১৪, http://www.indexmundi.com, ঢাকা;

৯. ডেমোক্রেসি ওয়াচ, রিসার্চ এন্ড সোসাল সার্ভিস ইউনিট, ২০১৩, ঢাকা;

১০. ঢাকা : আরবান স্টাডিজ; আরবান স্টাডিজ ২০০৬ সেন্টার, শহুরে বাংলাদেশ বস্তি : ম্যাপিং এবং আদমশুমারি, ২০০৫; পিপি. ১-৫৪;

১১. মোঃ নুরুল্লাহ, গভার্ণমেন্ট প্ল্যান ফর আরবান ডেভেলপমেন্ট এন্ড দি নিডস্ অফ দি আরবান পুওর, এলজিইডি, ঢাকা এর উপস্থাপনা প্রতিবেদন; এবং

১২. সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস), ঢাকা এর রিমোট সেনসিং বিভাগের ডাটাবেজ এবং ইমেজ।

INTERNAL MIGRATION AND SLUM DEVELOPMENT IN BANGLADESH

MD. JUBAER RASHID[1]

Key Words: Migration, Internal migration, Rural-Urban Migration, Slum development.

INTRODUCTION

Internal migration has become both a major policy concern and a subject of a heated public debate in Bangladesh. A study of internal migration in Bangladesh (Afsar, 2003) based on the analysis of data sets generated by the United Nations, the International Labour Organization (ILO) and the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), showed that all types of migration had increased significantly. Rural-urban migration was found to account for nearly two-thirds of outmigration from rural areas. The share of rural-to-rural migration was 10 percent compared with 24 percent for overseas migration.The latest estimates by the coalition for the urban poor of migration into the capital of Dhaka indicate a 6.3 percent annual increase in migration.

In Bangladesh, Dhaka is the most common destination rather than other districts because it offers greater work opportunities. Most people look for work in the garment factories, rickshaw transport and the domestic sector. Rapid urbanization is creating these kinds of jobs that exert a stronger attraction than traditional push factors such as frequent natural disasters and poverty and destitution. The garment factory currently employs around 1.8 million people (80-90 percent of whom are women) in more than 3,500 small and medium sized factories spread around "Export Processing Zones (EPZ)" and urban areas of Dhaka, Narayanganj, Chittagong and Khulna(IOM, 2005).As rural people are generally poorer than urban people, many of them cannot afford the living expenses of urban residential areas. In that case they have to live in slums. Actually most of the slums are composed of internal (rural-urban) migrants from various regions of this country. Therefore, stating the relationship between internal migration and slum development is very important. In this paper,thereidentified the factors which are effecting for slum development, origin of slum dwellers, pattern of slum settlements and their living condition.

FACTORS ARE EFFECTING FOR SLUM DEVELOPMENT

Many factors driving this internal migration are common to both permanent and circular movement, including regional inequality, underemployment in rural areas and the growth of labor intensive industries. In addition, circulation has also been attributed toa lack of security in destination areas which prevents people from settling down.In Bangladesh, usually it is claimed that a large number of poor people come to the divisional cities and adjacent areas for livelihood

1 Planner Md. Jubaer Rashid, MBIP-1000;
e-mail: rashid_jubaer@yahoo.com
Currently working as Assistant GIS Specialist, Bangladesh Rural Electrification Board, Dhaka, Bangladesh.

many other purposes e.g. economic benefits, demographic benefit, improved access to development etc., which are highly contributing slum development. Figure 1 shows the trends of internal migration rate in Bangladesh, and figure 2shows the reasons for migrating to the divisional cities and slum development in Bangladesh (Slum Census, 1997[2]).

Figure 1: Trends of Internal Migration Rate

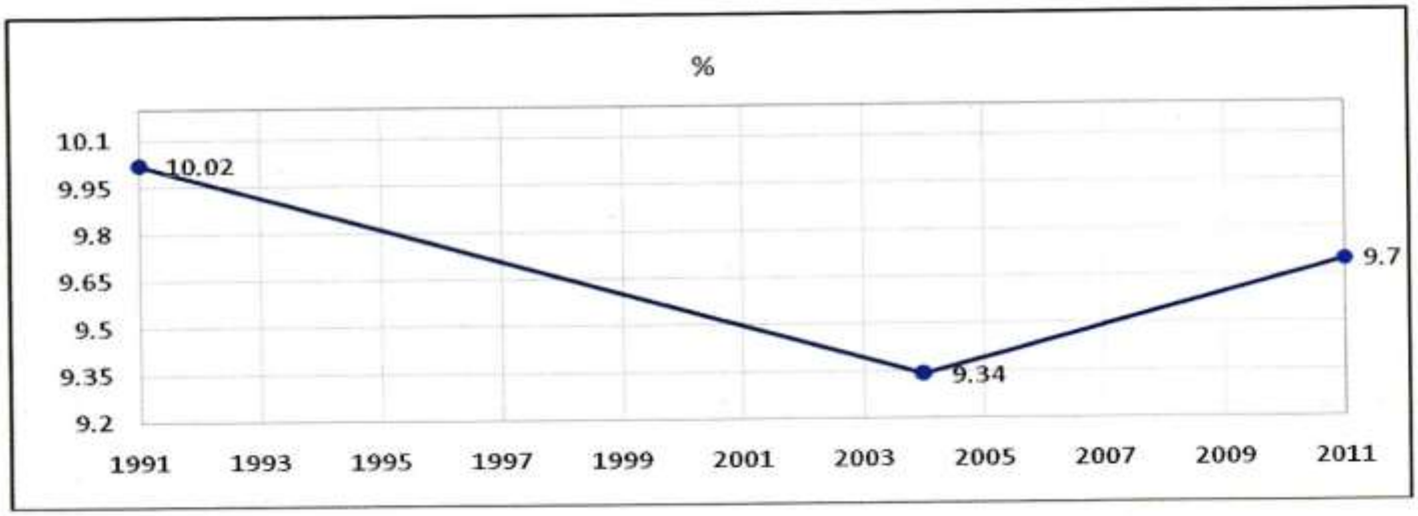

Source:Socio-economic and Demographic Report, 2012, National Series, V-4

The rate of internal migration in 2011 is 9.7, which indicates that among 100 population 9.7 people migrate internally from one place to another. This rate was 10.02 in 1991, and in 2004 it was 9.34. Which nearly 0.36 less than 2011 and 0.68 less than that 1991. In case of slum development, most migrants are for river erosion, uprooted, driven out, abandoned, meager income, lack of security and employment opportunities.

Figure 2: Reasons for Coming to Slum3

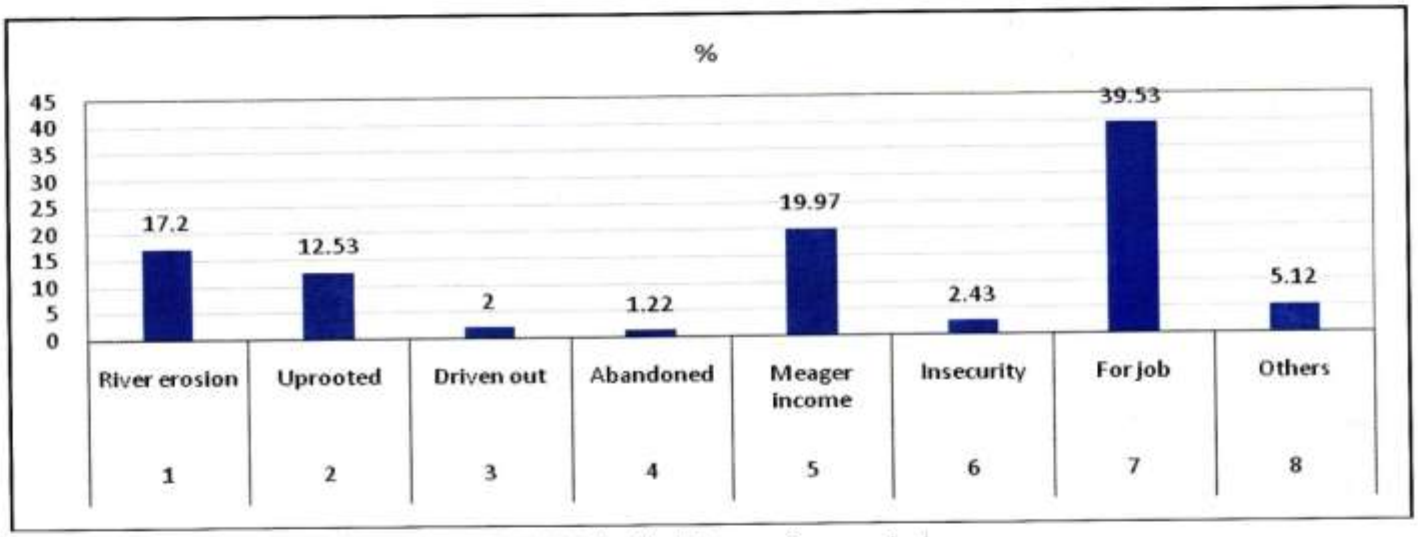

Source:http://economicsbd.wordpress.com/2011/03/06/a-brief-history-of-economics/
https://sites.google.com/site/bdguiber/home/6-english/bangladesh/emerging-bangladesh/-urbanization-in-bangladesh

2 In Slum Census 1997, firstly there was tried to find out the key reasons of migration to slum area.
3 Percentage (%) of total households of 334,431 nos.

ORIGIN OF SLUM DWELLERS

One of the few quantitative sources, the Centre for Urban Studies (CUS) 2005 census of low income settlements finds that a large proportion of slum residents in the city corporation[4] towns had migrated from other districts or their rural hinterlands. From figure 3, the proportion of migrants within slums areas varies but is generally high; ranging from 53 percent in Dhaka (column 1) to 70 percent in Khulna and Rajshahi (columns 4 and 5). Long distances are a major proportion in Dhaka but are rare elsewhere. Coastal belt districts (an area plagued by cyclone and sea flooding) figure highly, particularly in Dhaka and in Khulna and Barisal (columns 1, 5 and 6).

Figure 3: Major Districts of Origin of Slum Dwellers by City Corporation

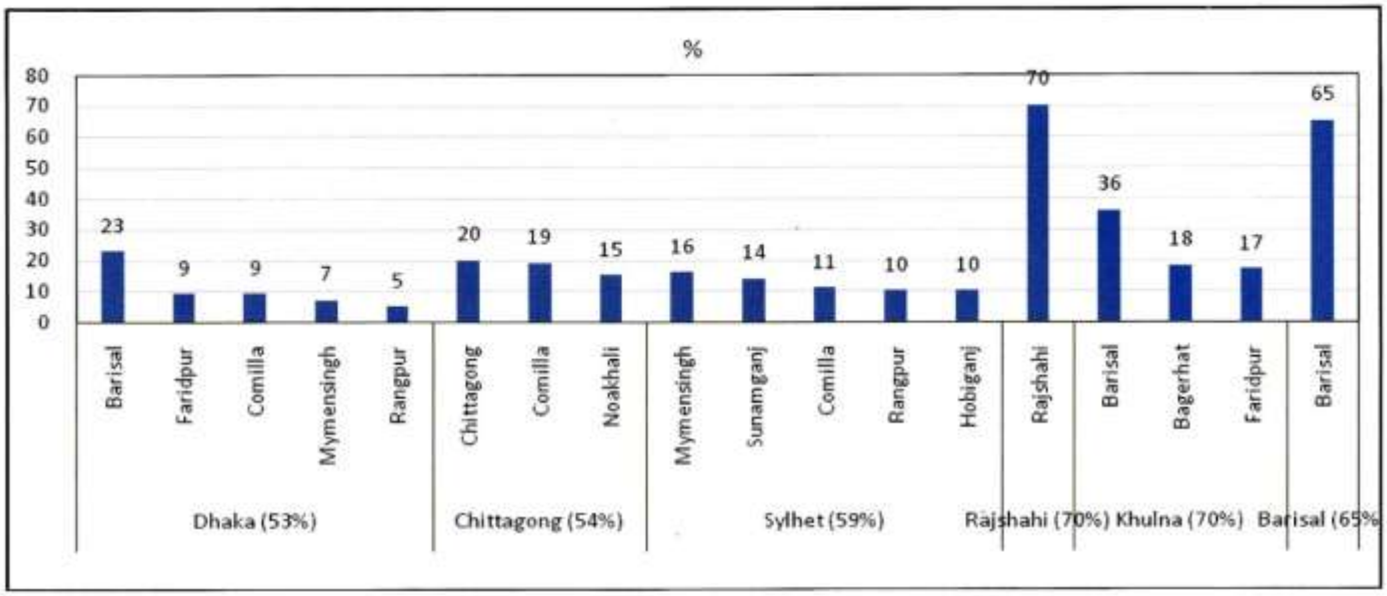

Source:Centre for Urban Studies (CUS), 2005

Out of division migrants are from Barisal, Faridpur, Comilla, Rangpur to Dhaka, Noakhali to Chittangong, and Mymensingh, Comilla, Rangpur to Sylhet. Coastal belt migrants are from Barisal, Faridpur to Dhaka, Barisal, Bagerhat, Faridpur to Dhaka, and Barisal. And Northern environmentally challenged are from Rangpur to Dhaka, andRangpur to Sylhet.

Bangladesh has a long established seasonal pattern of temporary rural worker movement, associated with the annual cycle of rainy and dry periods. This affects two regions in particular – the Mongaprone districts in the northwest which suffer prolonged and severe drought during the winter, and the north-eastern Haor-affectedareas, which face flooding and waterlogging during the monsoon. Within the areas, which are dominated by subsistence agriculture, workers have always moved to secure their livelihoods, albeit temporarily. This was initially to neighboring agricultural localities, but in the last twenty years this cycle has expanded to include working within the core urban centers.

4 Six City Corporation's data has been presented here due to unavailability of recent census data. Although third Slum Census 2014 and the data collection had started on April 25 this year and finished on May 2, probablythe full report of the census is expected to be published in December 2014.

PATTERN OF SLUM SETTLEMENTS

In Bangladesh, the average population density in slums was 831 persons per acre or 205,415 people per square kilometer (CUS,2005). This density figure is extraordinary, given that almost all residential structures in slum areas were single storied. Density varied from 272 persons per acre in Rajshahi to 1,032 in Chittagong. Dhaka had the second highest density at 891 persons per acre.

Figure 4: District Slums by Population Size

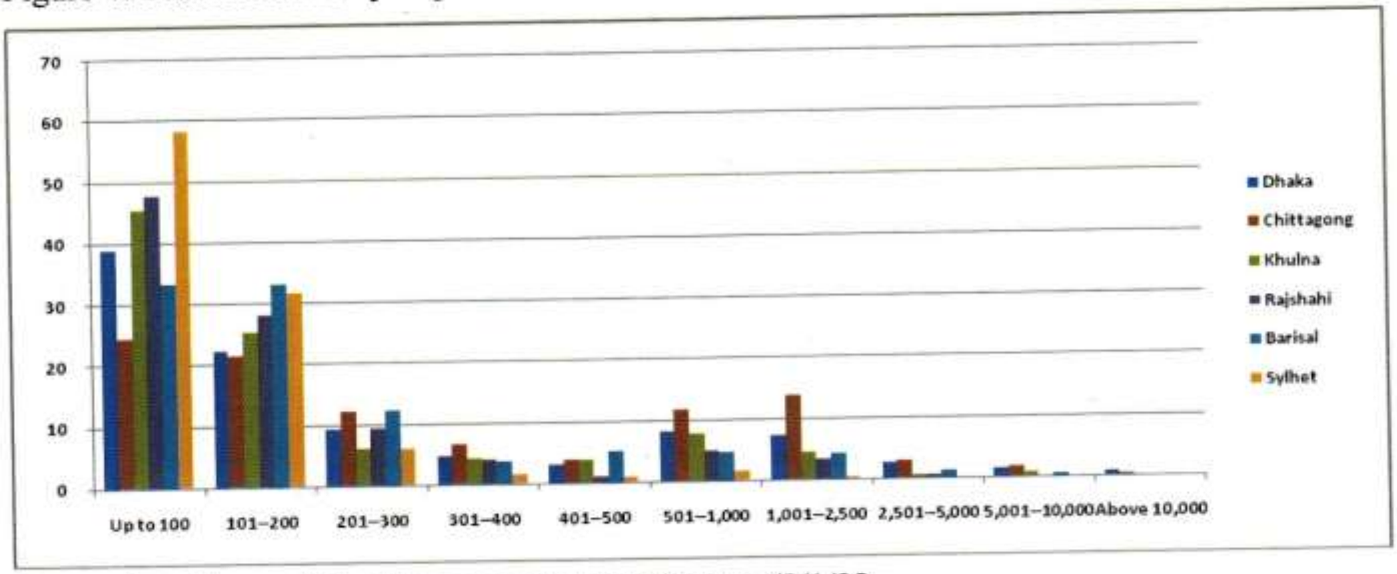

Source: http://www.ij-healthgeographics.com/content/8/1/32

The majority of slum houses (56 percent) in the six cities were of very poor quality, while another 42.4 percent were semi-pucca type. A very small proportion (1.1 percent) was dilapidated older buildings, while only 0.5 percent was good quality homes. The physical quality of slum settlements was generally better in Dhaka and very poor in Khulna and Barisal. However, the fact that slums in Dhaka and some of the other cities showed a relatively high prevalence of semi-pucca structures does not automatically allow one to conclude that the overall housing situation there was good since such houses normally had very high room crowding and very low per capita floor space.

Almost three-fourths (73.9 percent) of slum households rented their residence, a figure which varied from 17.7 percent in Rajshahi to 96.3 percent in Sylhet. In Rajshahi, a high proportion of slum households (58.9 percent) were owner occupied. A significant proportion of households (around 25 percent) in Barisal, Khulna and Rajshahi did not pay any rent. Most slum clusters (88.6 percent) were established on privately owned land. Only 9.3 percent were on public land. A small number (only 195 of the 9,048, or 2.2 percent) were built on land owned by various other organizations (The Daily Star, 2009[5]).

SLUM DWELLERS: THEIR LIVING CONDITION

Migrants face concern lack of low cost housing, physical insecurity, skewed distribution of the delivery of basic services and subsequent health problems. More than half (53 percent) of poor migrants live in private slums and 44 percent squat on public land with about 14 square meters space for a family of average five members or 2.7 square meters per capita space,which increases almost six times for a non-slum resident. Although poor migrants eventually improve their living spaces, e.g. replacing thatched roofs with corrugated iron sheets for better protection from cold and rain, living in such conditions give rise to many health problems, particularly given the combination of mud floors, flimsy walls, heat and humidity and torrential monsoon rains (Afsar, 1999). Worse still are the health and environmental risks associated with poor access to water and sanitation services, which determine health and environmental safety. Nearly three-quarters of slum dwellers depend largely on outside water taps, which are shared by 5-6 families. To fetch water for drinking and cooking, a female slum resident must travel an average distance of 69 m daily, adding to her workload and affecting her health and productivity. Nearly 90 percent of the slum dwellers use hanging and other types of non-sanitary toilets in Dhaka city, whereas 90 percent of non-slum residents have modern toilets and 25 percent of households in small and medium towns have septic tanks.

Morbidity rate is estimated at 52 percent for slum dwellers and 42 percent for a female worker in a garment factory (Afsar, 1999). Around one-fifth of female garment factory workers also suffer from sexually transmitted diseases (Afsar, 2001) (Paul-Majumder, 1998). Women are the major victims of deteriorating law and order and the resulting human rights violations. Lack of safe, affordable transportation, in expensive one-stop treatment and medical facilities increases women's vulnerability.

Institutions providing childcare, health care and boarding facilities at affordable prices are rare even in the capital city, and much less so in other cities and towns. Policy makers and planners need to address the dearth of affordable services and to strengthen institutions that will support their emergence and maintenance. The problems of accommodation, sickness and disease, robbery and physical harassment loom large for seasonal migrants at destination (Hossain et. al., 2003). Worse still is the constant threat of eviction. Squatter settlements are formed with the help of muscle power, strong social networks built on kinship ties and district based affinities and with the patronage of political leaders. Government authorities and vested interests have made several attempts to evict squatters from most of the large settlements in Dhaka. Eviction creates serious job displacement problems, particularly for women, and increases their insecurity.

CONCLUSION

Though the links between migration and development are widely recognized, the emphasis is changing. Traditionally, much of the focus was directed on the negative effects of migration on development. Migration was habitually viewed as the result of poverty and lack of development, or as a factor contributing to poverty in urban or rural areas. Internal migration, therefore, was sometimes considered as an obstacle to development that had to be restricted and controlled (Dang, 2003).But internal migration can also have a positive impact on development and poverty reduction. Internal migration can be a crucial livelihood strategy for many poor people, and an important contributor to national economic growth (DFID, 2003).

Internal migration has the potential to contribute to development in a number of ways. By supplementing their earnings through off farm labor in urban areas, rural households diversify their sources of income and accumulate more collective capital. In the short term migration may result in the loss of local financial and human capital, but it can also be beneficial and contribute to the long term development of rural areas.

To do so, for slum development in Bangladeshthere have to be incorporated the physical, social, economic, organizational and environmental issues. Therefore, some regular works should be taken in slum areas by appropriate concern organizations are given bellow:

- Mapping and identification for regularizing security;
- Assessing and mitigation of natural hazards;
- Improvement of basic services e.g. water supply, sanitation, waste management,electricity etc.;
- Improvement of health facilities, and access to health care and education.
- Enhancement of income-earning opportunities through training and micro-credit;
- Addressing community issues such as crime and substance abuseand promote proper legislation for controlling crime as well as social support programs.

REFERENCES

1. Afsar, R., (2003), "Internal Migration and the Development Nexus: the Case of Bangladesh", Institute of Development Studies, Dhaka, Bangladesh.
2. Angeles, G. et. al., (2009), "The 2005 census and mapping of slums in Bangladesh: design, select results and application", International Journal of Health Geographics 2009, 8:32. http://www.ij-healthgeographics.com/content/8/1/32
3. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), "Population and Housing Census", 1991, 2001, 2011
4. Briefing Paper, (2006), "International migration, poverty and development in Asia", World Bank.
5. Centre for Urban Studies (CUS), (2005), "Slums of Urban Bangladesh, Mapping and Census".
6. Deshingkar, P. and Grimm, S., (2005), "Internal Migration and Development: A Global Perspective", IOM, Switzerland.
7. Ishtiaque, A. and Mahmud, M. S., (2011) "Migration objectives and their fulfillment: A micro study of the rural-urban migrants of the slum of Dhaka city", Malaysia Journal of Society and Space 7 issue 4 (24 - 29).
8. Marshall, R. and Rahman, S., (2013), "Internal Migration in Bangladesh: Character, Drivers and Policy Issues", UNDP, Bangladesh.
9. Narayan et. al., (2007), "Trends and Patterns of Poverty in Bangladesh in Recent Years", A Background Paper for Bangladesh Poverty Assessment, South Asia Region, World Bank.
10. http://archive.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=93293
11. http://economicsbd.wordpress.com/2011/03/06/a-brief-history-of-economics/
12. https://sites.google.com/site/bdguiber/home/6-english/bangladesh/emerging-bangladesh/-urbanization-in-bangladesh

দরিদ্র নারী ও নগরীয় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত: প্রসঙ্গ বিশ্ববসতি দিবস ২০১৪

জাকিয়া সুলতানা
স্নাতকোত্তর গবেষক
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
E-mail: zakia.jnu@gmail.com

সৈয়দা ইসরাত নাজিয়া
সহকারী অধ্যাপক
ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
E-mail:ishratnajia_21@yahoo.com

ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী নগরায়নের ক্রমবর্ধমান ধারা একদিকে যেমন উন্নয়নের অগ্রযাত্রার ইঙ্গিত বহন করছে অন্যদিকে যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলির নগরসমূহ মানুষের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান হিসাবে গড়ে উঠছে না। উন্নত দেশসমূহ যেখানে নগরায়ণকে উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিবেচনা করছে সেখানে উন্নয়নশীল দেশসমূহে নগরায়নের ভালো দিকগুলো উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসাবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে বহুবিধ বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছে। বাংলাদেশেও নগরায়নের আর্থনীতিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা উন্নয়ন সহায়ক না হয়ে দীর্ঘ মেয়াদে অবনতিরই ইঙ্গিত দিচ্ছে, নানারকম বৈষম্য বিশেষত শ্রেণিভিত্তিক, বিত্তভিত্তিক প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। সীমিত ভূমি সম্পদের অপরিকল্পিত, অসম ব্যবহার দরিদ্র মানুষকে ক্রমশই আরো প্রান্তিক অবস্থানে ঠেলে দিচ্ছে।

জাতিসংঘ মানব বসত সংক্রান্ত সংস্থা UN Habitat এই বৎসরের (২০১৪) বিশ্ববসতি দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে Voices from Slum । বিকাশের সূচনালগ্ন থেকেই নগর মানুষের জীবনে আশা জাগিয়ে আসছে, উন্নয়নের ছোঁয়া লাগিয়েছে, নব নব আবিষ্কারের সূতিকাগার হিসাবে কাজ করছে এবং মানব সভ্যতার বিকাশ ও ধারক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। নগর একটি দেশের অর্থনৈতিক শক্তি ও সমৃদ্ধির সোপান এবং একইসাথে সমাজ ও মূল্যবোধের প্রতিচ্ছবি। উৎপাদন ও সেবা নগর অর্থনীতির মূল চাবিকাঠি। এজন্যই নগর মানুষকে আকর্ষণ করে, সমৃদ্ধির পথে টেনে আনে। ২০৫০ সাল নাগাদ বিশ্বের মোট নগরায়িত জনসংখ্যার অধিকাংশের বসবাস হবে উন্নয়নশীল দেশের নগরসমূহে কিন্তু এই বিশাল জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল হিসাবে উন্নয়নশীল বিশ্বের নগরসমূহ মানুষের আবাস, সেবা ও কর্মক্ষেত্র হিসাবে তৈরি হয়ে উঠেনি। নগর এলাকায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান ও সুশাসনের অপর্যাপ্ততা লক্ষ করা যায়। সমগ্র বিশ্বের নগরায়ণ মাপকাঠীতে বাংলাদেশের অবস্থান এখনো অনেক নিচে। এদেশের এক তৃতীয়াংশের কম লোক নগরবাসী। তবে নগরে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের আগমন ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত। গ্রাম থেকে আসা দরিদ্র এসকল মানুষ বস্তিকেই তার আবাস হিসাবে বেঁছে নেয়, নিযুক্ত হয় নানা রকম অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডে। বর্তমানে নগর জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বাস করে নিম্নবিত্ত ও বস্তি এলাকায়। নগরের অর্থনীতিতে এদের যথেষ্ট অবদান থাকা সত্ত্বেও নগরে তাদের মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এরকম প্রেক্ষাপটে বর্তমান প্রবন্ধটিতে ঢাকা সিটি করপোরেশন উত্তর ও দক্ষিণ এলাকায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত দরিদ্র নারীদের জীবন ও জীবিকা সংক্রান্ত মৌলিক বিষয়সমূহকে আলোকপাত করা হয়েছে। এটি মূলত ঢাকা সিটি করপোরেশন (উত্তর ও দক্ষিণ) এলাকার নগরীয় দরিদ্র্য জনগোষ্ঠী হিসেবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীদের বাস্তবতা তুলে ধরার একটি সংক্ষিপ্ত প্রয়াস মাত্র। কারণ আমরা মনে করি নগরীয় দারিদ্র্য দূরীকরণে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীদের চাহিদা ও প্রয়োজনকে উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেজন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথাযথ তথ্য ও উপাত্তের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিকাশ মূলত সংকুচিত গ্রামীণ অর্থনীতির ফল, এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক খাতে পর্যা কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকা ও দুর্বল নগরীয় অর্থনৈতিক ভিত্তি এবং অসংগঠিত অর্থনীতিক কর্মকান্ড নগরসমূহে অপ্রাতিষ্ঠানিক পেশার জন্ম ও প্রসারকে উৎসাহিত করে (সুলতানা, ২০১৩)। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত নগরের দরিদ্র, ভূমিহীন, বিপদগ্রস্ত, সামাজিকভাবে অসুস্থ, অভিগমনকারী প্রভৃতি শ্রেণির লোকদের অধিকহারে কর্মসংস্থান করে যা প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সম্ভব না

(সফিউল্যাহ্, ২০০২)। বাংলাদেশে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত মোট জনসংখ্যা ৪৭.৩ মিলিয়ন অর্থাৎ নগরীয় শ্রমশক্তির প্রায় ৭৫ শতাংশই অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডে- নিয়োজিত (BBS, 2011)। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের মধ্যে নারী একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে (সুলতানা, ২০১৩)। যার মোট সংখ্যা ১৪.৯ মিলিয়ন, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে রয়েছে মাত্র ১.৩ মিলিয়ন (BBS, 2011)। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত শুধু কর্মসংস্থান করে না, আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যেহেতু এ সেক্টরের কর্মকান্ড- ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তাই এটি নগরীয় দারিদ্র বিমোচনেও সাহায্য করে থাকে। নগরীয় অর্থনীতিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, কারণ নগরীয় অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান যথেষ্ট (সফিউল্যাহ্, ২০০২)। নগরীয় অর্থনৈতিক চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় শহরভিত্তিক শ্রমজীবী মানুষের প্রায় ৫০ শতাংশের বেশি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত এবং কর্মক্ষম নারীদের চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় এই খাতে নারীর অংশগ্রহণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে (সুলতানা, ২০১৩)। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে পরিচালিত শ্রমশক্তি জরিপে ৭.৯ মিলিয়ন নারী অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত ছিল, ২০০৫-২০০৬ অর্থবছরে তা বেড়ে ৯.৭ মিলিয়ন হয় এবং সর্বশেষ ২০১০ সালে পরিচালিত শ্রমশক্তি জরিপে এই হার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ১৪.৯ মিলিয়ন নারী অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত আছে (বিবিএস, ২০১০) (সারণি-১)। নগরীয় দরিদ্র নারীগণ কর্মসংস্থান বিবেচনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। প্রাথমিক কারণ হিসেবে দেখা যায় এই খাতে প্রবেশ সহজসাধ্য (সুলতানা, ২০১৩)। তাই বাংলাদেশের নগর দরিদ্র নারীদের বাস্তবতার চিত্র অনুধাবনের জন্য নগরীয় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীদের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার চিত্র পর্যালোচনা করা অতি সময়োপযোগী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সারণি-১: কর্মসংস্থানের খাত ভিত্তিক ১৫ বছরের উর্ধ্বে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণের হার

খাতসমূহ		মিলিয়ন		
		২০০২-০৩	২০০৫-০৬	২০১০
প্রাতিষ্ঠানিক	মোট	৯.২	১০.২	৬.৮
	নারী	২.০	১.৬	১.৩
অপ্রাতিষ্ঠানিক	মোট	৩৫.১	৩৭.২	৪৮.৩
	নারী	৭.৯	৯.৭	১৪.৯

উৎস: বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১০

সমীক্ষা এলাকার বিবরণ

বর্তমান নিবন্ধটিতে ঢাকা জেলার অন্তর্গত সমীক্ষা এলাকাটি হচ্ছে ঢাকা সিটি করপোরেশন (উত্তর ও দক্ষিণ) এর ৯২টি ওয়ার্ড। ঢাকা সিটি করপোরেশনের (উত্তর ও দক্ষিণ) নগরীয় দরিদ্রদের স্বরূপ তুলে ধরার প্রেক্ষিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীদের বাস্তবতার সংক্ষিপ্ত ধারণা প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। সমীক্ষা এলাকা হিসেবে প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে সড়কভিত্তিক ও আংশিক গৃহভিত্তিক বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মূল্যায়ন করা হয়েছে। সমগ্র দেশের দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠী জীবনকে নতুন করে শুরু করার প্রচেষ্টায় ঢাকা শহরে এসে ঠাঁই নেয় এবং নগর দরিদ্র হিসেবে যাদের নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে।

সারণি-২: নগর দরিদ্র হিসেবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীদের পেশার ধরন ও শিক্ষা ব্যবস্থা

পেশার ধরন			শিক্ষা		
পেশা সমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা (জন)	শতকরা (%)	শিক্ষার স্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা (জন)	শতকরা (%)
হাট ও ঘাট শ্রমিক	৩৩	৮.৫	নিরক্ষর	১২৪	৩১.৯
গৃহ-ভিত্তিক কর্মী	৫২	১৩.৪	সাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন	৭৩	১৮.৮
নির্মাণ শ্রমিক	৬৪	১৬.৫	১ম-৫ম শ্রেণি	৫২	১৩.৪

দর্জি শ্রমিক	৩৯	১০.০	৬ষ্ট-৮ম শ্রেণি	৫৫	১৪.১
দোকান কর্মচারী	৪৬	১১.৮	৯ম-১০ম শ্রেণি	২৪	৬.২
কুটির শিল্প/বস্নক-বুটিকস	২৬	৬.৭	মাধ্যমিক	৩০	৭.৭
হকার ও ফেরিওয়ালা	২১	৫.৪	উচ্চ মাধ্যমিক	২৮	৭.২
স্বাস্থ্য সেবা (প্রেসার ও ওজন পরিমাপ) ও নিরাপত্তা কর্মী	৫১	১৩.১	স্নাতক/স্নাতকোত্তর	৩	০.৮
বিউটি পার্লার কর্মী (সীমিত পরিসরে সৌন্দর্য চর্চা)	৩৬	৯.৩			
সুইপার বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২১	৫.৪			
মোট	৩৮৯	১০০		৩৮৯	১০০

উৎস: প্রশ্নমালা জরিপ, ২০১৩

গবেষণাটিতে নগর দরিদ্র হিসেবে ১০টি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীদের চিত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় এসকল নারীদের অধিকাংশই নির্মাণ ও গৃহভিত্তিক কর্মের সাথে জড়িত। নগরের এসকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের ৩২ শতাংশই (প্রায়) শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত (সারণি-২)।

চিত্র-১: চুড়ি-ফিতা বিক্রিরত হকার নারী শ্রমিক।

চিত্র-২: ইট ভাঙ্গার কাজে নির্মাণ শ্রমিক।

সারণি-৩: নগর দরিদ্র হিসেবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীদের মাসিক আয় ও ব্যয়

পরিমাণ (টাকা)	মাসিক আয়		মাসিক ব্যয়	
	উত্তরদাতার সংখ্যা (জন)	শতকরা (%)	উত্তরদাতার সংখ্যা (জন)	শতকরা (%)
০-৩০০০	১১১	২৮.৫	১৪৪	৩৭.০
৩০০১-৬০০০	১৬৩	৪১.৯	১৭৮	৪৫.৮
৬০০১-৯০০০	৭৮	২০.১	৫২	১৩.৪
৯০০১-১২০০০	৩৪	৮.৭	১২	৩.১
১২০০১ এর উর্ধ্বে	৩	০.৮	৩	০.৮
মোট	৩৮৯	১০০	৩৮৯	১০০

উৎস: প্রশ্নমালা জরিপ, ২০১৩

গবেষণাকৃত নগর দরিদ্র নারীদের প্রায় ৭০ শতাংশই দরিদ্র ও হতদরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত (সারণি-৩)। আয়ের সাথে সংগতি রেখে এরা বসবাসের স্থান হিসেবে সর্ব প্রথম বস্তিকেই বেছে নেয় (সারণি-৪)। সাম্প্রতিক কালে নগর গবেষণা কেন্দ্রের এক গবেষণায় দেখা গেছে শহরে বস্তির সংখ্যা ও বস্তিবাসী জনসংখ্যা দুটোই দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই বস্তিতে বসবাস করার কারণে বস্তিকে স্বভাবতই মনে করা হয় নগরের দরিদ্রদের বাসস্থান (ইসলাম, মাহবুব ও নাজেম, ২০০৬)। বস্তিবাসী অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের দরিদ্র এসকল নারীদের শতকরা প্রায় ৬০ শতাংশই এক কক্ষ বিশিষ্ট গৃহে বসবাস করে (সারণি-৪)।

সারণি-৪: নগর দরিদ্র হিসেবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীদের বাসস্থানের ধরন ও কক্ষ সংখ্যা

বাসস্থান			বাসস্থানের ধরন			কক্ষ সংখ্যা		
বাসস্থান	উত্তরদাতার সংখ্যা (জন)	শতকরা (%)	বাসস্থানের ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা (জন)	শতকরা (%)	কক্ষ সংখ্যা	উত্তরদাতার সংখ্যা (জন)	শতকরা (%)
নিজবাসা	২৪	৬.২	পাকা ঘর	১৪০	৩৬	এক কক্ষ	২৩২	৫৯.৬
বস্তি (ভাড়া)	৩৩১	৮৫.০	আধা পাকা	১৩১	৩৩.৭	দুই কক্ষ	১০৮	২৭.৮
সরকারি খোলা জায়গা	৯	২.৩	কাঁচা ঘর	৭৬	১৯.৩	তিন কক্ষ	৪৯	১২.৬
আত্মীয়ের বাসা	৩	০.৮	ঝুপড়ি ঘর	৪২	১১			
নিজ কাজের স্থান	২২	৫.৭						
মোট	৩৮৯	১০০		৩৮৯	১০০		৩৮৯	১০০

উৎস: প্রশ্নমালা জরিপ, ২০১৩

নগর দরিদ্র অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী জনগোষ্ঠী অথবা স্থায়ী শহরবাসী দরিদ্রদের অধিকাংশই আর্থিক অসংগতির কারণে বস্তি বা বস্তি সদৃশ অত্যন্ত নিম্ন ভৌত মান সম্পন্ন ও সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। যেখানে আবাসন সেবাসহ বিভিন্ন নাগরিক সেবা বা সুযোগ যথা: পানি, পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও ল্যাট্রিন সুবিধা, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সুবিধা, বর্জ্য অপসারণ ও ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, জলাবদ্ধতা প্রভৃতির তীব্র অভাব পরিলক্ষিত হয় (ইসলাম, মাহবুব ও নাজেম, ২০০৬)।

সারণি-৫: নগর দরিদ্র হিসেবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীদের ভৌত অবকাঠামোর অবস্থা

পানির উৎস			পয়ঃনিষ্কাশনের ধরন		
উৎসসমূহ	উত্তরদাতার সংখ্যা (জন)	শতকরা (%)	ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা (জন)	শতকরা (%)
ওয়াসা কর্তৃক বিতরণকৃত পানি	৩৭	৯.৬	স্যুয়ারেজ/সেপটিক ট্যাংক	১৪০	৩৬
ওয়াসার সাপ্লাইয়ের পানি	২৫২	৬৪.৮	আধা পাকা	১১৬	২৯.৮
নলকূপের পানি	১০০	২৫.৭	কাঁচা	৪৮	১২.৩
			ঝুলন্ত	৬১	১৫.৭
			উন্মুক্ত	২৪	৬.২
মোট	৩৮৯	১০০		৩৮৯	১০০

উৎস: প্রশ্নমালা জরিপ, ২০১৩

গবেষণাকৃত নারীদের বাসস্থানে পানি সরবরাহের প্রধান উৎস ওয়াসার সাপ্লাইয়ের পানি অর্থাৎ ট্যাপ এবং নলকূপের পানি (সারণি-৫)। পয়:নিষ্কাশন ও ল্যাট্রিন সুবিধার দিক থেকে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালিত হলেও ঢাকা শহরের নিম্ন আয়ের দরিদ্র মানুষগুলোর অধিকাংশ বর্তমানেও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে (সারণি-৫)।

চিত্র-৩: মিরপুর পাইকপাড়া, ঝিলপাড় সংলগ্ন বস্তি।

চিত্র-২: অস্বাস্থ্যকর ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার শেষে এক বস্তি শিশু।

সারণি-৬: অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীদের ঢাকায় অভিগমনের কারণ

অভিগমনের কারণ	উত্তরদাতার সংখ্যা (জন)	শতকরা (%)
দরিদ্রতা	১৭৬	৪৫.২
বেড়াতে আসা	৩৪	৮.৭
প্রাকৃতিক দুর্যোগ	২১	৫.৫
গ্রামে অপর্যাপ্ত কর্মসংস্থান	৬৮	১৭.৫
উন্নত কর্মসংস্থানের আশায়	৮৩	২১.৩
স্বামী পরিত্যক্ত	৭	১.৭
মোট	**৩৮৯**	**১০০**

উৎস: প্রশ্নমালা জরিপ, ২০১৩

বাংলাদেশের অভিগমন প্রক্রিয়ায় গন্তব্য হিসেবে ঢাকা শহরের প্রাধান্য নিরঙ্কুশ (মনিরুজ্জামান, ২০০৬)। গবেষণাকৃত নারীদের শহরমূখী অভিগমনের পেছনে যে কারণগুলি সক্রিয় তার মধ্যে দারিদ্রতা প্রধান কারণ। শতকরা ৫৪ ভাগ (প্রায়) নারী দারিদ্রতার কারণে নগরে অভিগমন করেছে। এছাড়া উন্নত কর্মসংস্থানের আশায় ও গ্রামে অপর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের কারণে ও অনেক নারী নগরে অভিগমন করে (সারণি-৬)।

উপসংহার

নগরীয় জনসংখ্যা ও নগরীয় দরিদ্রদের আয়তনের দিক দিয়ে ঢাকা শহর বাংলাদেশের অন্যান্য শহরের তুলনায় অনেক অগ্রগামী (চৌধুরী, ইউসুফ ও খান, ২০০২)। নগরীয় দরিদ্রদের এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে নারী জনগোষ্ঠী যার একটি বড় অংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিভিন্ন পেশায় কর্মরত থেকে তাদের দরিদ্র জীবনের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সীমিত পরিসরের বাসস্থানে পরিবারের প্রায় সকল সদস্যদের নিয়ে আধুনিক ও পরিবেশসম্মত জীবন যাপনের সকল সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত হয়ে তারা প্রতিনিয়ত লড়াই করে জীবন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। নগর দরিদ্র এই সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক পেশায় জড়িত নারীদের অনেকেই পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হিসেবে পরিবার প্রধানের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ঢাকা নগর দরিদ্রদের এক তৃতীয়াংশ থেকে এক চতুর্থাংশ নারী জনগোষ্ঠী অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। সঠিক দিক নির্দেশনা ও সুষম বন্টন

ব্যবস্থার অভাবসহ নানাবিধ কারণে আজ অবধি ঢাকা সিটি করপোরেশনের (উত্তর ও দক্ষিণ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠী ক্ষুধা ও দারিদ্রর করাল গ্রাস থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি। নগর দারিদ্র বিমোচনে নগর কর্তৃপক্ষ সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত অংশগ্রহণ ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি পরিচালনার বিকল্প নাই (নাজিয়া, ২০০৬)। তাই এই অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনকে পূরণের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রবন্ধের তথ্য ও উপাত্ত এদেশের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, দল ও প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করবে বলে আশা করা যায়।

নোটঃ বর্তমান প্রবন্ধটি ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এর জাকিয়া সুলতানা (১ম ব্যাচ) কর্তৃক সৈয়দা ইসরাত নাজিয়া এর তত্ত্বাবধায়নে সম্পাদিত "অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ: ঢাকা সিটি করপোরেশনের ওপর একটি সমীক্ষা" শীর্ষক (অপ্রকাশিত) এম.এস. থিসিস এর অংশ বিশেষের আলোকে লিখিত।

তথ্য সূত্র

ইসলাম, নজরুল; মাহবুব, একিউএম ও নাজেম, নুরুল ইসলাম ২০০৬। "বাংলাদেশের বস্তিঃ মানচিত্রায়ন ও জরিপ ২০০৫", *নগর-আশার আলো বিশ্ব বসতি দিবস ২০০৬ স্মরণিকা*, ইনস্টিটিউট অব প্লানার্স ও নগর গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা।

চৌধুরী, নুশা ইয়ামিনা; ইউসুফ, আম্মাতুজ জোহরা ও খান, জামাল ২০০২। "নগরীয় দারিদ্র দূরীকরণে নগর কৃষির ভূমিকাঃ ঢাকা শহর প্রসঙ্গ", নজরুল ইসলাম ও আবদুল বাকী সম্পাদিত *নগরায়ণে বাংলাদেশ নির্বাচিত ভৌগোলিক প্রবন্ধ সংকলন*, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

দেওয়ান, মোহাম্মদ আমিনুর রহমান; রহমান, মোঃ মিজানুর ও আনসারী, মোহাম্মদ নঈম আজিজ, ২০০৬। "নগর বস্তির বসবাসযোগ্যতা ও জনস্বাস্থ্যের উপর এর প্রভাবঃ কাটাসুর বস্তির উপর একটি সমীক্ষা", *ভূগোল পত্রিকা*, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, সংখ্যা- ২৫।

নাহার, নাজমুন ২০০২। "ঢাকা শহরের বস্তির আবাসন পরিবেশ ও পুর্নবাসন প্রস্তাবনা", নজরুল ইসলাম ও আবদুল বাকী সম্পাদিত *নগরায়ণে বাংলাদেশ নির্বাচিত ভৌগোলিক প্রবন্ধ সংকলন*, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

নাজিয়া, সৈয়দা ইসরাত ২০০৬। "নগরীয় দারিদ্র বিমোচনঃ ফরিদপুর শহরের উপর একটি মূল্যায়ন", *নগর-আশার আলো বিশ্ব বসতি দিবস ২০০৬ স্মরণিকা*, ইনস্টিটিউট অব প্লানার্স ও নগর গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা।

বানু, নাসিম ২০০২। "পরিবেশ ও নারীঃ একটি পর্যালোচনা", আল মাসুদ হাসানউজ্জামান সম্পাদিত *বাংলাদেশের নারী বর্তমান অবস্থান ও উন্নয়ন প্রসঙ্গ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

মনিরুজ্জামান, খ.ম. ২০০৬। "নগর-আশার আলোঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত", *বিশ্ব বসতি দিবস ২০০৬ স্মরণিকা*, ইনস্টিটিউট অব প্লানার্স ও নগর গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা।

মমতাজ, সালমা ২০১১। "বস্তিবাসী নারীদের পরিবেশগত অবস্থা পর্যালোচনাঃ ফেনী পৌরসভার উপর একটি সমীক্ষা", *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ সমীক্ষণ*, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, সংখ্যা- ৩০।

রফিক, নাসরিন ১৯৯৭। "পারিবারিক আয়ে ভূমিকা পালনকারী নগরীয় দরিদ্র উপার্জনকারী নারীগোষ্ঠীর অবদানঃ একটি সমীক্ষা", *ভূগোল পত্রিকা*, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, সংখ্যা-১৬।

সফিউল্যাহ্, মুহম্মদ ২০০২। "ঢাকার অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকা-: প্রসঙ্গ হকার ও তাদের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য", নজরুল ইসলাম ও আবদুল বাকী সম্পাদিত *নগরায়ণে বাংলাদেশ নির্বাচিত ভৌগোলিক প্রবন্ধ সংকলন*, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সুলতানা, জাকিয়া ২০১৩। "অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণঃ ঢাকা সিটি করপোরেশনের ওপর একটি সমীক্ষা", (অপ্রকাশিত) এম.এস. থিসিস, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

সুলতানা, জাকিয়া ও নাজিয়া, সৈয়দা ইসরাত ২০১৩। "অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডে- নারী শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতাঃ ঢাকা সিটি করপোরেশনের ওপর একটি সমীক্ষা", *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ সমীক্ষণ*, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা, সংখ্যা-৩২।

BBS, 2011. *Report on Labour Force Survey 2010*, Ministry of Planning, Dhaka.

NurangirNahidJisa,
Dept. of Urban & Regional Planning, CUET
Level-4, Term-II
Jisaurp@gmail.com

Unhealed Scars of Urban Slum Dwellers

There is a famous song *'Dhaka sohoraisaamrasafurilo...'* This is the theme song for most of the urban dwellers who come to cities to erase the curse of unemployment thus to grab better job opportunities. These are the urban slum dwellers.They are the rural landless & jobless people migrating to urban areas hoping that they will live their desired life here. But in spite of being pleased, they are muttering in pain now.

Before pursuing who the urban slum dwellers are& the reasons behind their miseries, the concept urban poverty should be made crystal clear. Urban poverty is multi-dimensional, encompassing inadequate or unstable income, provision of basic services, asset base, public infrastructure, safety nets, protection of rights and political voice and power. Slums are the shelter dimension of urban poverty – the places where a large proportion of the urban poor live.UN habitat defines a slum household as a group of individuals living under the same roof in an urban area without the security of one or more of these five essentials: i) access to clean water, ii) sanitation and waste removal, iii) sufficient living space, iv) durable housing income, v) security of tenure, including freedom from forced eviction.In the 2005 Census of Urban Slums, the characteristics of slums has been itemized as predominantly poor housing, very high population density and room crowding (more than 1,000 persons per acre), very poor environmental services, very low socio-economic status for the majority of residents, lack of security of tenure (permanent threat of eviction)& poor governance.

Now, the question arises what the real scenario of urban slum inhabitant's exits in our country? Bangladesh has the third largest population in South Asia, after India and Pakistan. About one-third of Bangladeshis live in urban areas; at the current growth rate, it is projected that by 2040 the total population will balloon to 230 million people where 52% will live in urban areas.A research reveals that Dhaka alone contain just about one-third of the total urban population and the four largest cities account for over half of the total as well as by 2050, 57% of people will be living in cities in Bangladesh. The surprising fact is that the key portion of this population become urban slum dwellers.Cities are growing rapidly and unevenly with growing urban poverty, vulnerability and exclusion. The national population growth rate is 1.34 percent per annum, while the national internal migration rate is 4.5 percent. For Dhaka, the in-migration rate is about 6.0 percent. In addition, the urban growth rate is 3.5 percent per annum, while the slum growth rate is 7.0 percent.More than 35.24 percent live in slum areas of six major cities.Though Bangladesh has the highest population density in the world (at 2,600 persons per square mile), the population density in the slums was roughly 200 times greater (at 531,000 persons per square mile).

Sinceeviction causes violation of right to shelter, housing and settlement to slum dwellers, it leaves devastating impacts on the lives and livelihoods of the urban poor. It is perceived that the vast majority of poor urban dwellers in Bangladesh cannot live without the fear of eviction. The critical shelter problems in our urban areas are- inadequacy of land and shelter for urban poor; over dense population, haphazard formation of slums; unpleasing urban environment - air, water and land pollution; inadequate power supply, water supply, sanitation facilities etc.; unplanned location of commercial and industrial areas; lack of environmentally sound management of hazardous solid and toxic wastes; lack of shelter for urban girls (almost 0.5 million), working in garments sector, is a great problem; increase gap between rich and poor, which create social problems; high cost of construction materials compare to household income; lack of green area and area for physical and mental growth.

Sp, Security of tenure - i.e. ensuring the right to have a secure home - is a trigger point for helping communities develop. If households have improved security, they are willing to invest their own resources in improving their living environments, with the secondary health, social and economic benefits that follow. Land tenure security is therefore among the most important factors for reducing urban poverty.Data drawn from a 2009 Multiple Indicator Cluster Study (MICS) clearly show that living conditions in urban slums are often appalling and, in fact, much worse than those in most rural areas.

In addition one third of urban dwellers lives in slums without access to safe drinking water and sanitation, overcrowded in shacks made up of temporary building materials that cannot withstand the slightest challenge from nature, such as a light storm or heavy rainfall, and without secure tenure so risk eviction of authorities often without notice. Most slum dwellers are under the age of 25 and have no serious prospects for meaningful employment. The combination of these factors makes the urban poor the most disempowered group in terms of poverty and access to health and education, and the most vulnerable group in terms of HIV/AIDS and other diseases as well. And, their number is mounting every day. It represents our collective failure to come to terms with rapid urbanization and the consequences of globalization.

As a result it can be concluded that due to limited access to safe water, shelter, employment, food, livelihoods, sanitation and drainage system, mismanagement of household and solid waste, poor transportation systems and air pollution, slums of cities and towns are in a state of chronic poverty and poor health condition.

Now the limelight should be thrown on the fact that what is the role of government on rehabilitation of urban slum dwellers! The findings are very distressing that the urban poor have been and continue to be largely excluded from national policies, urban planning processes, development plans, and social safety net programs.The urban land administration is complex. The Land law that regulates urban land tenure allows two systems of land ownership freehold and leasehold title—for public and private land management, which is guided by the Transfer of

Property Act of 1882 and the Registration Act of 1908. The Non-Agricultural Tenancy Act of 1949 is the most significant law dealing with public land for urban use. All these laws are so complex that it is very difficult to interpret and make use of them without legal advice. Moreover, urban land use is regulated by the Pourashava Ordinance 1977 and the Town Improvement Act 1953, which are both outdated. The National Housing Policy, which has sufficient guidelines to serve the urban poor, is still not taken into consideration for public action.

Among all these upsetting facts, there is one ray hope which is ruling by the High Court suggests rehabilitation of the slum dwellers prior to eviction. The rehabilitation plan should provide concrete rehabilitation or compensation options to make their development sustainable.

In planning & management point of view, to improve living as well as working quality of urban slum dwellers, effective institutional framework involving policy makers from all level & good governance system is a must. Moreover pro poor city development strategy & incremental slum upgrading approach should be espoused. Tenure security should be ensured & informal settlement should be regularized as well.

Slums are an integral part of urban areas and contribute significantly to their economy both through their labor market contributions and informal production activities. They also contribute to civil society. One of the most significant developments within urban areas over the past twenty years is the emergence of democratic federations formed by the urban poor and homeless. Organizations of slum dwellers are key players in slum improvement and advocacy for the urban poor. They have demonstrated that they can articulate their own needs and solutions, and negotiate with powerful international and national agencies, as well as local partners, to make them happen.In concluding, it can be said that it is high time to take effective initiative to vanish miseries of slum dwellers must be rubbed out. If we let the present situation to be continued, then the unhealed scars of urban slum dwellers can be hardly eliminated.

Climate Change and Migration in Bangladesh

Planner Moniza Biswas, M-365
Regional Coordinator: Training and Capacity Development
Governance Program Development, UGIIP-2
Good Urban Governance
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

1. Introduction

Bangladesh has been identified as one of the most vulnerable countries in the context of climate change (Huq 2001, Huq and Ayers 2008). Its exposure to frequent and extreme climatic events such as floods and cyclones (IPCC 2012) is a concern for policymakers and scientists. Over the years, successive governments, civil society organizations and development partners have come up with innovative approaches to help the affected people adapt to climate change (IPCC 2012, Planning Commission 2012).

Traditionally, in global climate change literature migration has been perceived as a major challenge to be addressed (Tickle 1989; Homer-Dixon and Percival 1996, Myers 2001). However, new theoretical and empirical studies as well as international policy papers posit migration as an effective adaptation strategy (Barnett and Webber 2009, Tacoli 2009, Foresight 2011, Black et al. 2011a, ADB 2012, Banerjee et al. 2012). Drawing lessons from the global literature, this paper provides evidence from recent research on how migration works as an adaptation strategy in Bangladesh. It then looks into different policies that try to mainstream climate change into development policies and reduce its impact on people. On the basis of qualitative analysis, the paper suggests a policy reorientation towards reducing the necessity of migration where possible; at the same time providing assistance for people to take part in the broader job market that automatically involve migration (Kang 2012).

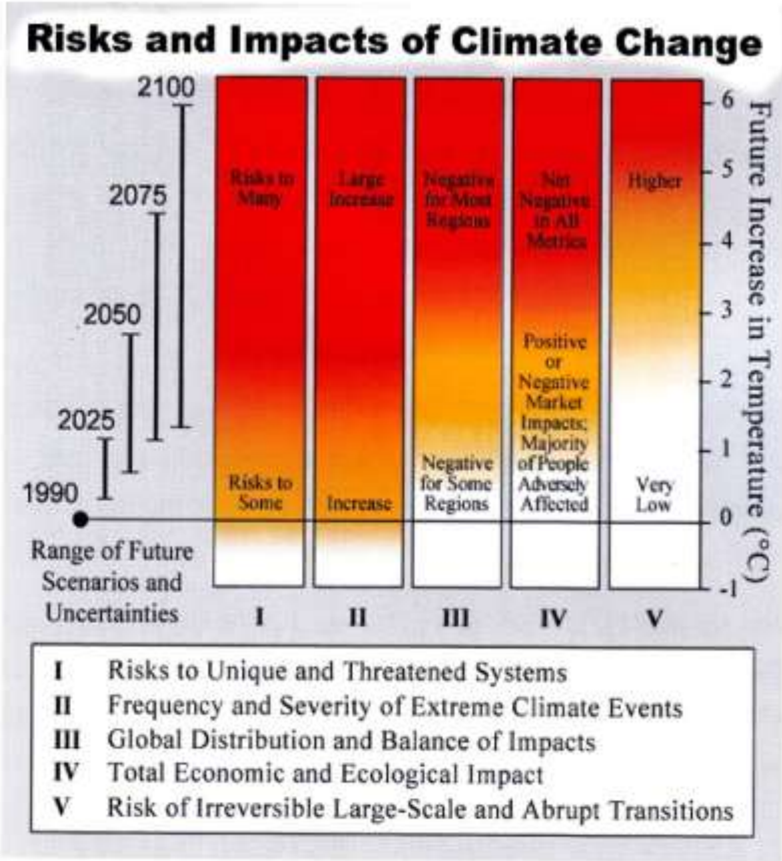

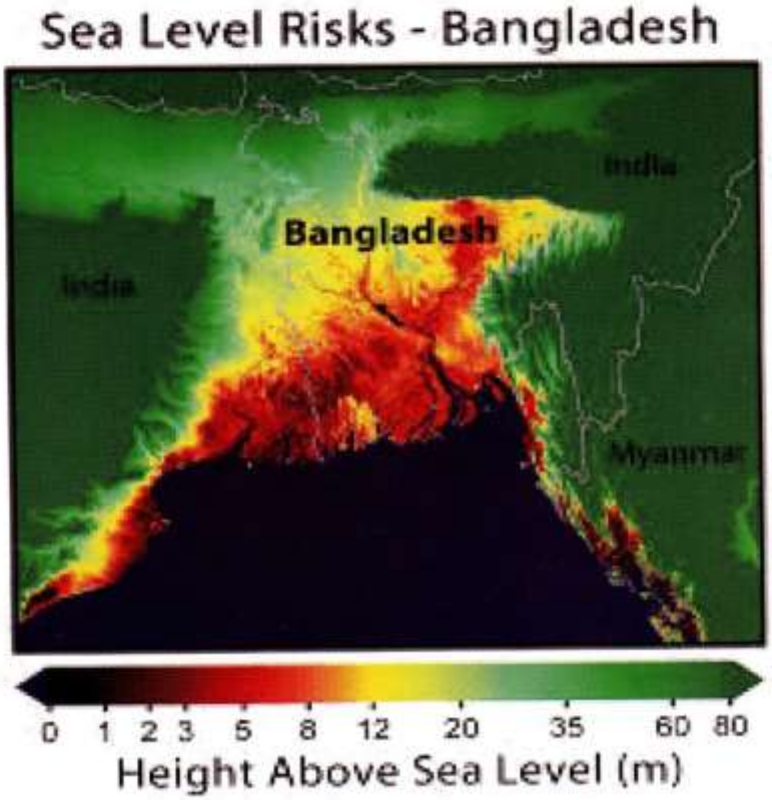

Bangladesh has been facing gradual onset climate stresses and sudden shocks, including water shortage, cyclone, floods and coastal/ delta erosion (EM-DAT, 2011). During 1991 -2010, Bangladesh was one of the three countries — along with Myanmar and Honduras — most affected by extreme weather events (Harmeling, 2012). A combination of factors, including disasters, environmental changes, shortages and economic pressure, could increase the vulnerability of local people (Piguet, 2008). In effect, climate change works as a global phenomenon that makes existing social, economic, political, and environmental challenges even more serious at a local level (Crate and Nuttall, 2009).

Climate Change

Bangladesh is home to one the world's largest delta systems. Two-thirds of the country is less than five metres above sea level. It is vulnerable to short-term climate shocks such as cyclones. Severe cyclones occur on average once every three years, creating storm surges sometimes in excess of ten metres high. In 2006, Cyclone Sidr caused £900 million of damage (2.7% of Gross Domestic Product (GDP) in 2007).

Bangladesh is also at risk from long-term climate change, particularly sea level rise. The country is already highly susceptible to flooding. As Chart 1 shows, it is not uncommon for over a quarter of the country to be submerged during the monsoon season. Chart 1 also illustrates that, as global temperatures are rising, extreme floods are becoming more common.

The effects are significant and widespread (chart: 1). Homes and infrastructure such as roads are damaged, people displaced and agricultural and industrial production reduced (notably rice and livestock). The majority of the country's 50 million extreme poor are particularly vulnerable, since many live on marginal land such as river islands or along the coast.3

Chart 1: Extent of the above-normal flooding in Bangladesh

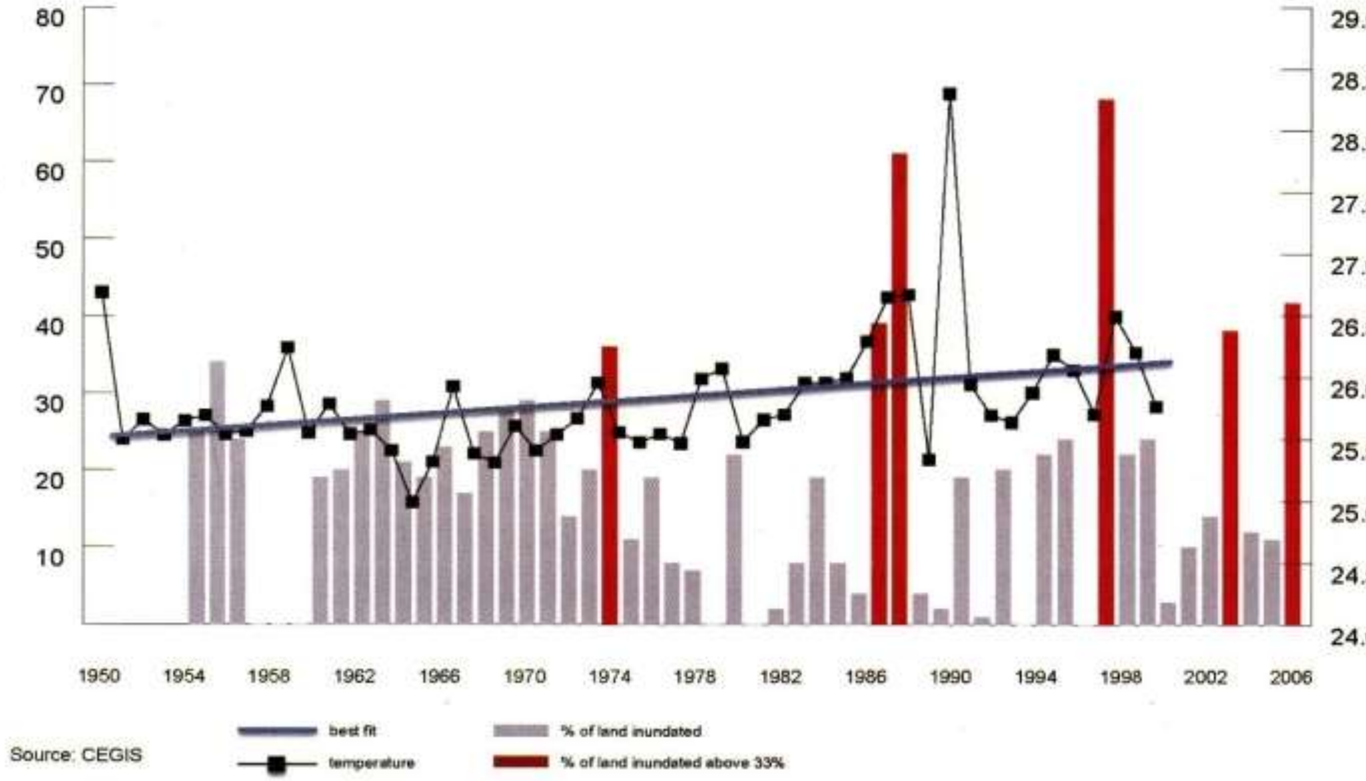

Source: CEGIS

3. Migration Patterns in Bangladesh

All the above forms of migration have been noticed in Bangladesh. Internal migration to urban areas is showing a sharp increase (Planning Commission 2010b). An estimated half a million people move to cities every year, and they come mainly from coastal and rural areas (Islam 2012). Income diversification is the major driver for this group of migrants. Changing farming patterns is an underlying reason for this kind of migration. The rate of agriculture in income composition of rural households has dropped from 59 to 44 per cent between 1987-1988 and 1999-2000. At the same time the share of services and remittances in income has grown from 35 to 49 per cent (Afsar, 2005). In effect, countryside has become a source of labor force catering to cities (Toufique and Turton 2002).

Such migration helps people deal with poverty. A 1600-household survey in northwest of Bangladesh found that 19% of households of different income levels migrated in the lean farming season (CARE-Bangladesh and DFID 2002) for a quarter of the chronically poor households, seasonal migration was an important livelihood strategy.

3.1 Drivers of migration

The five factors that Foresight (2011) has listed are at play in the migration scenario of Bangladesh — economic, environmental, social, demographic and political. There is evidence to suggest that climate change and variability influence these drivers. Economic drivers of

migration appear to be predominant. Migration and mobility are of 'critical importance' for the rural poor during lean farming seasons and make up an important livelihood strategy (Afsar 2005). Village-to-city is the most prevalent migration route, making up nearly two-thirds of migration, followed by overseas migration that forms a little less than a quarter (24%) and village-to-village a tenth (ibid). Field studies have found more than 80% of incomes in some villages came from outside (Toufique 2002). There is a trend towards families spending part of the year away from home (ibid).

Migrants can secure jobs in urban areas more easily than in rural areas (Afsar 2005). It is reported that about 60% of migrants find work within a week of reaching an urban centre although the income still could be below the poverty line (CUS 2006). Rickshaw pulling and garment industry jobs are common livelihood options for the migrants. As such livelihoods depending on natural resources become less reliable. In many cases, income diversification requires extra skills. Male semi-skilled or unskilled workers who expect to gain skills dominate in the voluntary internal migrant population (Black et al. 2008). Women and young girls also migrate from monga (seasonal food scarcity) areas to work as domestic workers and also in the garment factories.

Although in a scale that is much smaller than internal migration, international migration is also increasing. About 400,000 to 500,000 workers migrate abroad to seek jobs yearly (Planning Commission 2011). Yet, international migration is still too costly for most of Bangladeshi families (Black et al. 2011b). At the same time international migration could become a risky option for those who have insufficient capital and institutional or social support. Raillon (2010) has pointed out that many Bangladeshi migrants abroad, particularly in India, risk becoming more vulnerable as they lack social protection in their destinations.

3.2 Climate Change Effects on Migration:

Economic drivers are often closely linked with environmental drivers, especially in rural contexts. Rural-urban migration is often an important coping strategy for rural people, especially after sudden climatic shocks. It could also be a more proactive adaptive strategy. On the other hand, growing water stress and climate variability reduce agricultural productivity, driving rural-urban migration. In the drought-prone northern regions such as Rangpur, Gaibandha, Kurigram, Nilphamari, where local employment options are limited during the lean season of September through December, the landless people often end up in poverty and hunger. Every year boys and men from these areas migrate to cities and better-off villages for work (Siddiqui 2009).

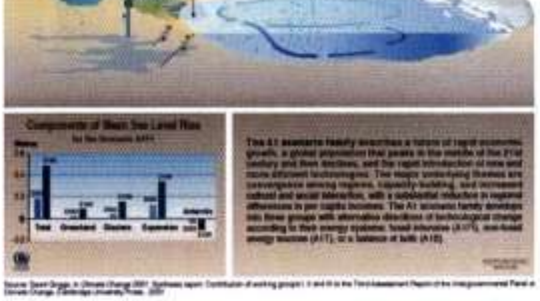

Besides, riverbank erosion displaces 50,000 to 200,000 people in Bangladesh every year (Mehedi 2010). The erosion takes away not only people's homes but often their farming land also (Zaman 1989). Sometimes communities get displaced several times on account of erosion. A mid-1980s study in Kazipur sub-district showed that two-thirds of the inhabitants of the Jamuna-Brahmaputra floodplain experienced displacement at least once, about 17 per cent three times and 15 per cent 10 times (Hutton and Haque 2003). A survey in Hatia showed 16 per cent households moved to cities to cope with the impacts of riverbank erosion and 22 per cent migrated after tidal surges (Foresight 2011). A study by Abrar and Azad (2004) on northwest Bangladesh found that on average households have been displaced 4.6 times by riverbank erosion. A majority moved essentially within local areas, some households migrated to greater distance.

Frequent cyclones are one of the main drivers of migration. Mehedi (2010) found that after the cyclone Aila in 2009, many people moved to other towns due to lack of working opportunities in the affected areas. More than half the migrants said they had to move out because they had lost houses, belongings and land. Extremely poor people were forced to migrate because they had lost their opportunity for daily income.

The interconnectedness between the drivers could be complex. A recent study by Gray and Mueller (2012), for instance, showed that flooding is not a strong driver of the long-term mobility trend in Bangladesh. Rather, crop failure is. Failures in cropping and shrimp farming due to salinisation could also alter the migration pattern. Fresh water scarcity is yet another factor that makes livelihoods more. The lack of availability and access to safe drinking water is a problem and it has reached a 'crisis level' in the south-west (WARPO 2006, p.6). This is because of reduced inflow of fresh water, over-extraction of groundwater, and prolonged drainage congestion (WARPO 2006). The Farakka barrage that India built over the Ganga river has reduced the river flow, in turn, causing a northward movement of the salinity line, threatening mangroves, farming and livelihoods (ibid). A new paper sums up that after hazards people move to safety and the landless among then move for income recovery (Penning-Rowsell et al. 2013). However, except after erosion and saline intrusion rendering farms uncultivable, there is little permanent migration from hazard-prone areas. In short, families prefer to stay put and migration appears to be the last resort.

4. Response and future challenges

4.1 The Government of Bangladesh, with support from international development agencies, has invested over £6.5 billion since 1971 to make the country more resilient to climate change.

4.2 The country has done a good job in reducing deaths due to climate shocks. As the population increases and climate change accelerates, however, risks to people and livelihoods are increasing.

4.3 The World Bank estimates that £75 million is needed each year for roads, embankments and other infrastructure alone to cope with the impact of climate change. Climate change is also expected to reduce rice production by 3.9% each year, costing an estimated £84 billion by 2050.4

4.4 The Government of Bangladesh has developed its response to climate change, the Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan

4.5 The Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan **(BCCSAP)**

The BCCSAP was published in 2009. It has six pillars:

i. **Food security, social protection and health:** to ensure that the poorest and most vulnerable, including women and children, are protected;

ii. **Comprehensive disaster management:** to strengthen further the country's disaster management systems;

iii. **Infrastructure:** to ensure that existing assets (e.g. protective embankments) are fit for purpose and that needed infrastructure (e.g. cyclone shelters and urban drainage) is put in place to deal with the likely impacts of climate change;

iv. **Research and knowledge management:** to predict the likely scale and timing of climate change impacts to inform investment strategy;

v. **Mitigation and low-carbon development:** to evolve low-carbon development options and implement these as the country's economy grows; and

vi. **Capacity building and institutional strengthening:** to enhance the capacity of government ministries and agencies, civil society and the private sector to meet the challenge of climate change.

Golden Bengal to Land of Disasters: Migration as an Adaptation

Flood and Migration: Flood is one of the main reasons people migrate from one place to another in Bangladesh. The overall situation is not in a good shape because of the climate change. Climate change affects the flood situation in three different manners. In the recent past, climate change has altered the timing of the monsoon, which caused severe floods in the country. Climate change has increased precipitation and number of wet falls. It has also increased the number of strong cyclones responsible for producing unexpected floods (Mirza, 2011). Forty-eight small to big floods struck Bangladesh since 1954 (Planning Commission, GOB and UNDP Bangladesh, 2009). This low-lying delta experiences several different types of floods – flash, riverine, rain, and storm-surge. The last flood in 2007 affected 16 million people, damaged 85,000 households and 1.12 million hectares of the cropland. Three main causes of the frequent floods in the country are excessive precipitation, low topography, and the flat slope. These three

factors intensify the flood situation because of the current geographical location, the pattern of climate, the unification of three major river systems in to one, construction of the embankment, the influence of tides and cyclones, and the long-term environmental changes of the country.

Some predict that the overall number of storms may decrease but the intensive tropical cycloneswill increase in the future. Cyclone Bijli displaced 200,000 people. The last devastated cyclone Aila, that hit the country in May 2009, displaced 76,478 families of Satkhira and Khulna districts (International Organization for Migration, 2010). However, the New York Times reported, "In coastal Bangladesh, emergency officials moved about 500,000 people to temporary shelters after they left their homes to escape tidal waves churned by high winds (May 25, 2009)." Nine-months after Aila, around 200,000 people were still reported to be homeless. Initially, people moved out to the nearby areas, returned after a while to their homes. A vast majority became seasonal migrants, as they feared no employment opportunities would be available for them in the surrounding areas (International Organization for Migration, 2010). Nevertheless, the long distance migration took place between rural and urban areas. In most cases, Dhaka and Chittagong become the preferred areas as places of destination because of the job availability.

City offers all kinds of jobs for almost everyone regardless of their skill and background. Because of this, urban slums have been growing at quite a fast rate of 4% per year, which accounted for 86% of the total urban population. However, even after coming to the urban areas they have settled in places that made them further vulnerable to climate changes (Black et al., 2011).

Migration variants and relationship with climate change

ration Area of Origin Destination Droughts and Migration: The IPCC assessment narrates that droughts will affect 8 million people by 2050 (Huq, 2011). FAO (2007) reported that the droughts in Bangladesh are products of two related factors: climate change and lack of surface water. In general, drought is "absence of moisture or large-scale downward movement of air within the atmosphere, which suppresses rainfall" (FAO, 2007:10), but in case of Bangladesh, the definition of drought involves the latter attribute (Chowdhury, 2010). Climate change can make any of these factors to go wrong (FAO, 2007). However, droughts pose threats to livelihoods of the affected areas, agricultural production, and economy of both the rural and urban areas. Even though the droughts caused more devastation than the floods, for some reason droughts received less attention from policy makers and researchers. Recent information confirms that the land use changes in Bangladesh made the country more vulnerable to droughts (Shahid and Behra)

Northwestern part of the country encounters more droughts than the other parts of the country This has an enormous impact on the crop production as the production of all winter crops goes down with the arrival of droughts. Droughts also come with land degradation, low livestock population, unemployment, and malnutrition (Chowdhury, 2010). Drought prone inhabitants of North Bengal took a different strategy for their survival. They did not consider migration as an alternative option believing that they had survived many droughts and droughts do not last forever. In general, however, an obvious response to droughts is migration to the other rural areas or urban areas because jobs are available there (Paul, 1998).

REFERENCES:

Adnan, S. (with M. Ghani, S. Uddin, S. Khandaker, A. Dewan, S. Zaker, A. Suflyan, S. Manic, A. Hossain, and S. Akhter) (1991) Floods, *People and the Environment: Institutional Aspects of Flood Protection Programmes in Bangladesh, 1990.* Research and Advisory Services, Dhaka

Asian Development Bank (1989) *Bangladesh Health and Population Sector Profile.* ADB, Infrastructure Department, Social Infrastructure Division, Manila.

Asaduzzaman, M. (1989) 'Feeding Our Future Towns:an Overview of Urbanization and Associated Food Policy Issues'. In *Food Strategies for Bangladesh.* University Press, Dhaka. pp. 177-195. Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS) (1992), Government of the People's Republic of Bangladesh (GOB), Dhaka.

Bangladesh Bureau of Statistics (1992) *Supplement No.1, to the Preliminary Report on population Census, 1991.* BBS, GOB, Dhaka.

Elahi, K.M. (1991a) 'Impacts of Riverbank Erosion and Flood in Bangladesh: an Introduction'. In Elahi, Ahmed, and Mafizuddin (Eds.), pp. 13-29.

Mirza, M. Q. (1991b) 'Flood Action Plan of Bangladesh- the Embankment Issue'. *Water Nepal,* 2(2/3), pp. 25-28.

Rashid, H. (1991) *Geography of Bangladesh.* University, Press Limited, Dhaka.

Rashid, S. (1991) 'Flood Action Plan,' .*Grassroots: An Alternative Development Journal, 1*(1), pp.8-11. Rogge, J. and Goulter,

Task Force (1991d) *Report on Bangladesh Development Strategies for the 1990's: Volume Four, Policies for Environment.* University Press Limited, Dhaka.

Zahurul, M. (1991) 'Embankment Failure in Bangladesh: Causes and Recommendations'. *Grassroots: An Alternative Development Journal, 1* (2), pp.20-41.

Prospects and Challenges of Urban and Peri-Urban Agriculture of Dhaka City

Md. Monjure Alam Pramanik , PhD Researcher, Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly, Volos, Greece.

Abstract: Dhaka, the capital of Bangladesh, is expected to be the third largest city in the world by 2025 [1] and the rapid urban growth experienced by the city in recent decades is one of the highest in the world [2,3]. Urban expansion of Dhaka was slow in the 1950s, but strong growth followed the independence of Bangladesh in 1971 [2]. The considerable growth observed in the population of Dhaka is thought to have occurred in response to large-scale rural–urban migration, which has contributed, significantly to the increased rate of urbanization [3]. Presently, cultivable land is reducing alarmingly due to increase population pressure and increasing demand for habitation space in the urban area. As a result agricultural land as well as agricultural production has decreased in Dhaka city periodically. The peanut amount of land considered for lucrative agriculture cultivation for aesthetic value rather than considering food production. Presently, total food demand of city dwellers supplied either from peri-urban area or further and further away from the city. Even daily vegetable demand didn't come from urban household cultivation practices. However, new transport technologies made it possible to bring its food in from further and further away which added extra cost on the supplied food. This paper presents the present scenario of urban and peri-urban agriculture, its prospects and challenges in Dhaka City.

Key Words: Urban, Per-Urban, marketing, consumers etc

I. Introduction:

Urban agriculture refers to small areas e.g., vacant plots, gardens, balconies, roofs and containers within a city that are used for growing crops and raising small live stocks or milk cows for self-consumption or sale in neighborhood markets. Peri-urban agriculture refers to farm units close to town, which operate intensive semi or fully commercial farms for growing vegetables and other horticultural crops, raising chickens and other livestock and producing milk and eggs [5]

Picture-1 : Urban Agriculture in Dhaka City

Urban and peri-urban agriculture occurs within and surrounding the boundaries of cities throughout the world and includes products from crop and livestock agriculture, fisheries and forestry in urban and peri-urban areas. It also includes non-wood forest products as well as ecological services provided by agriculture, fisheries and forestry. Often, multiple farming and gardening systems exist in and near a single city [5]. In exploring the Urban Agriculture activities in Dhaka, inner city Urban Agriculture favors production activities that require a minimum of land and a maximum of the most readily available resources, labor. In the heart of residential and business district Dhaka, where land has its highest cost, Urban Agriculture tends to be synonymous with opportunistic planting of trees or annuals, plants that use little or no land such as vines and hanging cucurbits grown from roof gardens or hanging pots, various branches of high valued horticulture, including vegetables, flowers, herbs, and potted shrubs, economically useful tree varieties that provide fruit, nuts, flowers, borders and shade, and small scale livestock production built on exploitation of 'free' organic waste and/or forage gathered using cut and carry methods common amongst the landless in rural village situations. In the peri-urban 'lower rent zones', broad-acre cropping is more common [4]. Although UA has been in the city for many years and it has contributed to additional income of the households, it is still no more than a "sideline subsistence activity". However, this is not unique to Dhaka and similar findings are reported in other studies of food security. For the poor of the city, "the potential in Urban Agriculture yet to be exploited as a strategy of poverty alleviation [4].

2.0 Nature and extent of urban agriculture in Dhaka City

In Dhaka urban agriculture is an important source of income and employment to a majority of poor people who are long term residents of slums. However, few poor households have no involvement in some form of urban agriculture. A research on urban agriculture was done in 1996 by the support of UNDP [6]. This research was conducted among 400 respondents who were engaged directly or indirectly on urban agriculture. The researchers estimated that the 400 respondents to their survey of urban food production generated an annual output valued at not

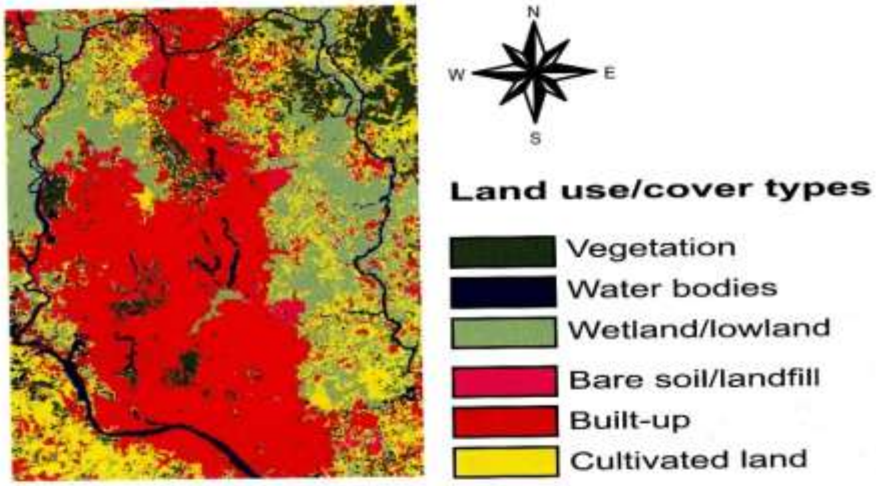

Figure-1: Land use Map of Dhaka City

less than 30 million taka. If this estimate is taken as a true measure, it implies that the per capita gross output of the average urban food producer is somewhere in the vicinity of $Us 2000 per annum. Assuming a gross margin of 30% above costs, this implies that Dhaka's urban food producers are earning a net per person income of not less than $US500 from their urban food production activities, well above the poverty line of $US1 per person per day.

The various types of urban agriculture activities in Dhaka are discussed below:

2.1 Dairying and Poultry Production

Dairying is the preserve of the less poor, near poor and not poor residents in Dhaka City. Milk is normally sold to regular customers, generating an expected cash flow of Tk 1000 (approximately $US 20), per cow per month, when the animal is in milk. Typically dairying is the preserve of men, through women will be allowed to assist with the milking. Poultry production is not an attractive investment for the poorest of the poor in Dhaka's slums because of the ease with which the chicken or the egg can be stolen. Nonetheless, there is strong interest in poultry rearing, especially for eggs and considerable frustration at the lack of solutions to the problem of theft.

2.2 Nursery industry:

Today in Dhaka city, nursery industry is booming and evident on many street corners, on the banks of waterways, or taking over what were once broad footpaths. The nursery is an important new industry in Dhaka, providing employment to a growing army of waged poor people lucky enough to find their way into the nursery industry workforce. Nurseries have also been an avenue to profitable self-employment for a significant number of poor people in Dhaka and to regular wage employment for an even greater number. Self-employed nursery operators, who typically source their supplies from villages outside greater Dhaka, are an increasingly important source of employment and income for the urban poor. The larger nurseries also generate wage employment that is an attractive option for recent migrants into urban slum communities.

2.3 Rooftop Gardening

Presently the rooftops of the residential buildings in Dhaka are being used for various purposes: for drying and washing clothes, as playground for children, for entertaining guests, for cool air during the summer, to sunbathe in the winter. On most of the roofs, some form of pleasure garden exists, sometimes there are fruit gardens and less often, vegetable garden as well. About 60 varieties of fruits and vegetables are produced in Bangladesh. Not all types are produced on the rooftop. The types and mix are chosen in the Dhaka city depending upon individual household food preferences, availability of seeds types that can be grown on the rooftop, climate and availability of soils. In the food garden the following fruits and vegetables are commonly grown in most of the roof tops of Dhaka city; Guava, Lemon, Papaya, Grapes, Green Chili, Pumpkin, Squash, Onion, Garlic, Coriander leaves, Tomato, Mushroom, Leafy vegetables

(e.g., Callaloo, Jute Leaf and Red Amaranthus), and other (e.g., Cucumber, Flat bean, Bitter ground, Ribbed ground, Ladies finger, Amaranthus, Dhudi, Cowpea and Brinjal). Some families also cultivate spices and plants used for medicinal purposes. Although many roofs are currently being underutilized the owners seem to be reluctant to allow outsiders in the roofs. They worry that this may hamper their privacy. According to the Afsar's (1999) [5] estimation, about 80,220 hectares is covered by concrete as a continuous roof considering 65% of the area of Dhaka city. This space may have great opportunity to extent green coverage through food production for feeding the urban dwellers as well offering livelihoods for city people. If though, insignificant number of city dwellers already started roof top gardening. But it focuses only aesthetic value rather than food production.

2.4 Kitchen gardening

Vegetable production and kitchen gardening by the urban poor of Dhaka is typically for self consumption and it is the primary preserve of women and children. Here, some poor households at the upper reaches of the poverty pyramid also lease land outside the city limits in order to share crop for subsistence or sale of surplus output. Other poor households build on their links to village agriculture by retailing agricultural output sourced from their home village or villages surrounding greater Dhaka city. This latter aspect of commercial agriculture is at the interface between rural and urban agriculture, where poor people garnish benefits from employment and income generation that boosts labour productivity in both the rural and the urban sectors.

2.5 Constraints of Urban Agriculture in Dhaka

- Among established slum dwellers there is little or no demand for finance for urban agriculture. This is directly an outcome of the belief that there is no locally accessible land to be had for purchase or rent for urban agriculture. Indirectly it is also the result of a lack of awareness of the investment opportunities that are available in urban agriculture, including the leasing or purchase of village land for share-cropping.
- Local government authorities and public sector officials in Dhaka are unaware of the policy reforms and employment creating initiatives that they could promote to facilitate poverty alleviation through urban agriculture.
- The agriculture extension agencies responsible for technical advice on sustainable kitchen gardens, back-yard livestock production, horticulture and tree crop production are devoid of appropriate technologies or expertise in extending assistance designed to facilitate the involvement of poor households in urban agriculture.
- Little or no consideration has been given to the important contribution that could be made to urban sanitation, public space maintenance and general beautification of the city through innovations in urban agriculture that are commercially viable but also employment generating for unemployment people drawn from the poorest households.

- The limited access of urban poor to high valued land in Dhaka is the most important constraint preventing the poor to involve and exploit their skills as urban farmers. The people are not fully aware of the benefits that can be tapped from UAG. This is mainly due to the fact that there are no organized efforts on it from government, community and NGO side. There is a pool of agricultural skills among the recent migrants, which has not been utilized for UA.

3.0 Present status of peri-urban agricultural production system of Dhaka City

Horticulture and more specifically vegetable cultivation, is a major component of the periurban farming system. A few years ago, commercial vegetable production in Dhaka was mainly confined to flood-free land, 4-5 km from the city centre. The output supplied about half of the market demand in the city. However, now most of that agricultural land has been converted vegetable production in Dhaka was mainly confined to flood-free land, 4-5 km from the city centre. The output supplied about half of the demand in the city. However, now most of that agricultural land has been converted to industrial and housing plots, and the remaining area is steadily declining. As a result, less than 5 percent of the vegetables marketed in Dhaka come from that area. It is difficult to use the remaining agricultural land for any other purpose due to its specific topographical conditions and inundated and occasionally flooded to a depth of 3-5 m, thus making development difficult and very expensive. Similarly, due to access problems, some highland areas are still used for agricultural production. Low-lying utilized for the cultivation of Boro rice. Horticulture crops are mainly cultivated during the winter season when the water recedes and the land dries out. Except for rice and horticulture crops, the other components of the farming system are not worth mentioning as they make very little contribution to the farming families.

Owners of large farms, who are generally well to do, usually prefer to invest in the non-farming sectors. The main players are the small and medium scale farmers, who generally use their homesteads and land leased on a seasonal basis from the major land owners, particularly during the winter season for vegetable cultivation. During the summer, only a very small area is available for vegetable cultivation, the output of which meets no more than about 1-2 percent of total urban demand. Tomatoes, hyacinth beans and bottle gourds are the main winter crops, covering more than two-thirds of the total cultivated area. In terms of production, tomato, cauliflower, cabbage and bottle gourd crops account for some 80 percent of the total production.

The vegetable production area nearest to Dhaka is Tejgaon Area, where nine types of vegetables are grown on 587 ha during the winter season, giving a total output of 7670 mt. During the summer, when rainwater inundates much of low-lying areas, only about 140 ha of highland are available for vegetable cultivation. At that time, six types of vegetables are produced, 80 percent of which are marketed [7]. The area is unique, as the continuous expansion of the urban area during the past three decades has resulted in the majority sub-urban area of Dhaka now coming within the urban area. Only a very small area of the land is outside the boundary of the city.

Poultry forms an important component of the urban fringe farming system since daily sales of eggs earn cash returns for farmers, thus helping to maintain their families while also providing operating capital for the farms. About 3 million eggs are provided by the savar area. Farmers with bigger areas of land have more poultry, ranging from 50 head to 500 head and they earn between Tk.150 and Tk.1500 per day [7].

The production technology used is semi-intensive. The perception among farmers of good quality seed is very clear. As a result, they usually try to procure the best available seeds, undertake crop irrigation during the dry period and keep the fields clean as well as spray them with insecticide quite often, even when unnecessary.

Most farmers are very conscious of the quality of the vegetables and they try hard to catch the early market. They prefer to grow several types of vegetables simultaneously on the same plot, such as cabbages, red Amaranthus, spinach and chilies, as that enables them to harvest leafy vegetables within a month, and then sell green chilies, as that enables them to harvest leafy vegetables within a month, and then sell green chilies followed by cabbages. In order to produce early winter vegetables such as cabbages, cauliflower and tomatoes, farmers cultivate the plats in raised beds under polythene covers to protect them from the rain and scorching heat and ensure better drainage.

Picture-2 : Sub-urban Agriculture of Dhaka City

At present, the main per-urban agriculture production areas of Dhaka are about 30 km from the city, with one on the western side and the other on the northern side.

3.1 Marketing facilities of peri-urban agricultural product:

In rural Bangladesh, farmers generally market vegetables, eggs and other produce directly to consumers, except in the case of some important production pockets where some types of vegetables are grown in such huge quantities that traders or commission agents buy from the farmers.

Vegetables grown in and around Dhaka are marketed by the growers directly to consumers through city retail markets in amounts not exceeding 5-10 percent of total production. The main marketing system is growers-traders-commission agents-consumers.

In the cities, vegetables are very expensive for the bulk of population, about 80 percent of whom cannot to buy the minimum vegetable requirements needed for maintaining health. Although the minimum daily demand for vegetables in Dhaka is about 2000 mt, during the peak production season the supply to Dhaka markets only totals between 400 mt and 500 mt. this supply deficit pushes up prices and makes vegetables very expensive for the majority of the urban population[8].

At the same time, urban fringe farmers get better prices for their produce than do farmers in the rural areas.

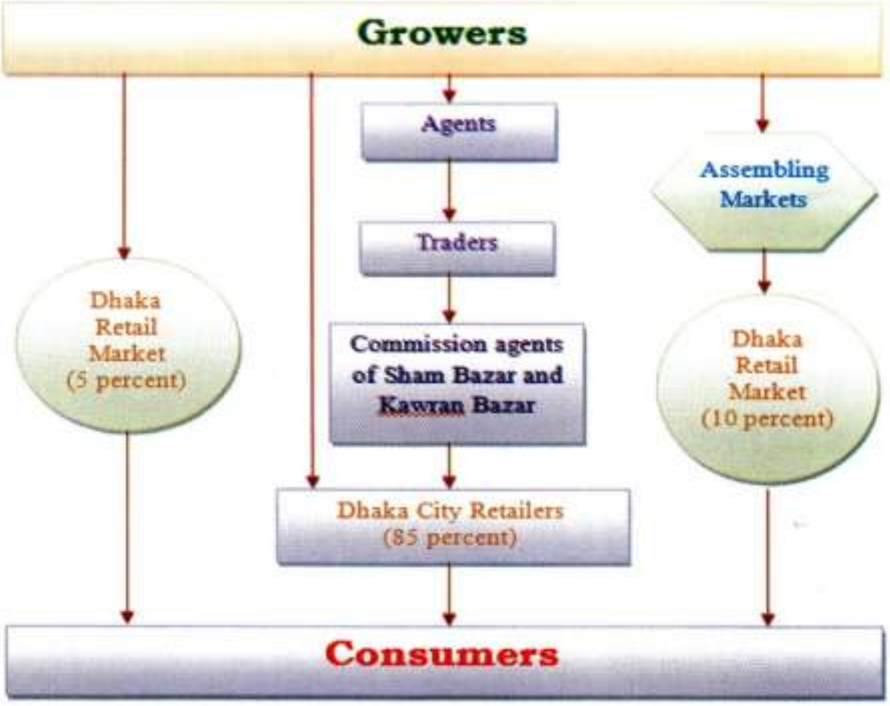

Figure-2: Channel for marketing vegetables in Dhaka City

3.2 Constrains in peri-urban agriculture

3.2.1 Economic problems

The future of urban fringe agriculture in Dhaka and other big cities in Bangladesh, particularly the crop sub-sector that includes vegetables, appears bleak, given the high price of land. Vegetable farming is labor-intensive and profitable. However, despite the many advantages, the farming area is steadily shrinking due to the high value of land. Alternative types of investment have thus become much more lucrative for landowners than farming or leasing to other farmers. Even seasonal leasing to brick manufacturers is more profitable.

Intensive, year-round vegetable cultivation in the highland areas is still a profitable enterprise, providing an annual return to a farmer of up to Tk. 300,000 from 5 acres. However, that same 5 acres can provide an income of about Tk. 500,000 when leased to a brick manufacturer for only six months [8]. Recently, hundreds of brick manufacturing companies have begun utilizing the low-lying agricultural land for brick production as a result of the high demand in the city destroying the topsoil in the process. The hundreds of brickfields visible in the urban areas area polluting the land, air and water of the city and its environs. In Savar alone, during the past three years the agricultural area has shrunk from 19,000 ha to 17,000 ha as the brickfields expanded[8]. Consequently, agricultural production centres are continuing to move even further a field.

The net profit from rice produced on 1 acre of farmland is about Tk. 10,000; yet, if a farmer sells 87,120 feet2 of soil from the same land, he can earn Tk. 40,000 [8]. Since the price of soil is increasing due to the high demand, farmers who are unable to grow three crops per year find selling soil an easy and profitable business. In addition, because Dhaka is expanding rapidly and the population is becoming very dense, many city dwellers are moving to, and constructing houses in, the peri-urban area. The price of prime agricultural highland is becoming amount of cash to enable then to start off ventures.

Medium-sized poultry farms that produce 2,000 eggs per day are also facing difficult conditions [8]. The annual net profit from those enterprises has declined to the point where many poultry farmers are giving up and switching to non-farm ventures.

3.2.2 Environmental Problems:

Year round intensive cultivation in the peri-urban areas needs adequate supplies of water. The main source of irrigation water is groundwater. The depletion of groundwater by too many tube-wells is already creating a problem during the dry season, when many of the wells become inoperable due to a low groundwater table. As a result, the area experiences a drinking water shortage.

Another problem is the application of chemical fertilizers without taking into account soil health and pesticides are sprayed so often that harmful levels remain in the vegetables. Indiscriminate use of fertilizers and pesticides are polluting water systems and creating health hazards among the urban population as well as the inhabitants of the production areas.

4.0 Government and City Policy

The Government of Bangladesh does not have any specific policy provision or legislation that promotes urban agriculture in general or rooftop garden in particular. There is no specific city policy that promotes urban agriculture in Dhaka. Until recently the official master plan of Dhaka has included a provision that "Three areas of high quality agricultural land within the catchment

area of Dhaka will be conserved and promoted as areas of high intensity food production". At the same time there are no policies that particularly restrict agriculture in the urban areas.

5.0 NGO Supports and Initiatives

NGOs have had a significant impact in the development activities in many sectors in the past. NGOs have appreciable impact in development particularly in rural areas. The role of the NGOs, particularly, Grameen Bank, Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) and PROSHIKA are well known. It is until very recently that the microfinance provider NGOs have started targeting the urban poor. BRAC has initiated an urban credit program for slum dwellers in 1997 which is targeted at women, especially recent arrivals [4] Provisions of microfinance for urban agriculture from other prominent NGOs such as ASA, Safe Save, Credit and Development Forum (CDF) are found extremely limited [4] As part of the vitamin A deficiency prevention program USAID Bangladesh currently supports an extensive home gardening program undertaken by the Helen Keller International (HKI) that covers 25% of the country together with other programs such as nutrition education and health worker training. This program has increased the production and consumption of fruits and vegetables in the working areas This initiative in the rural areas of Bangladesh could easily be replicated to the urban areas.

6.0 Opportunities of urban and peri urban agriculture:

Despite the problem encountered with urban and peri-urban agriculture the following opportunities are widely mentionable:

6.1 Typically urban agriculture involves the application of intensive production methods. This is consistent with agriculture pursued in an environment in which land is a scarce resource. It is also consistent with an industry in which economics will dictate land use in favour of the activity with the highest marginal value. Hence the iniquitousness of leisure based horticulture (ie. flowers, shades trees and manicured lawns), kitchen gardening, dairying and poultry production across almost every economic layer of the urban domain. So, urban agriculture is an important occupation for the unemployed and the under-employed and typically it competes with alternative sources of employment that also offers returns with a low opportunity cost.

6.2 Urban and per-urban agriculture enhances the freshness of perishable foods reaching urban consumers, thus increasing the overall variety and the nutritional value of available food. An important reason appears to be that food produced by consumers or in close proximity to them is often fresher than food that travels long distances to markets

6.3 Dhaka's climate is suitable for urban agriculture and the immigrants in Dhaka are remarkable for their innovation and adaptation. Many of them have first-hand experience in agriculture.

6.4 Large number of government and commercial office building roofs that are not currently under any use can be used for gardening. So, most of the rooftops of Dhaka are flat which are

suitable for gardening and most of the buildings are suitable for RTG as rooftops are easily accessible.

6.5 Other opportunities of urban and per-urban agriculture include:

- Easy access to consumer markets
- Less need for packaging, storage and transportation of vegetables;
- Non-market access to vegetables for poor consumers
- Proximity to services, including waste treatment facilities and
- Waste recycling and reuse possibilities.

7.0 Conclusion:

Dhaka is the largest and fastest growing city of Bangladesh. Rapid population growth in Dhaka has created severe pressure on the land of the already overcrowded country. Agricultural lands have given way to housing developments and roads in an agriculturally based economy like Bangladesh. With rapid and unplanned urbanization, incidence of urban poverty and food insecurity has been also increasing alarmingly in Dhaka [5] In the context of rapid urban growth, urban and peri-urban agriculture will need to play a much more important role in the overall development process of the urban areas of Bangladesh, despite the problems encountered. However, the question is how to ensure that urban and peri-urban agriculture remains sustainable and eco-friendly.

In order to realize the potential that urban agriculture does offer the poor of Dhaka City for sustainable improvements in their life-style and the productivity of their self-help employments, significant shifts in conventional thinking on urban poverty reduction through urban agriculture is essential. Public sector officials should actively integrate their thinking on poverty alleviation of urban poor through urban agriculture and should take innovative policies on infrastructure investment planning, and management of public places and urban space.

On the other hand for the flourishment of peri-urban agriculture, it is necessary to introduce legislative action to stop further expansion of the brick manufacturing industry on agricultural land surrounding Dhaka City. At the same time , the high chemical input-based agricultural system should be replaced with organic agriculture that makes more rational use of surface water and rain water.

References:

1. The World Bank., 2007. Dhaka: Improving living conditions for the urban poor. Sustainable Development Unit, South Asia Region, Report No. 35824-BD.

2. Islam, N., 1999. Urbanization, migration and development in Bangladesh: Recent trends and emerging issues. CPD-UNFPA Series 1. Dhaka: Center for Policy Dialogue.

3. Islam, N., 2005. Dhaka now: Contemporary development. Dhaka: The Bangladesh Geographical Society.

4. Remenyi, J., 2000. Poverty Reduction and Urban Renewal Through Urban Agriculture and Microfinance: A case Study of Dhaka, Bangladesh ,School of Australian and International Studies, Deakin Universiy,Geelong,Vie,3217,Australia

5. Afsar, R., 1999. Rural-Urban Dichotomy and Converge: Emergence Realities in Bangladesh in Environment and Urbanization.

6. UNDP, 1996. Survey Report on Urban Agriculture of Dhaka.

7. Siddiqui, A.B., 1992.National Horticultural Extension Programme, with special reference to vegetable activities in vegetable production and marketing, Asian Vegetable research and Development Centre (AVRDC), Republic of China.

8. Mayeed, Maliha and Choudhury N., 1996. Agriculture in urban Context: A case Study of Dhaka City,Oriental Geographer,Vol 40 ,P.2235

Climate Change and Rail Line Slum People: Dhaka, Bangladesh

-Md.Jahangir Ali, Senior Geographer, Urban Development Directorate (UDD)

Introduction: Dhaka the capital city of Bangladesh. Dhaka is the fastest-growing megacity in the world; its population is about 17 million, up from 12 million in 2005 and six million in 1990. By 2025, the UN says the city will be home to more than 20 million people. Urbanization is triggering up at a high rate (4.2%, BBS 2012) here. Its effect is seen in each corner of our everyday life, such as- sheltering, good governance, transport & communication, utility services, health, education and so on. Geographically, Bangladesh is one of the most vulnerable countries in the world. It is facing medium and large scale natural calamities like cyclone, flood, river erosion, saline intrusion, and drought and every year. As a result, millions of people are directly affecting by natural calamities and thousands of people are migrating to Dhaka city every year. As they think that, life could be survived by something doing there. Most of these homeless migrated people take shelter in different slums of Dhaka city. But they do not know the miserable condition of slums. Rail track beside slums have an extra problem and that is accident by rail. From a statistics report, it is known that, there 268 people died of rail accident in previous eight months (Prothom Alo: September 12, 2014).

In another survey, it is known that, over 30 illegal makeshift markets as well as slums have been set up on or near rail tracks in various parts of the capital including Karwan Bazar, Malibagh, Khilgaon Mogbazar Wireless Gate, Kamlapur and Gandaria which shows an unplanned urbanization and threat to normal life. Now Slums are usually called shanty town, favela, skid row, and ghetto.

Types of occupied Railway land: Occupied Railway lands are used in various purposes like makeshift slums, makeshift kitchen market, fish market, makeshift hotel, bakery, wholesale and retail fish market, tea stall, led machine workshop, grill making factory, spare parts making factory, garage and so on.

Who take shelter in slums: The people who are homeless due to effect of climate change like cyclone, flood, river erosion, drought, saline intrusion take shelter in slums. They take shelter in slums as they could be developed their fate. Many have migrated to Dhaka for economic reasons.

Types of Slum Dwelling beside Rail track: From a survey, it is known that, the size of every slum dwelling is 7 feet long and 4 feet wide. One point of light is Tk.100/=, and house rent is Tk.1000/= (Ittefaq: September 12, 2014). Somewhere entrance path is so narrow, made of bamboo mat that two men can't pass through at a time. All utensils like cookeries, bed seat, clothes remain under cot. In such a makeshift 5-6 persons live altogether. Makeshift toilet — a tiny bamboo structure with open drains — stinks, often, there is a lineup and "somebody or the other always gets into a fight about who was there first.

Facilities and or Problems in Slums: There is no sign of hygienic environment in slums at all. No supply system of drinkable fresh water distribution, medical care and no sewerage system there. There is no facility for education and recreation of slum children. As a result, when these slum children grown up they generally involved in various types of crimes- like drug selling and addiction, hijacking, pick pocketing, smuggling, terrorism etc. Most of the time influential's of the society involved in such misdeeds and they bound the slum people to do such miscreants, otherwise they can't exist there. Living in a slum has had both social and health consequences. Women and children are the most affected class in slums. The life expectancy of slum people is less than average figure of Bangladesh.

Consequences: Environmental and climate change, swelling food and fuel prices, economic slow-down, terrorism, new migration flows, and the risk of increasing conflicts over limited resources generally have a social, national and regional dimension. Most of the social conflicts occur within country is also by the acute climate affected people. There is a need for closer national and regional cooperation on such questions with a view to preventing different types of humanitarian crisis.

Way out of this Problem: Climate change is expected to trigger a migration like no other. As extreme weather, floods and drought force them to flee from their homes and land, most heed to the capital slums. But actually, this is not the final solution. For medium and long term problem measures should be taken to solve this problem:

- Government as well as society should have a commitment to solve this problem
- Necessary economic and land use planning should be taken to enhance their livelihood
- Awareness should be build up through socio-economic and cultural development of the slum people
- Slum development activities should be taken in various ways
- Experience should be exchanged with developed countries to enhance the livelihood of slum people
- Incorporate the slum people with the main stream of nation development
- Slum people should be involved for slum development related any policy making
- Railway, Law and Order enforce Department and other related departments should play necessary role to development livelihood of the slum people

Some Slum pictures of Dhaka city, Bangladesh

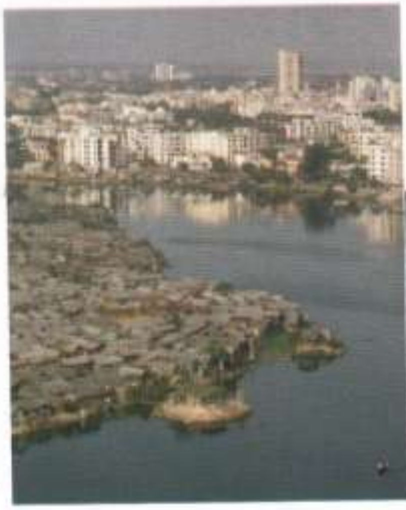

Pic-1: Slum of Dhaka

Pic-2: A slum family of Dhaka city

Pic-3: Within and beside Rail track slums of Dhaka

Conclusion: If other countries help Dhaka with the organizations of water distribution, Medicare and air pollution, it will significantly reduce the risk of disease and death by unhealthy living conditions. Economic growth and planning is necessary for Dhaka's slums in order to save lives and create a healthier and safer environment. Railway authority and law & enforcement department also should play necessary role in this regard.

COMMUNITY PARTICIPATION IN CONSTRUCTION AND RENOVATION OF SANITARY LATRINES IN THE SLUMS OF KHULNA CITY

Tusar Kanti Roy
Assistant Professor
Department of Urban and Regional Planning, Khulna University of Engineering & Technology (KUET), Khulna-9203, Bangladesh. E-mail:tusarpln@yahoo.com

1. INTRODUCTION

According to the UN Habitat, an estimated 77% of the people in developing countries are expected to live in urban areas by the year 2025, and half of them in informal settlements; thus the provision of sanitation services in poor urban areas is a major challenge for the 21st century (Manase Gift., et. al, 2000). Bangladesh with a population of 140 million in a relatively small land is one of the world's most densely populated countries. A vast majority of the urban population lives in slums, derelict areas of towns and cities, and sprawling peri-urban fringe areas. Despite huge investments in sanitation during the United Nations International Drinking Water Supply and Sanitation Decade (1981-90), over 2.4 billion people still lack access to adequate sanitation services and an estimated 3 million children die each year of dehydration related to diarrhoea (WHO, 2000). The level of services of sanitation is extremely poor in the slum areas. It is recognized that for sustainability of a sanitation project in slum, widespread stakeholder consultation is necessary. The questions of eligibility, choice of technology, cost sharing, and involvement of community, for operation and maintenance, have assumed significance. It is felt that the technology chosen should give the community the highest service level, which is willing to pay for, will benefit from, and has the institutional capacity to sustain. In the case of sanitation, NGOs are providing extension services with the aim of increasing poor people's access to environmental sanitation to reduce the child mortality rate. Community participation develops sense of ownership and greater willingness to help programmes succeed. Training, orientation, planning meeting etc. with community participation for construction and renovation are important for making sanitation system sustainable. Thus, current strategies emphasize that it is better to do the work properly ensuring sustainability rather than meeting short-term targets and risking long-term failure. Plainly stated, this means that it is better to do it right rather than construct quickly without consulting user communities or checking environmental standards among other things.

2. OBJECTIVES OF THE STUDY

Objectives of the study are:

- To study the level of community participation in different aspects of construction and renovation of latrines in the slums of Khulna City

- To find out the problems of ensuring community participation in construction and renovation of sanitary latrines
- To draw some suggestions for enhancing community participation in the construction and renovation of sanitary latrines

3. METHODOLOGY

The study was conducted during 2008-2009 in three slums of Khulna City. The slums are Rupsha slum, Montu Colony slum and Kulibagan slum. Primary data for the study was collected through structured household questionnaire survey, interview with group and committee members of sanitation and related projects, and concerned GO-NGO staffs. A total of 384 households (22%) were randomly selected and surveyed from the slums, where 215 households were from Rupsha slum, 75 households were from Montu Colony slum and 94 households were from Kulibagan slum. Books, project reports and implementation guidelines, journals, newspapers etc. were reviewed as secondary data sources.

4. KHULNA CITY AND STUDY SLUMS

Khulna is the 3rd largest industrial city of Bangladesh. It is a divisional city and acts as regional hub of administrative, institutional, commercial and academic affairs. It is located on the banks of the Rupsha and the Bhairab rivers. The city covers an area of 45.65 square kilometers with a population of near about 1.5 million. There are 520 slums in Khulna city. Most of the slums of Khulna City have established after 1971, the year of independence of Bangladesh. About 73% slums have been established after 1971. Among 73% slums, 15.2% in 1971-75, 15.8% in 1976-80, 12.9% in 1981-85, 10.2% in 1986-90 and the rest 18% in 1991-2005. In the slums of Khulna city 188,442 poor and landless people live. Density of population per acre and per kilometer in the slum area is 538 and 132,988 respectively (CUS, 2006).

Among the study slums, Rupsha Slum on Government khas land and Christian community land is situated in Ward 22 of Khulna City Corporation. It is on the west side of Rupsha embankment of BWDB which is along the western bank of River Rupsha. Total land area of Char Rupsha Slum is 4.0 acre. Around 5,500 people live in around 1,000 households. Joragate Montu Colony Slum is situated in 21 Ward of Khulna City Corporation. The land is owned by the Railway Department of the Government of Bangladesh. There are 350 households in the slum with a population of around 1,925. Kulibagan slum is in Ward 3 of Khulna City Corporation. Area of the slum is 2.5 acre. Around 2,390 people live in around 435 households and workers mess of the slum. The land of the slum is owned by Ispahani Group of Industries.

5. COMMUNITY PARTICIPATION IN BANGLADESH NATIONAL POLICY ON SANITATION

Community or user-owned water and sanitation facilities requires an appropriate feeling of ownership, accepting voluntary functions, strong internal communication and good back-up from the outside including relevant training. Too often the 'coverage' figures given for water and sanitation facilities are not real. Ownership by one or a few powerful families may lead to good O&M but will defeat the purpose of the improved water supply and sanitation facilities by not providing safe water and sanitation facilities to the whole potential user group. Certain physical pre-conditions are also needed such as: good quality construction, acceptable quality of water, availability of spare parts and oil/petrol or electricity if relevant. Transparent and honest financial management are particularly important for sustaining community managed schemes. The Bangladesh National Policy for Safe Water Supply & Sanitation 1998 is clear in its focus on the community participation for sanitation management. It states that local government and communities shall be the focus of all activities relating to sanitation. All other stakeholders including the private sector and NGOs shall provide inputs into the development of the sector within the purview of overall government policy with DPHE ensuring coordination (LGD, 1998).

6. RESULTS AND THE FINDINGS

6.1 Organizations for Sanitation and Sanitation Projects in the Slums

Government bodies and NGOs implement some slum improvement programs in pursuit of meeting the needs of the poor slum people in the urban area. The organizations that absolutely work on sanitation are the sanitation organizations. There are some organizations that keep sanitation as one of the major components of their implemented development projects. List of sanitation and related projects implemented in the slums in Khulna City during the period 1985-2009 is enumerated in the Table 1. Once the previous sanitation projects and sanitation components do not sustain, repeated sanitation projects are needed for implementation in the slums.

6.1.1 Organizations for sanitation in Khulna City

There are specific government organizations (GOs) and NGOs in Khulna City that implemented and still now implementing some sanitation status improvement projects in the slum areas since 1985.

Government Organizations

LGED, KCC and DPHE have been working in Khulna City for slum status improvement since 1985 through SIP. WASA has also been established in Khulna City in 2008 for providing water and sanitation services in Khulna City. Before establishing KWASA, KCC was responsible for the water supply and sanitation services in Khulna City. All the staff of the Water Supply Department of KCC has been shifted in KWASA. Activities of KWASA at this primary stage are preparation of plans for water supply networks and infrastructures, taking initiatives for collection of arrear water bills and system development etc. Firstly, KWASA has started to work for water supply and gradually it will work for sanitation and drainage.

Non Government Organization (NGO)

World Vision (WV) mainly works with temporary slums that are of cluster type and poor in drainage, road and sanitation condition on government land which are under threat of eviction. People of such slums have lack of land to establish latrine for individual households. It has started its development interventions in the Khulna City slums around 10 years ago. It provides supports to establish sanitary latrines and construct low cost houses. All the groups of WV are of female. Each group consists of 30 women. Nabolok Parishad, a local NGO has been working in Khulna City with implementation of the ASEH project funded by WaterAid Bangladesh (WAB) since March 2005. WAB has been supporting both financial and technical supports to Nabolok for promotion of sanitation in poor urban areas especially in the slums.

Private Sector Organizations

In Khulna City there are a large number of profit making public sector organizations in the form of contractors, enterprises and shops for production, marketing, installation, maintenance and repairing of both low cost and high cost sanitary latrines. These private organizations also work as supporting organizations for installation, repair and maintenance of water supply systems and facilities.

6.1.2 Sanitation and related projects in the slums of Khulna City

A number of sanitation and related projects starting with Slum Improvement Project (SIP) since 1985 have been implemented in Khulna City. Brief of these projects with title, donors, implementation period, implementing agency and project area are shown in the Table 1.

Table 1: Sanitation and related projects in the slums in Khulna city

Sl.	Title of the Project	Donor	Period	Implementing Agency	Project Area/KCC Wards
1.	Slum Improvement Project (SIP) Phase I & II	GOB, UNICEF	1985-1995	LGED through KCC	All Wards (1 to 31)
2.	Urban Basic Service Delivery Project (UBSDP)	GOB, UNICEF	1994-1996	LGED through KCC	All Wards (1 to 31)
3.	Support for Basic Service in Urban Areas Project (SBSUAP) Component-Part II	GOB, UNICEF	January 2001-June 2006	LGED through KCC	All Wards (1 to 31)
4.	Urban Slums and Fringes Project	GOB, UNICEF	1999/2003-2006	LGED through KCC	19 Wards (3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30 & 31)
5.	Local Partnership for Urban Poverty Alleviation Project (LPUPAP)- Part I	GOB, UNDP, UNCHS	January 2000-June 2006	LGED through KCC	All Wards (1 to 31)
6.	Urban Partnership for Poverty Reduction Project (UPPRP)	GOB, UNDP, DFID, UN-HABITAT	July 2006-June 2013	LGED through KCC	All Wards (1 to 31)
7.	Advancing Sustainable Environmental Health (ASEH)	WaterAid Bangladesh	April 2005-March 2008	Nabolok Parishad	All Wards (1 to 31)
8.	Micro-credit and Child Education Sponsorship Project	USAID	1998 to till now	World Vision	Slums and fringe areas

Source: KCC, DPHE and Nabolok Parishad Office, 2008.

6.2 Different Types of Latrines Used by Slum People of Khulna City

Table 2 reveals that about 55.5%, 20.1% and 15.2% households of the study slums used septic tank system community latrines, twin pit water sealed latrines and simple single pit latrines respectively.

Table 2: Access to different types of latrine by households

Name of slums	Types of the latrine				Total
	Septic tank system community latrine	Twin pit water sealed latrine	Simple single pit latrine	Hanging latrine	
Rupsha slum	123	37	24	32	215
	57.0	17.0	11.0	15.0	100.0
Montu Colony slum	21	2	49	3	75
	28.0	3.0	65.0	4.0	100.0
Kulibagan slum	70	20	5	0	94
	74.0	21.0	5.0	0.0	100.0
Total	213	59	77	35	384
	55.5	15.2	20.1	9.2	100.0

Source: Household survey, 2008-2009.

6.3 Sharing Pattern of Latrines by Households

Most of the dwellers of study slums were found to use shared latrines. Almost all the twin pit and community latrines are used in shares. In general, twin pit latrines are used by 2 to 3 families and community latrines are used by 15-30 families. Table 3 reveals that in the study slums 42.7% and 31% households used community latrines and twin/single pit latrines in shares.

Table 2: Access to different types of latrine by households

Name of slum	Sharing pattern			Total
	Self (Single pit latrine)	Shared (Twin & single pit latrine)	Community (Community latrine)	
Rupsha slum	4	34	62	215
	1.9	15.8	28.8	100.0
Montu Colony slum	8	60	32	75
	10.7	80.0	42.7	100.0
Kulibagan slum	5	25	70	94
	5.3	26.6	74.5	100.0
Total	17	119	164	384
	4.4	31.0	42.7	100.0

Source: Household survey, 2008-2009.

6.4 Community Participation in Construction and Renovation of Sanitary Latrines

Reducing burden to poor people, develop sense of ownership, develop sense of prestige and develop responsibility for repair & maintenance of latrines are mainly the reasons in favour of cost sharing for sanitation system development in the slums.

Table 4: Reasons in favour of cost sharing for sanitation system development in the slum

Name of slums	Percentage of households with reasons				Total
	Reducing burden to poor people	Develop sense of ownership	Develop sense of prestige	Develop responsibility for repair & maintenance	
Rupsha slum	129	32	11	43	215
	60.0	15.0	5.0	20.0	100.0
Montu Colony slum	60	3	5	8	75
	80.4	3.6	6.0	10.0	100.0
Kulibagan slum	53	22	12	6	94
	56.9	23.8	12.7	6.5	100.0
Total	243	57	27	57	384
	65.8	14.1	7.9	12.2	100.0

Source: Household survey, 2008-2009.

Table 4 reveals that 65.8% and 14.1% respondents of the study slums have mentioned respectively reducing burden to poor people and developing sense of ownership as the reasons in favour of cost sharing for sanitation system development in the slums. Twin pit and community latrines required comparatively higher amount to share than the single pit latrines.

Table 5: Cost sharing by slum households for establishment of latrines

Name of slum	Percentage of households with amount of shared cost (In Tk.)			Total
	<500	500-1,500	>1,500	
Rupsha slum	16	177	22	215
	7.5	82.5	10.0	100.0
Montu Colony slum	55	20	0	75
	73.5	26.5	0.0	100.0
Kulibagan slum	0	53	41	94
	0.0	56.0	44.0	100.0
Total	71	250	63	384
	19.8	64.8	15.4	100.0

Source: Household survey, 2008-2009.

Table 5 reveals that most of the households i.e. 64.8% households shared cost ranges Tk. 500-Tk. 1,500 for establishment and construction of latrines in the study slum. New construction cost of WatSan facilities is found higher than the renovation cost. This is why community people can contribute much more for renovation than new construction.

Table 6: Cost sharing by communities for construction and renovation of WatSan facilities under ASEH during 2007-2008

Sl.	Name of slum	Name and code of latrine	Total cost	Project grant	Community fund	% of Community contribution	Remark
1.	Rupsha slum	Hemayet and Sufir Community Latrine (Nabolok-ASEH-Reno-05 July 07)	12667	10777	1890	14.92%	Renovation
2.	Rupsha slum	BRAC School Bastee (Saat Bhai) Community Latrine (Nabolok-ASEH-Reno-07 Oct 07)	9644	8150	1494	15.49%	Renovation
3.	Rupsha slum	BRAC School Bastee (Jamal Goli) Community Latrine (Nabolok-ASEH-Reno-09 Nov 07)	12405	10500	1905	15.36%	Renovation
4.	Rupsha slum	BRAC School Bastee (Burjuk Khar Goli) Community Latrine (Nabolok-ASEH-Reno- Sep 07)	8484	7029	1455	17.15%	Renovation
Sub-total			43200	36456	6744	15.61%	
1.	Montu Colony slum	Montu Colony Community Latrine (Nabolok-ASEH-067/Feb/08)	75666	71526	4140	5.47%	New construction
2.	Montu Colony slum	Montu Colony Community Latrine (Nabolok-ASEH Mardh/08)	71181	66321	4860	6.83%	New construction
Sub-total			146847	137847	9000	6.13%	
1.	Kulibagan slum	Kulibagan Community Latrine (Nabolok-ASEH-96/Oct'08)	176784	162168	14616	8.27%	New construction
2.	Kulibagan slum	Kulibagan Community Latrine (Nabolok-ASEH-97/Oct'08)	92704	83620	9084	9.80%	New construction
3.	Kulibagan slum	Kulibagan Community Latrine (Nabolok-ASEH-104/Oct'08)	176956	162112	14844	8.39%	New construction
Sub-total			446444	407900	38544	8.63%	
Grand Total			636491	582203	54288	8.53%	

Source: Field Survey, 2008-2009.

Figure 1: Constructed community latrine in Montu colony slum (2009), where community contribution was Tk. 14,616 and the ASEH grant was Tk. 1,62,168.

Figure 2: Renovated community latrine in Rupsha slum (2009), where community contribution was Tk. 1,455/= and ASEH grant was Tk. 7,029.

Table 6 shows that of the total cost of Tk. 6,36,491 for construction and renovation of 9 (nine) community WatSan facilities in the study slums under ASEH, Nabolok. Community people contributed Tk. 54,288 which is 8.53% of the total cost. Community people of Rupsha slum contributed 15.61% cost for renovation of 4 (four) WatSan facilities, whereas it shows that community people of Kulibagan slum contributed 8.63% cost for new construction of 3 (three) WatSan facilities in Kulibagan slum.

6.5 Areas of Consultation with Community for Construction of Latrines

Selection of place, cost sharing & accounts, purchasing of hardware & materials, overseeing construction works, repair & maintenance mechanism of latrines may be the areas of consultation needed with community for establishment of latrines in the slums. Table 7 reveals that 48.8%, 25.7% and 13.7% households respectively of the study slums have mentioned selection of place, cost sharing & accounts and repair & maintenance mechanism of latrines should be the areas of consultation needed with community for establishment of latrines in the slums.

Table 7: Areas of consultation needed with community for establishment of latrine

Name of slums	Percentage of households with areas of consultation					Total
	Selection of place	Cost sharing & accounts	Purchasing of hardware & materials	Overseeing construction works	Repair & maintenance mechanism	
Rupsha slum	103	17	19	32	43	215
	48.0	8.0	9.0	15.0	20.0	100.0
Montu Colony slum	56	10	2	2	6	75
	74.0	13.0	3.0	2.0	8.0	100.0
Kulibagan slum	15	52	12	2	12	94
	15.5	55.8	13.2	2.3	13.2	100.0
Total	173	79	34	36	61	384
	48.8	25.7	8.4	6.4	13.7	100.0

Source: Household survey, 2008-2009.

A significant portion of community people of the study slums was not informed the cost of establishment of latrines. Table 8 reveals that 65.4% households did not know the cost of establishment of latrines.

Table 2: Access to different types of latrine by households

Name of slum	Percentage of households with answers		Total
	Yes	No	
Rupsha slum	75	140	215
	35.0	65.0	100.0
Montu Colony slum	45	30	75
	59.7	40.3	100.0
Kulibagan slum	13	81	94
	13.8	86.2	100.0
Total	133	251	384
	34.6	65.4	100.0

Source: Household survey, 2008-2009.

7. PROBLEMS OF COMMUNITY PARTICIPATION IN CONSTRUCTION AND RENOVATION OF LATRINES

Povery, lack of knowledge on causes, consequences and remedial measures of using unsanitary latrines are the main problems of community participation in construction and renovation of latrines. The slum dwellers have very little technical know how on latrine preparation and installation technology. Besides, there had very little scope to be involved in the supervision activities for preparation and installation of latrines in most of the government projects. They could not bargain with the contractors and raise their voice to the project officers for improving quality of the latrines. Government officials and contractors were mainly involved in installation of sanitary facilities. Community involvement was bare minimum in installation of sanitary latrines, tubewells etc. LPUPAP and ASEH projects had better mechanism and practical interventions of community participation than other projects implemented in Khulna City.

8. SUGGESTIONS FOR ACCELERATING COMMUNITY PARTICIPATION IN CONSTRUCTION AND RENOVATION OF LATRINES

More publicity, provision of more organized and regular meetings in the community, providing incentives to community members and providing more quality sanitation facilities may be the means and ways of ensuring more community participation in sanitation projects. Previous sanitation projects could not ensure community participation up to the mark due to lack and absence of effective publicity, provision of organized and regular meetings in the community, providing incentives to community members and providing more quality sanitation facilities. Table 9 reveals that 41.53% households of the study area have mentioned provision of more organized and regular meetings in the community as the most effective means and ways of ensuring more community participation in sanitation projects.

Table 9: Means and ways of accelerating community participation in sanitation projects

Name of slums	Percentage of households with means and ways				Total
	More publicity	More organized regular meetings	Providing more incentives to community	Provide more quality sanitation facilities	
Rupsha slum	62	90	55	8	215
	29.0	42.0	25.5	3.5	100.0
Montu Colony slum	15	26	24	10	75
	20.0	35.0	32.0	13.0	100.0
Kulibagan slum	32	45	16	2	94
	33.9	47.6	16.9	1.6	100.0
Total	109	161	95	19	384
	27.6	41.5	24.8	6.1	100.0

Source: Household survey, 2008-2009.

9. CONCLUSION

Cost sharing by the community for construction of latrines has been recognized as an acceptable option both at international, national and local level. Reducing burden to poor people, develop sense of ownership, develop sense of prestige and develop responsibility for establishment, renovation and repair & maintenance of latrines are mainly the reasons in favour of cost sharing for sanitation system development in the slums. Twin pit and community latrines required comparatively higher amount to share than the single pit latrines. Saving or paying a very insignificant amount at regular interval in a community fund can be an option of raising community fund. Training, orientation, planning meeting etc. with community participation for construction and renovation are important for making sanitation system sustainable.

REFERENCES

Chattopadhyay, S., Sustainable Water Supply and Sanitation – City Planner's Role,Kharagpur, India: Indian Institute of Technology, 2003.

CUS (2006), Slums of Urban Bangladesh-Mapping and Census, 2005, Center for Urban Studies (CUS), Dhaka, Bangladesh.

GoB (1998), National Policy for Safe Water Supply & Sanitation, Government of People's Republic of Bangladesh, Dhaka.

Manase Gift., Mulenga Martin., and Fawcett Ben 2000 Linking Urban Sanitation Agencies with Poor Community Needs: A Study of Zambia, Zimbabwe and South Africa, UK.

WHO (2000). "Global water supply and sanitation assessment report 2000" World Health Organization, Geneva.

LGED (2007), LPUPAP Final Report, 2007, LGED, Dhaka.

Hearing the Voices of the Urban Poor: A closer look at the Slums of Sreemangal Pourashava

Mohammed Saiful Islam[1]
Roxana Hafiz [2]

Introduction

Bangladesh has been experiencing rapid urbanization since its independence in 1971. Even though, less than 30% population in Bangladesh live in the urban areas at present, the rate of urbanization in the country is high and it has been predicted that about 50% population in Bangladesh will live in urban areas by 2040 (Jahan and Kalam, 2010). With increasing population, the number of urban poor is also growing. The fact is that the urban poor cannot afford to meet their basic needs (which includes food/nutrition – 2122 K. calories, clothing, primary health care, education and shelter) with the income they earn (Islam, 1994). It was estimated that 28 percent of the population in urban areas were living below the poverty line (BIC, 2011). So, it would be simply injustice, unfair and discriminatory if urban development policies, planning and strategies leave the urban poor out of the urban planning processes. But evidence does show that the urban poor are indeed ignored in the formal development policies and plans (Ullah and Mahmood, 2010).

The municipal authorities view most people living in slums as illegal. Because of this view, the municipal authority does not plan, provide or manage any services to the urban poor; they are disregarded and their voices unheard. They are also excluded from services/benefits (such as water, roads, sanitation and sewage etc.) that are provided so easily to affluent citizens at nominal cost (CUS, 2006). The attitudes and approaches of the municipalities perpetuate the levels and scale of poverty and this impact the urban area as a whole (UNCHS, 2004). Living in slum is an unavoidable reality of the future; efforts must be made to build the slums of urban areas into sustainable communities (Islam et al., 1997). Slum can be upgraded most effectively when town wide planning approaches are adopted (UNCHS, 2004).

World Habitat Day is the one day set aside annually to recognize the basic right of all humanity to adequate shelter, and to encourage grassroots action toward ending poverty in housing. The Day is also intended to remind the World of its collective responsibility towards the future of human habitat." This year's theme, 'Voices from Slums'- intends to give recognition to life in slums, give voices to slum dwellers seeking to improve quality of living conditions in existing slums. This article seeks to raise awareness regarding living conditions in slums.

Town Planner, Sreemangal Pourashava, Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives Email: saifulurp29@gmail.com
Professor, Department of Urban and Regional Planning, BUET, Email: rhafiz@urp.buet.ac.bd

Basically it attempts to explore some innovative initiatives through which an Urban Local Body in Bangladesh, namely Sreemangal Pourashava is being made voices heard from its slums to ensure urban poor participation in the municipal planning process.

The Urbanization of Poverty

Urbanization usually occurs when people move from rural areas to urban areas to settle, in hope of a higher standard of living (Rahman, 2004). The increasing rate of migration from rural areas to the urban area, besides urban area expansion and natural population growth, has added a challenging dimension to the existing characteristics of the urban structure. Obviously to accommodate this increasing urban population, it would be imperative and even unavoidable to provide or to extend civic facilities and services including housing, transport and communication, water supply, drainage and sewerage, electricity etc. (Nahiduzzaman, 2006). Hence the municipal authority offers its urbanites a number of limited basic services like water supply, waste management, road transport and so forth. Nevertheless, compared to the total demands these services and facilities are far from being adequate in terms of both quantity and quality.

The result is, all the municipal dwellers feel the consequences of inadequately planned and ill-managed urbanization, but it is the poorest households who are affected most severely (Jahan and Kalam, 2010). They are not only the most vulnerable to poor health, insecurity and other risks, but public services are often concentrated in more affluent areas and beyond the reach of many. This situation drives the growth of more severe forms of urban poverty as vulnerable citizens – both new migrants and long term residents – find themselves unable to protect their families against the consequences of unemployment, ill health, eviction, crime or other 'shocks' that strip them of their assets, destroy their livelihoods and keep them trapped in poverty.

Slums as a failure of Governance

The urban setting as we know it today is a complex and dynamic situation that has a profound impact on the living condition of the urban poor. Three interrelated characteristics of urbanization make it different from what it was in the past: 1) the rapid rate of urban growth and its effect on municipal governments; 2) the upsurge in poverty and its effect on the urban economy; and, 3) the proliferation of slums and their impact on the urban environment and the environment's impact on slums. Combined, these conditions give rise to "new urban settings" characterized by a radical process of change with positive and negative effects, increased inequities, greater environmental impacts, expanding municipal areas and fast growing slums (WHO, 2005). Slums represent a failure of governance (WHO, 2005). Exponential population growth is taking place without the corresponding ability of urban areas in the developing world to expand public provision of adequate shelter, basic infrastructure and services, and gainful employment. As a result, in nearly all urban centers, there are neighborhoods with little or no

In order to address the conditions of voices from slums and informal settlements of municipality, the relationship between the local government and its citizens, particularly the urban poor, may need to be redefined (UNMP, 2005). New and more effective ways of working with local communities, people's organizations, the private sector and other stakeholders is an underpinning theme of modern urban municipal governance. Slum dwellers and informal settlers must acquire an appropriate voice in this process. Their participation in decision-making processes that affect their lives is critical. But engaging slum dwellers in governance does not happen in a vacuum. Neither can it be achieved overnight. High levels of participation in governance are usually enabled by system wide reforms and changes that shape policy and institutional practices toward greater responsiveness to "felt needs" of vulnerable groups in the long term (UNMP, 2005). Values and principles that underpin more sustainable forms of urbanization may prove to be useful in this process.

Making Voices Heard: An Integrated Approach to Improve the Living Condition of Slum dwellers in Sreemangal Pourashava

Integration of urban poor in the urban development processes means making voices of the urban poor heard to include their aspirations within the municipal areas. This means that the urban planning systems should have to respond and relate to the urban poor in the urban development policies and strategies, and if not so, then create such processes to do so (Mahadevia et al., 2009). In this regard, the Sreemangal Pourashava adopted some innovative initiatives on its own from the premise that the urban poor are an integral part of its community.

Sreemangal Pourashava is located in Sylhet division and it is one of the old Pourashava in this region. It came into existence as a Thana in 1922 and it was established as a Pourashava on 1935 and became an "A" class Pourashava on 2002. In the pourashava, there are 9 slum areas that identify the poor people (UTIDP, 2013). The pourashava promotes good governance, builds capacity to improve its performance by mobilizing its own resources and assists poor communities through grassroots organizations under the Poverty Reduction Action Plan (PRAP), Gender Action Plan (GAP), and Community Based Organization (CBO) etc. for the planning, implementation and monitoring of different programs that affect their lives and living conditions as well. Hence, a closer look at slums of Sreemangal Pourashava, to see how voices of the urban poor are being heard. Special initiatives adopted in this regard are presented as case studies below.

Making Voices Heard of Urban Poor: Some Case Studies

Case Studies under the Poverty Reduction Action Plan (PRAP) of Sreemangal Pourashava

Case Study 01: Computer and Accounts Training for the Poor Students

In a bid to bridging the digital gap between the rich and the poor a 'Computer & Accounts Training' was held at the Pourashava Resource Corner for one month where 24 adolescent poor girls gained training. This course encompassed MS word, MS Excel, Photoshop, Internet and Basic Accounts. Module was designed in a way so that the participants can later compete in the market. Trainees came from poor families who are unable to obtain any education in formal institutions. For instance, Nurjahan Akhter, a student of class 8 eagerly enlisted her name to learn about Computer operation. She lives with her family at Rail Colony (a slum in Ward no. 4). Her father is a day laborer and mother runs a small tea stall. Nurjahan after returning from school helps her parents to run the tea stall. After completing her training, she plans to take up a job that requires skills in ICT, i.e. computer. Besides this, her opinion is that knowledge in basic accounts will help to record of her family business also.

Photo 01: Introducing Ceremony of the Mayor with the Poor Students

Photo 02: Computer & Accounts Training for the Poor Students

Case Study 02: 'Shisu Bikas' a Child Welfare Activities

People living in the slum area lead very deplorable life where children are most vulnerable to any natural and socio-economic calamities. Especially, children at slum areas are deprived of proper health care, education and entertainment facilities which are very much important for their physical and mental growth. An initiative for this reason has been taken up to orient and encourage them to health and hygiene education through simulation and stimulating games. As part of this initiative, a program namely 'Shisu Bikas' took place with the support of the Slum Development Officer at Labor Colony (a slum of Ward no. 6) on 27th of June, 2013 which encompassed different event like recitation, competition on general knowledge, and education on nutrition, health & hygiene. Children numbering 13 (thirteen) took part in the program where 5 were female. They looked enthusiastic, encouraged and participated spontaneously. The program concluded with awards been given to the winners of the General Knowledge Competition. Taslima Begum, president of Slum Improvement Committee (SIC) opined that it was first event of this kind in their slum and if it continued children would grow with sound psychosomatic and

physical health. Impact and outcome might be higher than can be expected and with the findings more programs will be organized in other slums in the future. It is expected that such initiatives may open up new horizons for slum children with regard to education, raising future leadership from among them, and healthy life in the days to come.

Photo 03: Poor Children are participating in Health and General Knowledge Class

Photo 04: Participation of the Poor Students in a Cultural Program

Rakib, from Labor Colony, a 7 years old boy and Rima, from Gangpar Colony (a slum of Ward no. 1), a 8 years old girl used to miss school. Tahmina Akhter, Chandni Akhter from Rail Colony (a slum of Ward no. 5) and Akkas from Siraj Miah Colony (a slum of Ward no. 6) did not know about proper sanitation and nutrition. Hasan, Tanvir and Mukta Begum from Labor Colony (a slum of Ward no. 6) never paid homage to Language Martyrs. Now situation has changed in the slums and other cluster areas. Children go to school regularly, and practice proper personal hygiene. They keep their nail clean and behave well with their parents and elders. All Credit of this achievement go to Shisu Bikas Program undertaken by the Sreemangal Pourashava. In a serial to the ongoing program Pourashava undertook a cultural program with these children started with paying homage to the Language Martyrs on the last 21st February, 2014 and was covered by the local national dailies (e.g. The Daily Star, The Daily Somokal etc.).

Photo 05: Participation of the Urban Poor Students in an Art Competition

Photo 06: Prize and Certificate giving Ceremony

Case Study 03: Free Medical Service for the Urban Poor

Urban poor people are more exposure to health related risks than that of rural areas due to unhealthy living conditions, impact of climate change, lack of pure water, sanitation etc. Women, children, adult, disabled and minorities are especially more vulnerable among those to the diseases arising out from unhealthy environment. Sreemangal Pourashava keeping this issue in mind has undertaken a rigorous program in support of Upazila Health Complex under its PRAP namely 'Free Medical Campaign' for poor women, children and aged adults. This program has been going into operation comprising people of slums and poor cluster areas. Starting from April, 2014 it has in the meantime covered 7 slums and 7 words. A total of 599 patients (Male: 101, Female: 498) have received medical treatment with free medicines as required. Now they feel well. Besides, Pourashava has prepared a guide lines in this regard with having Behavioral Change Communication (BCC) materials in line with National Urban Health Strategy, 2012 and National Hygiene Promotion Strategy, 2012. Apart from this Sreemangal Pourashava linking with BRAC Health Program organized an 'Eye Care Campaign' dated on 3rd October, 2013. Number of beneficiaries was 200 (105 Male and 95 female). As these programs have got a momentum with great success and citizen's satisfaction Pourashava finally has decided to keep it continue forwards.

Photo 07: Eye Campaign at Pourashava Compound

Photo 08: Medical Treatment Campaign

Case Studies under the Gender Action Plan (GAP) of Sreemangal Pourashava

Case Study 01: Formation of Adolescent Girls Club

Lima studies in eleventh class of a College and borne in a traditional family. She had no idea about women rights, adolescent health etc. She views that many like her are in dark in this regard. Due to this fact, Sreemangal Pourashava in consultation with Government Departments of Women Affairs, BRAC Adolescent Development Program has initiated to establish three Adolescent Girls Clubs in Semoly (cluster of Bilash CBO), Purbasa Residential Area (CBO and Slum) and in Labor Colony respectively. Number of members of each clubs stand at 25 to 30.

They have been provided with Adolescent Magazines collected from BRAC Adolescent Development Program. Some Club members also are selected for IGA (Income Generating Activities) training (on Computer & Accounts). Besides, they sit weekly together and involve in discussion of current issues. Now they know well about gender and women rights.

Photo 09: Mayor is distributing books to Adolescent Clubs

Photo 10: Adolescent girls are reading Magazines in circle

Case Study 02: Leaflet on Gender and Women Rights

In the process of building awareness on Gender & Women rights Pourashava published a Leaflet (1000 copies) and it is being distributed among CBO, Town Level Coordination Committee (TLCC), Ward Level Coordination Committee (WLCC), Pourashava staff, Councilors, Community Leaders and other people. People have appreciated it very much. Because, this covers relevant laws, contract numbers of GO-NGOs who works on legal aid and provides support to victim of gender violence. Besides, it is also being distributed to the Primary Group (PG) and Slum Improvement Committee (SIC) members in the targeted slums. Now the community people especially those who have been disadvantage for long can communicate with respective departments in case of Gender, Violence against Women etc. Already SIC members in Gangpar Colony have made a communication with BRAC Legal Aid for helping a divorced woman.

Photo 11: Leaflet on Gender & Women Rights

Case Study 03: Training on Gender and Women Rights

As training helps changes of motivation and build capacity, Sreemangal Pourashava in this regard has embarked on with wholehearted enthusiasms. Following this matter, trainings on different gender related issues have been arranged for elected members, staff, civil society and community people. Now there is an affable working environment in the pourashava because almost all including CBOs and SICs leaders are aware about gender and women rights. Therefore, there has also been a great impact in the community with low rate of violence against women.

Other than these trainings, IGA training helps women in empowering financially. Following this 3(three) female from Savings Groups (two from Trolley Road savings group in 3 no. Ward Railway Colony and one from Shamoly Savings Group in Bilash CBO) have been selected for Swing and Block Buttique training at Upazila Women Affairs for one year. It has been made through advocacy and regular communication of the Pourashava. Having got this opportunity they look so happy.

Photo 12: Training on Gender Governance

Photo 13: Nominated for Training at Upazila Women Affairs Department

Case Studies under the Community Based Organization (CBO) of Sreemangal Pourashava

Case Study 01: Special Support to CBO to the journey of its Sustainability

CBO based Solid Waste Management (SWM) in the areas of Sreemangal Pourashava is one of the good examples. Because, after its inception almost all 9 CBOs are active in operating Vans for collecting household solid waste. Following these local roads and drains are not filled up with those waste. People especially those who involve with this system look very happy. Following its success Pourashava has provided other new Vans to all CBOs to keep this system running. Besides, Pourashava has taken initiative to mobilize community people to engage this program. As part of it, for instance, some messages with good enthusiasm have been screening at Local

Cable Network. Besides, Pourashava also support all CBOs providing yearly grants, entertainment cost for running its SWM, conducting regular meeting etc. This will be kept go on until they become sustainable. For instance, 7 (Seven) out of 9 (nine) CBOs in Sreemangal Pourashava have been selected for support based on performance. Purbasa CBO dropped from this supporting list due to inactiveness.

Photo 14: Mayor is distributing new Vans to CBO president (Surma CBO)

Photo 15: CBO-Pourashava Coordination meeting at Pourashava

Case Study 02: CBO Based Saving Groups

Where Urban Poor due to their volatile movement are being discriminated in terms of having got conventional financial facilities and Micro Credit assistance, the poor and marginal people in the CBO cluster areas have been supported in involving savings and credit activities forming self help Savings Group. Vanugach Road CBO (in ward no. 1) has made a remarkable success in mobilizing its members in involving its members into savings and credit operation with 70 members (40 male and 30 female) and Tk 1, 33,600 as savings. Numbers of borrower is 37 (5 female and 32 male) who use credit for running their small business.

Photo 16: Meeting at Bilash CBO Savings Group

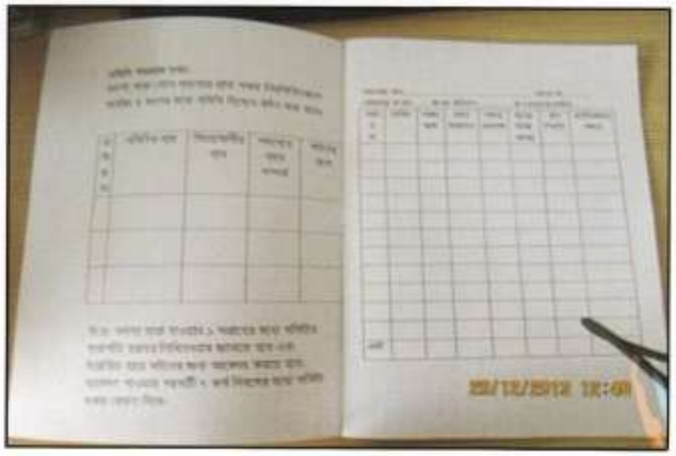

Photo 17: Providing Passbook to Savings Group

Besides, Bilash CBO (in ward no. 5) also has formed a Savings Group with 24 members (all female) and approximately Tk 20,000/- as savings. For the purpose generating self employment two women members have been provided with loan for purchasing Sewing Machine. In addition, Pourashava is supporting these saving groups in providing Pass book, guidelines and necessary trainings on Micro Savings and Micro Credit management.

Case Study 03: Organizing Participatory Community Planning (PCP) and Printing & Distribution of PCP Booklet

In last July and August of 2013, 7 (seven) Participatory Community Planning (PCP) were taken place in CBOs. It was a starting point to get proposal from the community including the slums on its problems by themselves. In procession of keeping this practice continue, the planning (PCP) has been published and distributed to the respective CBOs. Besides, a request letter also sent to CBOs president to make PCP in every April before Yearly Fiscal Budget is finalized. Besides, this booklet covers basic concepts of community, community based planning and its privileges. This will be helpful for Pourashava and CBO itself to make a follow up as to whether their proposals given to Pourashava have been entered into next budget/ Pourashava planning or not.

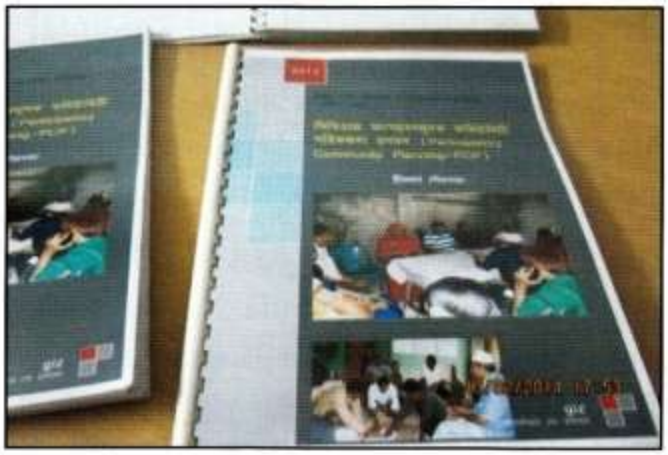

Photo 18: Publication of PCP Booklet

Conclusion

The above case studies upon PRAP, GAP and CBO focus how Sreemangal Pourashava, a Local Urban Body is trying to make voices heard from most vulnerable groups of its community. Because an inclusive policy framework for urbanization can help to find out sustainable and affordable solutions to meet the basic needs of urban poor living in the municipality. If adequate investments are done and inequalities are addressed, the large productive population living in slums can better contribute towards the acceleration of economic growth instead of becoming a social and economic burden.

References

BIC, 2011. "Poverty Profile of the People's Republic of Bangladesh, Executive Summary", the Bank for International Cooperation, http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty_in_Bangladesh, accessed on 24 August, 2014.

Cheru, F. and Bradford, C. 2005. *The Planet at Risk.* Helsinki Process Publication Series 2, Ministry of Foreign Affairs of Finland, Helsinki, http://www.who.int%2Fsocial_determinants%2Fresources%2Furban_settings.pdf, accessed on 07 August, 2014.

CUS. 2006. 'Slums of Urban Bangladesh: Mapping and Census, 2005', Measure Evaluation, National Institution of Population Research and Training, http://www.cpc.unc.edu/measure/publications/pdf/tr-06-35.pdf, accessed on 28 December, 2010.

Islam, N. 1994. Review of Research on Urban Poverty and the Urban Poor in Bangladesh, in N. Islam (ed.), *Urban Research in Bangladesh,* published by CUS, pp. 108-109, Dhaka: CUS.

Islam, N., Huda, N., Narayan, F.B. and Rana, P.B. 1997. *Addressing the Urban Poverty Agenda in Bangladesh,* Dhaka: University Press Ltd.

Jahan, S. and Kalam, A. 2010. "Planning for Inclusive Urban Development: An Integrating Approach to Poverty Reduction", Souvenir: World Town Planning Day, 2010, Bangladesh Institute of Planners (BIP), Dhaka, Bangladesh.

Mahadevia, D., Joshi, R. and Sharma, R. 2009. 'Integrating the Urban Poor in Planning and Governance Systems, India', a Workshop Report, June 2009, National Resource Centre (supported by Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation of Government of India), CEPT University, http://www.spcept.ac.in/download/ cuewp/cue-wp-001.pdf, accessed on 16 January, 2011.

Nahiduzzaman, K. M. 2006. "Housing the Urban Poor: Planning, Business and Politics: A Case Study of Duaripara Slum, Dhaka City, Bangladesh", Unpublished Ph.D Thesis, Department of Geography, Faculty of Social Sciences and Technology Management, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway, htt://www.google.com/ url?sa=t&rct=j&q=spzs%20of%20dmdp%20%20dhaka%bangladesh,.diva-portal.org, accessed on 03 February, 2011.

Rahman. M. M. 2004. 'Regionalization of Urbanization and Spatial Development: Planning Regions in Bangladesh', *the Journal of Geo-Environment ISSN 1682-1998,* vol. 4, pp. 31-46.

Ullah, K. M. and Mahmood, S.M.S. 2010. "Urban Poor in Bangladesh and Bases of Social Power", Souvenir: World Town Planning Day, 2010, Bangladesh Institute of Planners (BIP), Dhaka, Bangladesh.

UNCHS (UN-HABITAT). 2004. 'Pro Poor Land Management: Integrating Slums into City Planning Approaches', United Nations Habitat Mission Statement, Nairobi, http://www.chs.Ubc.ca/archives/files/Pro%20Poor%20Land%20Management.pdf, accessed on 19 December, 2010.

UNMP, 2005. A Home in the City:Task Force on Improving the Lives of Slum Dwellers. United Nations Millennium Project, Earthscan, United Kingdom, 2005, http://www.who.int%2Fsocial_determinants%2Fresources%2Furban_settings.pdf&ei=rwYMVKrEIte68gXH74DIBQ&usg=AFQjCNFXWGHtdaFH4Q8nRoKg7j1HMBXx0g&bvm=bv.74649129,d.dGc, accessed on 19 August, 2014

UTIDP, 2013. "Sreemangal Pourashava: Final Master Plan Report, 2013", Preparation of Master Plan for Pourashavas under Upazala Towns Infrastructure Development Project, LGED, GoB, July, 2013.

WHO, 2005. "A Billion Voices: Listening and Responding to the Health Needs of Slum Dwellers and Informal Settlers in New Urban Settings", An Analytic and Strategic Review Paper for the Knowledge Network on Urban Settings, Who Commission on Social Determinants of Health, Prepared by the Who Kobe Centre, Japan, August, 2005, http://www.who.int%2Fsocial_determinants%2Fresources%2Furban_settings.pdf&ei=rwYMVKrEIte68gXH74DIBQ&usg=AFQjCNFXWGHtdaFH4Q8nRoKg7j1HMBXx0g&bvm=bv, accessed on 26 August, 2014.

Holistic Capacity Building for Reducing Urban Vulnerability: A study on the Street Floating Population of Dhaka City

Shah Md Abu Raihan Alberuni[1], Md. Sirajul Islam[2], Kamrul Hasan Sohag[3]

Law Advisor (Joint Secretary), Ministry of Housing & Public Works, Government of Peoples Republic of Bangladesh[1]

Town Planner (Town Planning and Implementation), RAJUK[2]

Deputy Town Planner, RAJUK[3]

Abstract

Urban vulnerability is the outcome of economic, social, and ecological vulnerability of the whole country as a whole. Dhaka is the administrative, commercial and cultural capital of Bangladesh which serves as the nerve center of the country. It is going to be one of the 10 mega cities in the world in term of its urban population configuration. Growing at a very fast rate, Dhaka's urban Population is Predicted to increase from 11.3 million to about 21 million by 2015 (World Bank, 2007). Like all developing countries the urban Population in Bangladesh has grown much faster than the rural Population. As population growth has typically sprawled in the capital city of Bangladesh, the city has been facing tremendous urban problems. Internal migration is one of the major contributors to urban growth in Bangladesh. In Bangladesh the internal migration basically rural-urban migration is the key concern for development. Internal migration in Bangladesh happens due to pull factors as educational opportunity, access to job, better living condition, and wider opportunity for self-actualization in the major cities. Rural people specially the vulnerable groups are pushed to the cities due to natural disasters as river bank erosion, flood, cyclone, water logging, economic difficulties and lack of employment opportunity in rural areas. The impact of rural-urban migration is visualized on the urbanization process increasing the number of urban vulnerable groups specially the number of urban floating population. The study has been conducted based on primary data collection on the floating urban population following systematic random sampling. Urban vulnerable groups are regarded as those people who face extreme poverty having no shelter and floated in the street within the city premises. The study reveals that about 47% of the floating people move to the city as they became homeless due to river bank erosion. The rest of them are drawn due to flood, water logging, lack of employment opportunities and multiple other responses by the sampled population. Capacity building is considered in this research as broader concept of holistic thinking, analysis and recommendations. The study provided policy recommendations to promote a sustainable support mechanism for the vulnerable population to minimize the impact of internal migration on urbanization. It provided the views of the respondents based on the quantitative findings. It provided analyses to revitalize the role of the rural and urban Local Government institutions of in providing a support system including employment, income generating activities to reduce the impact of internal migration in increasing urban vulnerability for promoting sustainable urbanization in the greater Dhaka city Area.

Background and Current State of The Problem

Urbanization is progressing very fast in Bangladesh. Due to rapid pace of urbanization (6%) the urban population is expected to reach the level of 80 million by 2020 (Chowdhury, 2008). Dhaka places the most important role in the urbanization process of Bangladesh. It alone contains one-third of the urban population. It is estimated that around a third of the city's population live in slums and squatter settlements.

Rapid urbanization is neither a crisis nor a tragedy; it is a challenge (UN, 1990). It has a dramatic influence in rising urban poverty including the incidence of floating population. It creates more demand for housing, utilities and services in urban areas. The nature of economic growth and urbanization is skewed resulting in about 37% of the city's population living below the poverty line and 3.4 million people are estimated to be living in slum areas (SEA, 2007).

The rate of urbanization is considered to be sensitive index of the intensity of the redistribution of population from rural to urban areas (Rita, 2000). This redistribution is happened in the form of internal migration. According to some opinion, migration is essential, inevitable and potentially beneficial component of the economic and social life of every state and every region (IOM, 2003).

Floating population are those people who have no shelter of their own or any fixed abode and who normally live and sleep in private or public places like railway stations, bus stations, launch ghats, market places, mazars, footpaths etc. with or without family. Floating population presents a grim picture of extreme poverty and considered as root cause of other problem. The migrants who fail to manage shelters in slums are forced to accept floating condition. This study was conducted focusing policy measures on how to address the problem of urban vulnerability.

Objectives

The primary objective of this study is to represent how to address urban vulnerability in the policy framework. The specific objectives are as follows:

- To identify the reasons of urban vulnerability in regard to floating population issues.
- To represent the measures taken by the Government of the Peoples Republic of Bangladesh to address vulnerable people of the country.
- To provide policy recommendations how to address the issue on holistic scale for sustainable minimization of risks of poverty and vulnerability

Data and Information

The study is based on primary data collection and secondary materials collected from different sources. Primary data were collected through field survey on the urban floating population. The study area was selected as a part of the Dhaka City Corporation area where approximately 6000 floating people are estimated. The sample size was 300 respondents which comprises 5% of population who were selected following systematic random sampling.

Dhaka : City of Destination

Rural-urban migration in Bangladesh is responsible for transferring poverty from rural areas to urban areas (Sharmin, 2009). Everybody dreams for a better way of life. To materialize the dreams cities are the destinations where people can be provided with jobs and homes. There is wide range of job opportunities both in formal and informal sectors in Dhaka. Most of the jobs are in manufacturing in basic industry. The Dhaka Metropolitan Development Plan (DMDP) estimates that there are 523,000 jobs exist in manufacturing and 200000 jobs exist in Government sector. The rest jobs are in informal sectors. The plan also estimates that by the end of 2015, the labor force could exceed more than 7 million (DMDP, 1995).

Scenario of Floating Population Of Dhaka City

Dhaka is emerging as the dream city of the country, a city that can provide people with jobs and home. As a outcome of "pull and push" syndrome including social, economic and natural calamities the number of floating population is swelling annually at a faster pace. The floating population of Dhaka city has been presented in table1:

Table1.1: Floating populatin in Dhaka city Area

	Male		Female		Total	
RAJUK area	22959	82.16	4984	17.84	27943	100.00
Dhaka city corporation	10606	77.79	3029	22.21	13635	100.00
Other urban area	12353	86.34	1955	13.66	14308	100.00
Total	45918	82.16	9968	17.84	55886	100.00

Source: Aktaruzzaman, 2010

Reasons of Migration of Floating People

The study reveals that highest number of people namely 47% migrated to Dhaka due to river bank erosion which is a continuous process in Bangladesh. As the country is situated in ganges

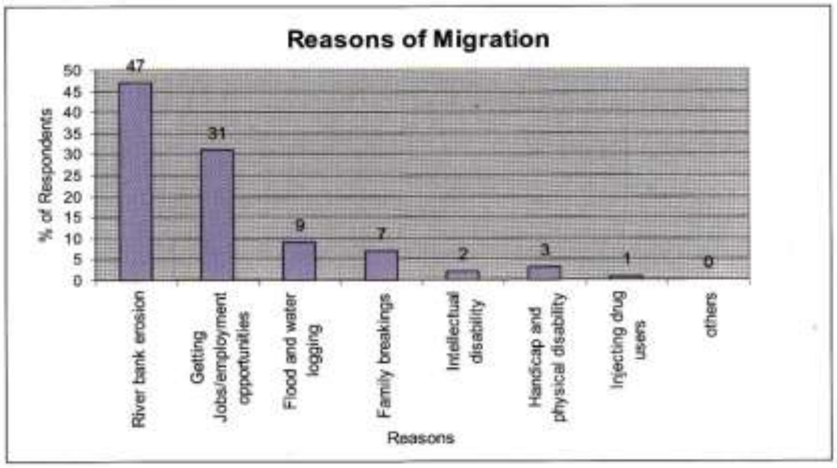

Figure: 1.1 Reasons of Migration

Delta region, it routinely faces flood and erosion when her rivers are overflowed by excessive water generated from upstream countries discharged into the bay of Bengal. The affected people have no support mechanism to survive because the local government institutions are not efficient. Local Government institutions of Bangladesh cannot function due to administrative and legislative control over it, lack of financial institutionalization, lack of adequate resources, insufficient budget allocation, and many other problems (Sohag, 2005). Among the respondents about 31 % are pulled to the city for getting jobs/employment opportunities. Among floating people 9% and 7% came to the city due to water logging and family breaking respectively. The causes of migration of intellectually disabled people (2%) cannot be identified. They are from poor family background and there presence in footpath shows lack of accommodation and social safety for the intellectually disabled people. There is found Handicap and physical disability (3%) and Injecting drug users (1%) who are involved in begging.

Professional Involvement

The study reveals that highest number of floating people namely 41% are involved in

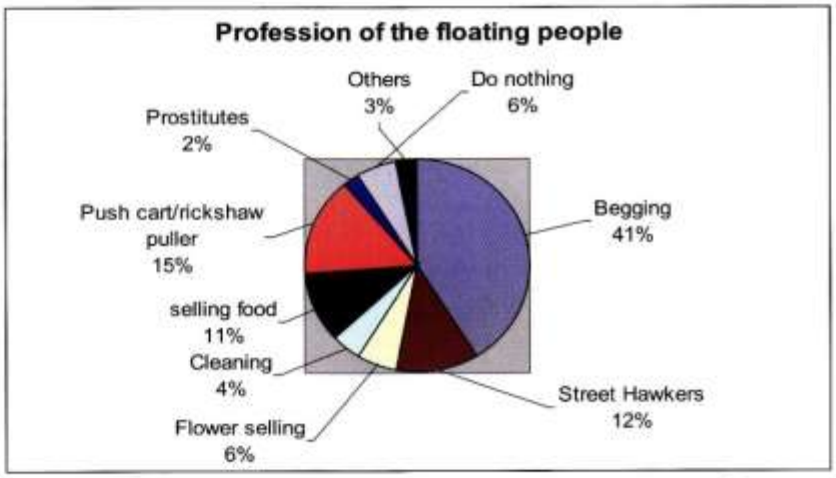

Source: Field Survey, 2010

Figure: 1.2 Professions of the Respondents

begging. Among the respondents about 15 % are involved in push cart and rickshaw pulling. Among others street hawkers, food sellers, flower sellers and cleaners comprise

12%, 11%, 6% and 4% respectively. There is found to be involved in prostitution namely 2% of them. Other 6% of them do nothing but found to stay there who include intellectually disabled and injecting drug users.

Qualitative Information on Selected Victims

Manik Miah hails from Chatianchar village under Nikly Thana of Kishoregonj District. In his early childhood his parents' houses were destructed by erosion of Meghna river. His family cannot afford his study. He took the profession of street vendor by selling readymade tea to the visitors specially at Ramna park and suhrawardy Uddan area. He lives in mess of a slum in Keranigonj area. He has three kids and wife living in his village home. He poses a semipucca tin shade home which was damaged during last storm surge which cannot be re-built due to monetary crisis. He requires Minimum Tk 10,000 monthly for his family livelihood including basic needs, education costs of their kids. He earns taka 7000/- monthly. He works and dreams for well being of his kids.

Plate1: Manik Mia at his service

Modhumala is at the age of 75 who begs in different parks of Dhaka city. She along with his only son Abul and his wife live under tents in suhrawardy Uddyan. They hails from Charmohon under Faridpur. Their homstead were destroyed by river erosion. Moreover, modhumala was divorced by her husband at her age of 26. She rears her son employing as a canteen boy in a student hall of Dhaka University. She contributed to his sons family by begging. She was noticed to take rice with only vegetable at lunch during interview date. She didn't get any elderly stipend by Govt or any organization.

Plate2: Modhumala sitting in front of her tent

Rina lives in the tents in a park with three kids at the age of 10, 8 and 4 years. She was not willing to allow collecting photographs of her family. Her husband left her along with his kids. She lives by prostitution. Her father posed a peece of land in Shariakandi, Bogra which was depleted by river bank erosion of Jamuna river. As a result, her family cannot support her. She dreams to rear her children and hopes for a better future.

Nur Islam and Monowara are disabled beggarman couple who lived in a park in Dhaka. They hails from Bakergonj, Barishal. After a cyclone struck in 1991, monwara was seriously ill and she became handicapped following chronic diseases. As they are physically disabled, they have to hire two little boys to pull their hand pull carts and have to pay Tk. 1000 per month to each boy and supply three meals everyday to the boys. They have two kids who live in their village home with his mother in law and continuing study at class nine and six respectively. They think that they are not able to rent a cottage with their income. Sometime they cook food in the park and sometime they buy readymade food from the park.

Plate3: Nur Islam and Monowara playing games

Habib at the age of 11 hails from Badurgacha village of Dumuria thana under Khulna District. His mother died by a road accident and his father has married again. He left his house as his new

mother tortured him. After the incidence of aila the land of his father was inundated and he faced severe crisis of food and livelihood. One day he quarreled with his mother and left house. He stayed three months in Kamlapur station and later shifted to a park and got a job of pulling cart of a disabled beggerman who pays him Tk 900/ per month and get three meals daily. His dreams is to collect capital and start the business of tea selling in the park. He was emotioned to mention that he is not willing to live with his father untill his father divorced the women who tortured him.

Plate4: Habib with pullcart

Shaheb ali and shaheda are happy to their floating life in a public premises. They are happy because they have to pay no money or tax for their accommodation. They have three sons and four daughters who follow them. They hail from Kalika bazar, Fulchari under Gaibandha district. Shaheb ali lost his house after a seasonal flood which washed away his land by erosion of Dhalshwari river. Since then he along with his family lived in the footpath. He lives on seasonal rickshaw pulling. Sometime he works in the construction sites as day labour. Shaheda doesnot do any work except begging.

Plate5: Shaheb ali and shaheda

Nuru hails from Vola sleeping on the footpath is an injecting drug user. His habitation was destructed by erosion followed by coastal storm surge. His family lived in slums near his

previous home residence. As he has to live alone he was habituated to drug motivated by some friends. He could not send money to his family during last two months. He does not know how his kids and spouse are. He was repeating for his mistake and hope to return to his normal life for the sake of his family.

Plate6: Nuru is sleeping on footpath

Zulhas Mia is a rickshaw puller living with his wife and two kids in a street footpath in Dhaka. They came from Shahbajpur, Jamalpur where Zulhas felt river bank erosion in the memory of his early childhood. He mentioned the severe crisis of affordable housing in Dhaka. He told there can be available rented house with the cost of taka 4000-5000/- but there is no connection of electricity and gas and severe scarcity of water supply where in footpath they get electricity from street light and get water from nereby source and they cook food by firing collected leaves of trees.

Plate7: Zulhas Mia with family

Banu is at the age of 45 who hails from Jamalpur who lives in a street footpath with her only son. In her early childhood she noticed to destroy the homestead of his father by erosion of Jamuna river. She lives from working as house maid. Her husband left her and married again.

Her son was seriously ill following a serious accident of electrification. She has to pay taka fifty thousands to save life of her only son. Her son requires medical treatment so that she allows him to beg at the streets. She dreams with his kid to survive and getting a job in future.

Plate8: Banu Mia with family

Sabur Ali and Sahara Khatun live in a street footpath with bag and baggage. They hail from Bahadurabad, Jamalpur. After cyclone held in 1991, they lost their house. Since then they are living in different slums in Dhaka. Now they live comfortable where they have to pay no house rent. Sabur is being noticed to bath on the footpath and his wife was being prepared for coking on footpath.

Plate9: Sabur Ali (bathing) and Sahara (cooking)

Impacts of Floating people on Urban Socio-economic Activity

Urban informal sector consists thousands of new jobs for the informal people to provide them a challenge to survive which attracts them to migrate to the urban areas. As a result of inmigration, the following impacts are immediately visualized in the urban areas:

- It increased the number of street floating people who lead them inhuman life occupying street footpaths, parks and open space, public land which creates an ugly scenario in urban life.
- It intends to urban environmental pollution by dumping wastes, human excreta here and there in the public fellow land, parks, open spaces
- It creates a hazard to the safety of the pedestrian movement as footpaths are occupied by the street floating people
- It creates pressure on the utilities and services including water supply system, gas and electricity, wastes management
- It may have a correlation to increase criminal offences of terrorist activities, illegal weapons and drug dealing, street prostitution and so on
- It induces the risks of gender violation, abuse of the women and children who are the bottom lined vulnerable groups to survive among the climate victims
- It challenges the safety and security of social life of the inhabitants of the city by increasing the number of unskilled people

Addressing Vulnerability: Prevailing Plans and Programs

Government of the peoples Republic of Bangladesh sanctioned 2010-2011 FY budget allocating 5.7% of development expenditure for implementing 'Social security and welfare program'.

Food Security Program

Government Food Security program comprises in may forms such as Open Market Sale (OMS) of food at low prices, Food For Work (FFW), Vulnerable Group Feeding (VGF), Vulnerable Group Development (VGD), Test Relief (TR) . Most of the programs are implemented involving lower tier of the local Government namely Union Parishads. A total amount of Tk 5,726.25 crores have been allocated for those programs. Besides, some allowances are provided such as Old age allowance, Insolvent disabled allowance, Poor lactating mothers allowance, Widow, divorced and distressed women allowance etc.

Employment for Hard Core

In the current FY Tk. 1,176 crore was allocated for employment generation for the hard core poor. At the same time 'Rural Road Maintenance Project' is continued creating employment for the poor laborers.

Ghore Fera (Returning Home) Program

A ghore fera (returning home) program has been undertaken by the Government by which a survey was conducted on 2,083 families and after scrutiny 221 families have been selected for rehabilitation. To implement this program a policy has already been formulated and a program cell has been established. Another program namely 'One house one farm' program is going to be initiated by the Government soon.

Micro Credit Program

Along side NGOs different Government Ministries/Divisions/agencies are operating micro credit programs for employment and income generations as well as development of the poor and deprived.

Eradication of Begging Profession

In order to eradicate begging and to adopt rehabilitation and employment programs Government has initiated specific programs for rehabilitation and employment of beggars by 2010-11.

Distribution of Khas Land

During this fiscal, a target has been fixed for distribution of 5,534 acres of cultivable khas land among 34,532 landless family across the country.

Recommendations

Urban poverty in Bangladesh is a overflow of rural poverty. Urban vulnerability is the outcome of rural poverty due to lack of food and social security, natural calamities, river bank erosion, water logging, unemployment and many other reasons. So in order to address it, policy in conformity with the socio-economic rural-urban nexus should be incorporated. The following recommendations have been provided to address the issue:

- Poverty reduction through acceleration of economic growth and ensuring social security of the poor and their empowerment through employment should be at the heart of all poverty reduction agenda.
- Those who are aggrieved by natural disasters like river bank erosion, flood, cyclone should be rehabilitated by the Government. The ministry of Disaster management and relief should play the key role.
- Local Government institutions should be strengthened as a vibrant organization to ensure livelihood and income generating activities specially in the vulnerable areas of the country. It should play 'catalyst role' in facilitating livelihood.

- Local Government should prepare a database for those people who become homeless due to river bank erosion. They must be allocated new khas land generated from the river. It can be implemented using the tools of 'Geographical Information System (GIS)' so that the aggrieved people can be priorised for social safety programs.
- Encouraging planned growth of rural towns or introduces compact townships as a form of new settlements. Extending urban services to existing villages and enhancing income-earning opportunities, to reduce rural out migration.
- Reduce inequality within areas, by adopting a people oriented resource allocation, urban land-use and service delivery planning. Particular attention need to be given to allocation of land for housing of all income categories, particularly the low-income groups, and to space for economic activities of the poor.
- Rural poverty eradication and social security should be addressed in sectoral policies as national housing policy, industrial policy, employment and social safety policies.
- Rural areas of the country should be brought under planning to provide more income generating activities in rural areas.
- Housing schemes for the poor and marginalized people should be launched by the Government incorporating in the city master plan.
- Local level Governance should be ensured to implement social development programs successfully in accountable and transparent manner.

Conclusion

Urbanization and urban growth are the result of combination of natural increase of the urban population and net migration to urban areas. Rapid urbanization within a situation of weak economic condition creates extreme pressure on housing and urban services. As a result the poor people are deprived and they become parasites to the urban system. Government initiatives should be continued to integrate them in the mainstream of urban system. After all, adoption and implementation of a comprehensive urbanization policy and improvement of urban management are necessary for planned urbanization and sustainable infrastructure and social development.

Reference

1. Afsar, Rita (2000): Rural-Urban Migration in Bangladesh: Causes, Consequences and Challenges. The University Press Limited, 114, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
2. Aktaruzzaman, Ahmed (2010): Integration of Floating Population in the Urban System of Dhaka City. World Habitat Day memorandum. Ministry of Housing and Public Works. Dhaka, Bangladesh.

3. Choudhury, A. K. M. K (2008): Land Use Planning in Bangladesh, A.H. Development Publishing House, 143, New market, Dhaka-1205.

4. Islam, Sirajul, Sohag, K. H. (2009): Resource Mobilization by Urban Local Government Bodies: A Case Study on Four Pourashavas, The Journal of local Government Vol. 35, No. 1, January-June, 2006, published in June, 2009, National Institute of Local Government, Dhaka, Bangladesh

5. RAJUK (1995): Dhaka Metropolitan Development Plan (DMDP), RAJUK, MOHPW, Dhaka.

6. Sharmin, Sumona (2009): Urbanization and Its Impact: A Study on Western Fringe of Khulna City, Unpublished BURP dissertation, Department of URP, Khulna University, Khulna.

7. Sohag, K.H. (2005): Institutional Capacity Building of Urban Local Government Bodies of Bangladesh-A study of four Pourashavas, Unpublished MURP dissertation, Department of URP, Bangladesh University of Engineering and Technology, Dhaka.

8. World Bank (2007): Institutional and Economic Analysis of Industrial Effluent Pollution and Control in the Greater Dhaka Watershed, World Bank, Dhaka.

বিশ্ববসতি দিবস : গবেষণা ও উন্নয়ন সম্পর্কিত কতিপয় সুপারিশ

সম্পাদনায় -ফরহাদ হোসেন বিপু

বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট ফর রিসার্চ

১৯৮৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪০ তম অধিবেশনে প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবারকে বিশ্ব বসতি দিবস হিসেবে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ও সরকারি-বেসরকারি ভাবে এই দিবস পালিত হয়ে আসছে, সেই সাথে বসতি উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়ে আসছে।

বাসস্থান মানুষের একটি মৌলিক অধিকার, বিশ্বব্যাপী সবার জন্য এই মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা, বাসস্থান সম্পকৃত সমস্যাসমূহের সমাধান করা এবং এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ঠ সবাইকে সচেতন হওয়ার ক্ষেত্রে এই দিবস উদ্‌যাপন খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশ সরকার ছিন্নমুল মানুষের বাসস্থান, সবার জন্য উপযোগী বাসস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশবান্ধব বাসস্থান নিশ্চিত করার জন্য নানা রকম উদ্যোগ পরিচালনা করে আসছে, কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে সকলের সহযোগিতা, সচেতনেতা ও সঠিক গবেষনা ও উন্নয়ন পরিকল্পপনার অভাবে আমরা এখন ও সবার জন্য নিশ্চিত ও পরিবেশ বান্ধব বাসস্থান নিশ্চিত করতে পারিনি। তবে সরকারি এবং বেসরকারিভাবে এই চেষ্টা অব্যাহত থাকলে অচিরেই হয়ত আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো।

মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়ন ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব বাসস্থান নিশ্চিত করতে নিম্মোক্ত পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে ঃ

- সরকারি উদ্যোগে কেন্দ্রীয় ভাবে গবেষণা কার্য পরিচালনা করে বাস্তুহারা মানুষের সংখ্যা, কারণ ও এর প্রতিকার সম্পকৃত প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা
- অপরিকল্পিত নগরায়ন বন্ধ করে, পরিবেশবান্ধব নগরায়ন করার জন্য এবং তা সঠিক উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা
- প্রত্যেক উপজেলায় বাসস্থান, শিল্প, দাপ্তরিক অফিস ও কৃষি জমি নির্দিষ্ট করে রাখা এবং পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা
- নদী, নালা, খাল, বিল ও সমুদ্র সঠিক ও পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবস্থাপনা করে পয়ঃ নিষ্কাশন এর ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখা
- ছিন্নমূল মানুষদেরকে সাময়িক ভাবে বা শুধু বাসস্থানের ব্যবস্থা না করে দীর্ঘমেয়াদী চিন্তা করে বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা পরবর্তিতে নিজেরাই নিজেদের বাসস্থান রক্ষা করতে পারে ও স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে জীবন ধারণ করতে পারে
- প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় সরকারি হস্তক্ষেপ জোরদারকরণ ও ব্যাক্তি পর্যায়ে সচেতনা বৃদ্ধির কর্মসূচি অব্যাহত রাখা
- পরিবেশ বান্ধব শিল্প ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা
- ভূমি অধিকার ও ভূমি আইন সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করে তোলা এবং সবার প্রাপ্য ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা
- শুধুমাত্র শহরাঞ্চলের উন্নয়নে মনযোগ না দিয়ে গ্রাম ও মফস্বলে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি করে সেখানকার বাসস্থান ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা
- সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করতে শিক্ষা, সচেতনেতা, জনসংখ্যা নীতি প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর প্রভাব ও বিবেচনা করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন

সবার জন্য নিরাপদ বাসস্থান নিশ্চিত করা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুষ্ঠ বসতির ব্যবস্থা করতে হলে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাগুলোর ও বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। এই সচেতনেতা বোধ থেকে ***বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ - বির*** নিজেদের নিয়মিত কর্মসূচির মধ্যে বাসস্থান ও পরিবেশগত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন মূলক কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে- ভূমি অধিকার ও ভূমি আইন বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা, পরিবেশ বান্ধব শিল্প কারখানা স্থাপন ও উন্নয়নে নিয়মিত গবেষনা কার্যক্রম পরিচালনা করা, অরগানিক কৃষি পদ্ধতিতে খাদ্য উৎপাদনের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে বাসস্থানের পরিবেশ উন্নত করার জন্য কাজ করা প্রভৃতি। উল্লেখ্য ***বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর রিসার্চ - বির*** একটি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশে গবেষণার কার্যক্ষেত্র ও সুফল বৃদ্ধি এবং দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

Health Hazards of slum dwellers in Bangladesh

Shah Md. Anisul Arefin
B.Pharm (G.B) M.Pharm (NSU)
Product Officer
Product Management Department
Globe Pharmaceuticals Ltd. Dhaka

Introduction

A slum is a heavily populated urban informal settlement characterized by substandard housing and squalor.While slums differ in size and other characteristics from country to country, most lack reliable sanitation services, supply of clean water, reliable electricity, timely law enforcement and other basic services. Slum residences vary from shantyhouses to professionally-built dwellings that because of poor-quality design or construction have deteriorated into slums.

Slums were common in the 19th and early 20th centuries in the United States and Europe.More recently slums have been predominantly found in urban regions of developing and undeveloped parts of the world, but are also found in developed economies.

According to UN-HABITAT, around 33% of the urban population in the developing world in 2012, or about 863 million people, lived in slums. The proportion of urban population living in slums was highest in Sub-Saharan Africa (61.7%), followed by South Asia (35%), Southeast Asia (31%), East Asia (28.2%), West Asia (24.6%), Oceania (24.1%), Latin America and the Caribbean (23.5%), and North Africa (13.3%). Among individual countries, the proportion of urban residents living in slum areas in 2009 was highest in the Central African Republic (95.9%). Between 1990 and 2010 the percentage of people living in slums dropped, even as the total urban population increased. The world's largest slum city is in Mexico City.

Slums form and grow in many different parts of the world for many different reasons. Some causes include rapid rural-to-urban migration, economic stagnation and depression, high unemployment, poverty, informal economy, poor planning, politics, natural disasters and social conflicts.Strategies tried to reduce and transform slums in different countries, with varying degrees of success, include a combination of slum removal, slum relocation, slum upgrading, urban planning with city wide infrastructure development, and public housing projects.

Health Hazards of Slums

Bangladesh with a population of around 166 million is one of the poorest countries of the world with an estimated 3.4 million people living in some 5000 slums in the capital, Dhaka city. The population of Dhaka city has been projected to reach 17.6 million by 2010 - 60% of this population is expected to be living in the slums of Dhaka. Slums, as defined by the United Nations agency UN- HABITAT, are run-down areas of a city characterized by substandard

housing and squalor and lacking in tenure security. Slums are also characterized as being heavily populated. One of the major consequences of living in such slums for its inhabitants is the adversity of health.

Unsafe water in slum area

Malnutrition due to insufficient foods

Slum dwellers usually experience a high rate of disease. Diseases that have been reported in slums include malaria, dengue, tuberculosis, typhoid, gastric pain, dysentery, skin diseases, diarrhea, pain, general weakness, jaundice, menstrual problems and anemia amongst females, and fever, cough, pneumonia, measles amongst children, as the most common health problems prevailing in the region.

High population densities, poor living conditions, low vaccination rates, insufficient health-related data and inadequate health service engender a higher rate of disease transmission in slums than that in non-slum areas. Overcrowding leads to faster and wider spread of diseases due to the limited space in slum housing. Poor living conditions also make slum dwellers more vulnerable to certain diseases. Poor water quality, a manifest example, is a cause of many major illnesses including malaria,diarrhea and trachoma.

By improving living conditions such as introduction of better sanitation and access to basic facilities can ameliorate the effects of diseases. In addition to poor living conditions, low vaccination rates cause excess cases of disease in slums as well. Slum children are less likely to be vaccinated mainly because some slum dwellers refuse vaccinations without understanding its importance or no one at home is able to take the child to health sectors for vaccinations.Lack of reliable data also has a negative impact on slum dwellers' health.

Improper sanitation in slum area

Unhygienic Living Condition

coercive and/or harmful culturally-based medical practices; ensuring equitable access to social determinants of health; and providing proper guidelines for the accreditation of medical facilities, personnel, and equipment. International obligations include allowing for the enjoyment of health in other countries; preventing violations of health in other countries; cooperating in the provision of humanitarian aid for disasters and emergencies; and refraining from use of embargoes on medical goods or personnel as an act of political or economic influence.

Recommendations from the respondents to improve the quality of health service of slum area

The respondents recommended following steps to improve the quality of health service of their area:

- Hospital and more health care centers should be established in the locality.
- Environment of health care center should be more healthy and hygienic.
- Medicine should be provided free of cost
- Door to door health services should be provided in the slum areas by government and nongovernment organization.
- Quality of health services should be improved.
- Doctors and health service providers' behavior needed to be more cordial.
- Reducing price of medicine so that slum people could afford it.
- Quality of sanitation facilities to be improved.
- Distribution of iron tablet, and vitamin tablets by the Government in the locality was needed.
- Government and non-government organization should work in increasing awareness on different health issues.
- Female doctors are needed to be appointed in the maternal child health centers.
- There should be regular spray to control mosquito and proper garbage cleaningfacility in slum area by City Corporation.

Conclusion

It becomes clear that slum dwellers of the urban areas of Bangladesh are one of the most deprived groups in terms of accessing and enjoying proper health care facilities. Health problems of the slum women can be solved by themselves with a little support from Government City Corporation and NGOs working in the Areas. The NGOs can organize health education and counseling services for the slum dwellers to make them aware of causes of different diseases, the basic knowledge on water, sanitation, hygiene, balanced diet, services provided by the Government and NGOs.

A number of slum families do not report cases or seek professional medical care, which results in insufficient data.This might prevent appropriate allocation of health care resources in slum areas since many countries base their health care plans on data from clinic, hospital, or national mortality registry. Emergency ambulance service and urgent care is typically unavailable in slums.Health service providers have little economic incentive to begin their business in slums. A study shows that more than half of slum dwellers are prone to visit private practitioners or seek self-medication with medicines available in the home.Private practitioners in slums are usually those who are unlicensed or poorly trained and they run clinics and pharmacies mainly for the sake of money.

Non-qualified allopathic drug-sellers of drug stores located within and nearby the slums were found to be the main source of health care for slum dwellers. Even in presence of qualified practitioners, their services are not availed due to their inability to pay consultation fees.

One common belief amongst the slum dwellers is that they usually equate the person who sits at the pharmacy and sells medicines, with a health care service provider. Slum dwellers often resort to pharmacies for availing primary medical services. There are many pharmacies in this slum. Hence, pharmacies are the most popular choice amongst these people when it comes to seeking health care services. Slums are considered a major public health concern and potential breeding grounds of drug resistant diseases for the entire city, the nation, as well as the global community.

Health equity

The General Comment also makes additional reference to the question of health equity, a concept not addressed in the initial International Covenant. The document notes, "The Covenant proscribes any discrimination in access to health care and underlying determinants of health, as well as to means and entitlements for their procurement." Moreover, responsibility for ameliorating discrimination and its effects with regards to health is delegated to the State: "States have a special obligation to provide those who do not have sufficient means with the necessary health insurance and health-care facilities, and to prevent any discrimination on internationally prohibited grounds in the provision of health care and health services." Additional emphasis is placed upon non-discrimination on the basis of gender, age, disability, or membership in indigenous communities.

Responsibilities of states and international organizations

Subsequent sections of the General Comment detail the obligations of nations and international organizations towards a right to health. The obligations of nations are placed into three categories: obligations to respect, obligations to protect, and obligations to fulfill the right to health. Examples of these (in non-exhaustive fashion) include preventing discrimination in access or delivery of care; refraining from limitations to contraceptive access or family planning; restricting denial of access to health information; reducing environmental pollution; restricting

REFERENCES

1. Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), "Population and Housing Census", 1991, 2001, 2011
2. Centre for Urban Studies (CUS), (2005), "Slums of Urban Bangladesh, Mapping and Census".
3. http://archive.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=93293
4. http://economicsbd.wordpress.com/2011/03/06/a-brief-history-of-economics/
5. https://sites.google.com/site/bdguiber/home/6-english/bangladesh/emerging-bangladesh/-urbanization-in-bangladesh

বিশ্ব বসতি দিবস-২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থিত গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এম পি, মাননীয় সচিব মোঃ গোলাম রব্বানী এবং ইউ এন ডি পি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর মিস পলিন টেমিসিস

বিশ্ব বসতি দিবস-২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে অংশ গ্রহণকারী অতিথিবৃন্দ

বিশ্ব বসতি দিবস-২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য দিচ্ছেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রনালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, এম পি

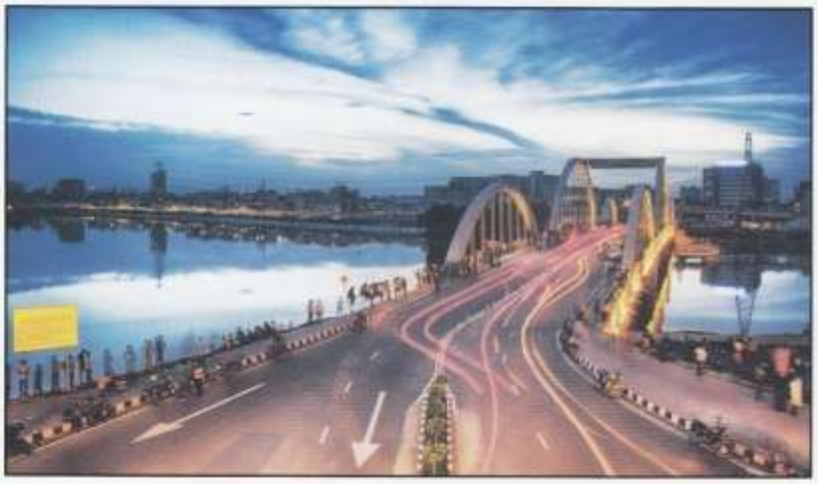

নান্দনিক হাতিরঝিলের রাত্রিকালীন দৃশ্য, ঢাকা

বহদ্দারহাট ফ্লাইওভার (চট্টগ্রাম) উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১০০ শয্যা বিশিষ্ট ডায়াবেটিস হাসপাতাল, পঞ্চগড়

কড়াইল বস্তি, ঢাকা

বস্তি অভ্যন্তরে সংকীর্ণ পরিবেশের চিত্র কড়াইল, ঢাকা

মহাখালি বস্তির একাংশ, ঢাকা

খিলগাঁও বস্তি শিশুদের পাঠদানরত একজন শিক্ষিকা, ঢাকা

কারওয়ান বাজারের রেললাইন বস্তি, ঢাকা

গুলশান বস্তির পার্শ্ববর্তী দুষিত পরিবেশ, ঢাকা

পানিতে ভাষমান বস্তিবাসীর যাতায়াত ব্যবস্থার চিত্র, কড়াইল, ঢাকা

মালিবাগ বস্তির একাংশ, ঢাকা

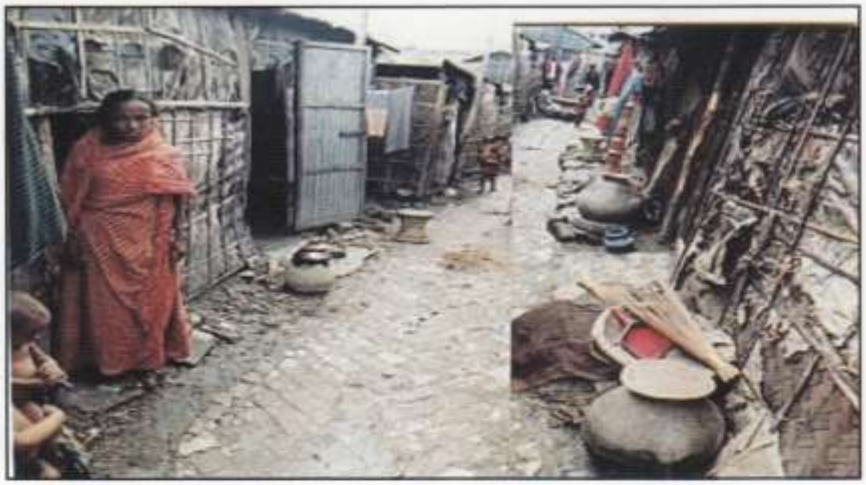

খিলগাঁও বস্তির অভ্যন্তরে যাতায়াত ব্যবস্থার চিত্র, ঢাকা

কারওয়ান বাজারের রেললাইন বস্তি, ঢাকা

আগারগাঁও বস্তি অভ্যন্তরে ময়লা অব্যবস্থাপনার চিত্র, ঢাকা

কারওয়ান বাজারের রেল লাইনের ভিতরে বাজার, ঢাকা

তেজগাঁও বস্তির একাংশ, ঢাকা

সংকীর্ণ বস্তি অভ্যন্তরে মা ও শিশু, ঢাকা

আগুনে পুড়ে যাওয়া বস্তিবাসি পারিবার, মতিঝিল, ঢাকা

আগারগাঁও বস্তির একাংশ, ঢাকা

বস্তির অপরিকল্পিত পয়ঃনিষ্কাশন ও ময়লা আবর্জনা অব্যবস্থাপনার চিত্র, কমলাপুর, ঢাকা

উচ্ছেদ হওয়া বস্তির একাংশ, মালিবাগ, ঢাকা

বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৪ উদযাপন কমিটিসমূহ

স্ট্যান্ডিং কমিটি

সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সভাপতি
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
চেয়ারম্যান, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ণ কর্তৃপক্ষ	সদস্য
প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর	সদস্য
প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর	সদস্য
বিভাগীয় প্রধান, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, বুয়েট	সদস্য
বিভাগীয় প্রধান, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা	সদস্য
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা	সদস্য
পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর	সদস্য
পরিচালক, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এইচবিআরআই)	সদস্য
সভাপতি, ইনস্টিটিউটশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইইবি)	সদস্য
সভাপতি/সম্পাদক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি)	সদস্য
সভাপতি/সম্পাদক, নগর গবেষণা কেন্দ্র (সিইউএস), ঢাকা	সদস্য
সভাপতি, রিয়েল এস্টেট এন্ড হাউজিং এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব)	সদস্য
নির্বাহী পরিচালক, কোয়ালিশন ফর দি আরবান পুওর (সিইউপি)	সদস্য
প্রফেসর নজরুল ইসলাম, নগর বিশেষজ্ঞ	সদস্য
প্রফেসর ড. নুরুল ইসলাম নাজেম, নগর গবেষণা কেন্দ্র	সদস্য
যুগ্ম সচিব (প্রশাসন-২), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য সচিব

দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে নিম্নলিখিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

১। দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ
২। টেলিভিশন অনুষ্ঠান (Talk Show)
৩। স্মরণিকা প্রকাশ
৪। সেমিনার
৫। প্রচারণা

গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নেবর্ণিত কমিটি গঠন ও কমিটির কার্যপরিধি এবং ব্যয়ভারের বিষয়ে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ:

২.০ বাণী প্রস্তুত ও দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ:

কর্মসূচি বাস্তবায়নের গঠিত কমিটি ও কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ:

২.১ বাণী প্রস্তুত ও জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশনা কমিটি :

১. জনাব মোঃ আবু সাদেক পিইঞ্জ, পরিচালক, এইচ.বি.আর.আই, ঢাকা।	আহবায়ক
২. প্রফেসর ড. শাকিল আক্তার, বিভাগীয় প্রধান, আরবান এন্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং বুয়েট, ঢাকা।	সদস্য
৩. জনাব আশরাফ আলী আকন্দ, উপ পরিচালক (এস্টেট এন্ড প্ল্যানিং), রাজউক, ঢাকা।	সদস্য
৪. জনাব মোঃ শাহাদাত হোসেন, উপ-প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, ঢাকা।	সদস্য

দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(ক) মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও সচিব মহোদয়ের বাণী প্রস্তুতকরণ ও সংগ্রহপূর্বক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ।

(খ) ০৫ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে ৩টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করার বিষয়ে সকলে একমত পোষণ করেন।

ব্যয়ভার : জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্বাহ করা হবে।

৩.০ টেলিভিশনে টক শো আয়োজন :

কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটি ও কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ:

৩.১ টক শো বাস্তবায়ন কমিটি :

১. যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-১) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২. সিনিয়র জনসংযোগ কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়:	সদস্য
৩. বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রতিনিধি	সদস্য
৪. বাংলাদেশ বেতারের প্রতিনিধি	সদস্য

গঠিত কমিটি তাদের প্রয়োজনমত সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

দায়িত্ব ও কর্তব্য: ৫ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ রাতে বিটিভিতে টকশো আয়োজন।

৪.০ বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৪ উদযাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ :

কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটি ও কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ:

৪.১ স্মরণিকা প্রকাশনা কমিটি :

১.	জনাব শাহ মোঃ আবু রায়হান আলবেরুনী, আইন উপদেষ্টা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	আহবায়ক
২.	সিনিয়র জনসংযোগ কর্মকর্তা, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা।	সদস্য
৩.	জনাব মোঃ আকতার হোসেন সরকার, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, এইচ.বি.আর.আই, ঢাকা।	সদস্য
৪.	সৈয়দা ইসরাত নাজিয়া সহকারী সম্পাদক, নগর গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা।	সদস্য
৫.	জনাব আখতার মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক- বিআইপি	সদস্য
৬.	জনাব সুজাউল ইসলাম খান, সম্পাদক (নগরায়ন), বাংলাদেশ স্থপতি ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।	সদস্য
৭.	জনাব আসিফ এম আহসানুল হক,সম্পাদক(ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি),বাংলাদেশ স্থপতি ইনষ্টিটিউট, ঢাকা।	সদস্য
৮.	রিহ্যাবের প্রতিনিধি	সদস্য

দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(ক) বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৪ উদযাপন উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশ;

(খ) দিবসটি উপলক্ষে ব্যাপক প্রচারণার নিমিত্ত পোস্টারিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

(গ) গঠিত কমিটি তাদের প্রয়োজনমত সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

ব্যয়ভার : স্মরণিকা প্রকাশনার ব্যয়ভার রিহ্যাব কর্তৃক নির্বাহ করা হবে।

৫.০ বিশ্ব বসতি দিবস ২০১৪ উদযাপন উপলক্ষে সেমিনার আয়োজন:

কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য গঠিত কমিটি ও কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ:

৫.১ সেমিনার বাস্তবায়ন কমিটি :

১.	পরিচালক, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা	আহবায়ক
২.	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত জোন, ঢাকা।	সদস্য
৩.	জনাব ভুবন চন্দ্র বিশ্বাস, উপ সচিব (প্রশাসন-১), গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৪.	জনাব মোঃ আকতার হোসেন সরকার, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, এইচ.বি.আর.আই,ঢাকা।	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি-বিআইপি।	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি-সিইউএস।	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি-সিইউপি।	সদস্য
১১.	সাধারণ সম্পাদক-আইইবি।	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি -জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ।	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি - স্থাপত্য অধিদপ্তর।	সদস্য
১৪.	জনাব আখতারুজ্জামান, বাংলাদেশ প্রতিনিধি UN-Habitat, বাংলাদেশ।	সদস্য
১৫.	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি - ইনষ্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস।	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি- ভূমি মন্ত্রণালয়।	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি- রিহ্যাব।	সদস্য

দায়িত্ব ও কর্তব্য:

(ক) বিশ্ব বসতি দিবস উপলক্ষে ১৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ সকাল ১০.০০ টায় গণপূর্ত অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে সেমিনার আয়োজন।

(খ) গঠিত কমিটি তাদের প্রয়োজনমত সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

বস্তিবাসীর অধিকার : পরিবেশবান্ধব বাসস্থান

বিষয়ক সেমিনার

অনুষ্ঠানসূচি

স্থান ঃ সম্মেলন কক্ষ, পূর্ত ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা

তারিখ ঃ ১৩ অক্টোবর ২০১৪ সোমবার

সময় ঃ বিকাল

২:৩০ মিঃ : রেজিস্ট্রেশন
২:৫০ মিঃ : অতিথিবৃন্দের আসন গ্রহণ
৩:০০ মিঃ : মাননীয় প্রধান অতিথি'র আগমন ও আসন গ্রহণ
৩:০৫ মিঃ : প্রবন্ধ উপস্থাপন
৩:৫৫ মিঃ : উন্মুক্ত আলোচনা
৪:২০ মিঃ : মডারেটর এর উপস্থাপনা
৪:৩০ মিঃ : আমন্ত্রিত অতিথিদের ভাষণ
৪:৪০ মিঃ : বিশেষ অতিথি'র ভাষণ
৪:৫০ মিঃ : প্রধান অতিথি'র ভাষণ
৫:০০ মিঃ : সভাপতি'র ভাষণ
৫:১০ মিঃ : চা-চক্র

সুধি,

যথাযথ বাসস্থান নিশ্চিত করা এবং নাগরিক জীবনের মান উন্নয়নের প্রয়াসে জাতিসংঘের অন্তর্ভূক্ত প্রয়াসে জাতিসংঘের অন্তর্ভূক্ত দেশসমূহে "বিশ্ব বসতি দিবস-২০১৪" উদ্‌যাপন উপলক্ষে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামী ১৩ অক্টোবর ২০১৪ সোমবার "বস্তিবাসীর অধিকার : পরিবেশবান্ধব বাসস্থান" শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এম.পি. উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর Ms. Pauline Tamesis উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী, সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনি সাদরে আমন্ত্রিত।

খন্দকার ফওজী মুহাম্মদ বিন ফরিদ
পরিচালক
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা
ও
আহবায়ক, সেমিনার বাস্তবায়ন কমিটি

cover photograph: **Z. H. M. Monjur Murshed**